—দুঃস্বপ্ন—

(রহস্য উপন্যাস)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ।

সবুজ সাহিত্য আয়তন
৩।১, মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা ঃ ৪

পরিবেশনা :

ডি, এম, লাইব্রেরী।

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

প্রথম প্রকাশ :

মহাসপ্তমী, ১৩৫৯ আশ্বিন।

প্রকাশ করেছেন :

লেখকের পক্ষ হ'তে সবুজ সাহিত্য আয়তন

ছেপেছেন :

দি, প্রিণ্ট্ ইনডিয়া প্রেসের পক্ষে,

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু,

৩।১ মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন :

শ্রীআশু বন্দোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন :

শ্রীমৃণীন্দ্র জীবন দাশগুপ্ত, এম্-এস্-সি

বেঁধেছেন :

ঝর্ণা ট্রেডিং কোং পক্ষে

শ্রীহরিভূষণ পাকড়াশী

মূল্য : তিন টাকা

পর্দার ও পাশ হইতে কণ্ঠস্বরটা শোনা যাইতেছে বেশ স্পষ্ট এতক্ষণে।

পর্দার এপাশে একটি গোলাকার টেবিলের চারিপার্শ্বে খান পাঁচেক চেয়ার ও গোটা দুই সোফা একটা সেল্ফ—সেল্ফের তিনটি তাকে নানাবিধ ঔষধ পত্রের ছোট বড় নানা আকারের শিশি, রোগীর খাদ্য ও ফিডিং কাপ্ স্প্রে, ডুস্—কেনিউলা প্রভৃতি সজ্জিত।

দু'টি সোফা অধিকার করিয়া পাশা পাশি দু'জন ভদ্রলোক উপবিষ্ট ছিলেন।

একজন মধ্য বয়েসী প্যান্ট্ ও সার্ট পরিধানে গলায় টেথোটি জড়ানো। দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্প বয়েসী ২৩।২৪ য়ের মধ্যে পরিধানে ধুতি ও গায়ে একটি শাল জড়ান।

তৃতীয় একজন ৩৪।৩৫ য়ের মধ্যে হইবে বয়েসে। মাথার সমস্ত চুলগুলি ব্যাকব্রাস করা।

বেশ উচু লম্বা চেহারা এবং অত্যন্ত সুশ্রী। চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা। ভদ্রলোকের পরিধানে ধুতি ও সেরওয়ানী।

সেরওয়ানীর বোতাম গুলি খোলা।

দণ্ডায়মান ব্যক্তির নজরই সর্বপ্রথম সমর ও শকুন্তীর উপরে পতিত হয়।

কেহ কিছু বলিবার আগে শকুনীই বলিয়া ওঠে তার সেই বিশ্রী গলায় : ডকটর সেন।

উপবিষ্ট দুইজন উঠিয়া দাঁড়ান বোধ হয় ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানাইতেই।

পর্দার ওপাশ হইতে আবার কণ্ঠস্বর তখন শোনা গেল।

শালারা ভাবছে আমি কিছু বুঝি না। আমায় slow poison করছে টের পাচ্ছিনা না ?

সব। সব—জানি। পুলিশ সাহেব দালাল কে চিঠি দিয়েছি ! conspiracy ! বিরাট conspiracy.

প্যাণ্টকোট পরিহিত ভদ্রলোকটি আগাইয়া আসিলেন এবং মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন. আসুন ডাঃ সেন। এবং পরক্ষণেই কক্ষ মধ্যস্থিত ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া কহিলেন ইনি ডাঃ সানিয়্যাল দাদার attending physician।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতি নমস্কার জানায়।

ওপাশে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তখন আবার নীরব হইয়া গিয়াছে।

'আপনি attending physcian অন্য কোন বড় ডাক্তার রায়বাহাদুর কে দেখছেন কি ?—'

সমরের কথায় মৃদু হাসির ক্ষীণ একটা আভাষ ডাঃ স্যানিযালের ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়াই আবার পরক্ষণে মিলাইয়া যায়।

কহিলেন, বলুন বরং কে রায় বাহাদুরকে আজ পর্যন্ত

দেখেন নি! কলকাতার হেন বড় ডাক্তার নেই ওকে একাধিক বার এসে দেখে যান নি।—'

'Is it!—

'হাঁ! রায় বাহাদুরের একটা ডাক্তার ফোবিয়া আছে বলতে পারেন; এক বছর থেকে একপ্রকার শয্যাগত হয়ে আছেন বলতে পারেন। আজ পর্যন্ত এ্যানজাইনার সাতটা এ্যাটাক্ হয়েছে—'

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে তাকাইল সমর ডাঃ সানিয়্যালের মুখের প্রতি এবং কহিল, 'বলেন কি!'

'হাঁ ডাঃ সিদ্ধান্ত বলেন রায় বাহাদুরের একটা নয় দশটা হার্টস আছে। ভদ্রলোকের বয়স বাটের কোঠায় আটবার ডবল নিউমুনিয়ার এ্যাটাক্, সাতবার একিউট ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি, তিনবার পারনিসাস্ ম্যালেরিয়া ও দুইবার টাইফয়েডে ভুগেছেন এবারের এ্যাটাকটা হাট এ্যাট্যাক থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে এক বৎসর শয্যাশায়ী। এখন জেনারেল এ্যানাসারকা উইথ কনজেস্টিভ্ হাট ফেলিওর।—'

'হুঁ। তা আমি ওকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি—

'বেড্সোর থেকে গ্যাংগ্রিণ্ হ'তে চলেছে তাই আপনাকে ডাকা হয়েছে—'

'ও!—' কথাটা উচ্চারণ করিয়া সমর চুপ করিয়া যায়।

বুঝিতে পারে না ঐ জন্য এত রাত্রে এই ভাবে তাহাকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিয়া আনিবার এমন কি জরুরী প্রয়োজন ছিল।

এ বাড়ীর সবই দেখিতেছি বিচিত্র !

ঢং করিয়া রাত্রি আড়াইটা ঘোষণা করিল ঘরের দেওয়ালে বসান একটি ওয়াল ক্লকে।

হঠাৎ ঐ সময় আবার পর্দার ওপাশ হইতে শোনা গেল : ডাক্তার।

ডাঃ সানিয়্যাল হন্ত দন্ত হইয়া পর্দার ওপাশে চলিয়া গেলেন।

'আমাকে ডাকছিলেন রায়বাহাদুর !—'

'কি কর ! তুমি ! তুমিও ঐ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছো নাকি ! সব টের পাই ! শকুণীও আছে সে বেটাও ষড়যন্ত্র করছে। তাড়াও ! তাড়াও দুঃশাসন কে তাড়াও। জাননা He is dangerous !—'

ডাক্তার সানিয়্যাল বোধহয় রায়বাহাদুরের কথার কোন জবাব দিলেন না পার্শ্বের নার্সকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,' নার্স ! ঘুমের ঔষধটা দিয়েছিলে ?—'

সঙ্গে সঙ্গে রোগীর তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ শোনা গেল', No hypnotic drug ! ঘুম পাড়িয়ে তোমরা সকলে মিলে আমাকে খুন করতে চাও। আমি কিছু বুঝিনা বটে না !— get out ! Get out all of you !

'ডাঃ বর্দ্ধন আজ ফোনে বলেছেন ঐ ঔষধটা দিতে—'

'না ! না—আঃ—'

একটা আর্ত যন্ত্রণাকাতর শব্দ শোনা গেল।

পরক্ষণেই আবার শোনা গেল ঃ ডাঃ সেন কে 'কল' দেওয়া হয়েছিল ?

'হাঁ তিনি এসেছেন !—'

'কোথায় ! ডাক ! ডাক তাকে—'

ডাঃ সেন এবারে নিজেই পর্দার দিকে আগাইয়া গেল ।

প্রকাণ্ড একটা পালঙ্কের উপরে রবারের গদির সাহায্যে উঁচু করিয়া শয্যা বিস্তৃত ।

এক কোণে ত্রিপয়ের উপর নীল কাচের ডোমে ঢাকা স্বল্প শক্তির একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে, বাতির নীলাভ আলোয় শয্যার উপরে শায়িত রোগী রায়বাহাদুর দুর্যোধন চৌধুরীর দিকে তাকাইল সমর। প্রকাণ্ড উপাধানের উপরে সর্বাঙ্গ শাদা চাদরে আচ্ছাদিত রায়বাহাদুর শুইয়া আছেন। কেবল মাত্র রোগীর মুখ খানা দেখা যাইতেছে ।

নিরাশা ক্রোধ, বিরক্তি, বেদনা ও বিতৃষ্ণা সব কিছু যেন এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিরেখাঙ্কিত মুখখানার উপরে। হাড় ও চর্মসার মুখ খানা ঃ মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাটা ।

সমস্ত হাড় সর্বস্ব মুখ খানির মধ্যে দীর্ঘ উন্নত নাসিকাটা যেন উদ্ধত একটা প্রশ্নের মত জাগিয়া আছে ।

চক্ষুর পাতা দু'টি মুদ্রিত ।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাঃ সানিয়্যাল ও শিয়রের সামনে ঔষধের গ্লাস হাতে স্থির নির্বাক দাঁড়াইয়া একটি অল্প বয়েসী অত্যন্ত সুশ্রী ক্রিশ্চান বাংগালী নার্স ।

'ডাঃ সেন এসেছেন—'

কথাটা ডাঃ সানিয়ালই রায়বাহাদুরকে জানাইলেন।

চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই রায়বাহাদুর কহিলেন, 'কোথায়?—'

সমর আরো একটু আগাইয়া গিয়া একেবারে রোগীর শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুর চক্ষু মেলিলেন এবং পূর্ণ দৃষ্টিতে সমরের দিকে তাকাইলেন।

'ডাক্তার সেন?—'

'হাঁ!—'

'কিন্তু you are too late! আর মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় আছে!—'

সমর রায়বাহাদুরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। রায়বাহাদুরের চক্ষু দু'টি আবার ততক্ষণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

'তোমরা! you! all of you! সাক্ষী থাকবে ওরা আমায় রাত চারটের সময় হত্যা করছে। কিরীটি! কিরীটি বাবু কই? তাকে কি আমি এতটাকা ফিস্ দিয়ে বসে থাকবার জন্য ডেকে এনেছি। হত্যার আগেই যদি সে চোখ না খুলে সব দেখে তবে আমার হত্যা রহস্য solve করবে কি করে। ডাক! নার্স—মিঃ রায় কে ডাক!—'

নার্স বোধ হয় রায় বাহাদুরের আদেশ পালনের জন্যই পর্দার ওপাশে চলিয়া গেল।

'আপনার হাত টা একটিবার দেখতে পারি কি?—'

ডাঃ সমর সেন একটু বুঝিয়া প্রশ্ন করে।

'পালস্ দেখবেন! কিন্তু কি হবে দেখে! যাকে আর দেড় ঘণ্টা বাদে হত্যা করা হবে তার পালস্ দেখে কি বুঝবেন! Not a natural death! Not a case of heart failure

'এসব আপনি কি বলছেন রায়বাহাদুর ?—' সমর প্রতিবাদ না জানাইয়া পারে না।

'ভাবছেন প্রলাপ বকছি না হয় পাগল হয়ে গেছি না ডাঃ সেন! এখুনি দেখবেন। দেখতে পাবেন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় কিনা ?—'

সমর ঔষধের গ্লাসটা একটু আগে যেটি নার্স কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার সময় সামনের টেবিলের উপরে রাখিয়া গিয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া কহিল, 'এই ঘুমের ঔষধটা খানত'। একটু ঘুমাতে পারলে নিশ্চয়ই সুস্থ বোধ করবেন। জেগে জেগে যত আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন।'

কি বললেন দুঃস্বপ্ন! হঁ্যা দুঃস্বপ্নই বটে। দেখছি গত একবৎসর ধরে। But it is as true as anything! দিন কি ঔষধ খেতে হবে। সত্যিই আমি ঘুমাতে চাই! Deep sound sleep!—'

সমর রায়বাহাদুরকে ঔষধটা পান করাইয়া দিল নিজ হাতেই।

নার্সের সঙ্গে সঙ্গে এমন সময় কিরীটি রায় আসিয়া পর্দার পাশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল।

'কে ?—'

'আমি কিরীটি রায়বাহাদুর !—'

সমর চোখ তুলিয়া আগন্তুকের দিকে তাকাইল।

কিরীটির পরিধানে শ্লিপিং পায়জামা ও কিমোনো। দেখিলেই বোঝা যায় সদ্য সে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

'আসুন ! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ !—'

'এই ঘরেই ত' ছিলাম !—'

'ঘুমাচ্ছিলেন না ! এমনি করে ঘুমালেই আপনি আমার হত্যা রহস্যের কিনারা করেছেন আর কি ! সময় যে ঘনিয়ে এলো সেদিকে খেয়াল আছে ?—'

কিরীটি মৃদু হাস্য সহকারে শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল : সেত' রাত চারটায় ! এখনো একঘণ্টার উপরে সময় আছে।'

'আর সময় আছে !'

তাছাড়া আপনাকে ত' বলেছি আমি একবার এসে যখন উপস্থিত হ'য়েছি প্রাণ থাকতে আপনার কোন বিপদ যাতে না ঘটে সেই চেষ্টাই করবো !—

'করুন। যত পারেন চেষ্টা করুন কিন্তু বাধা দিতে পারবেন না এও আমি জানি।—'

ঢং ঢং ঢং !···

রাত্রি তিনটা ঘোষিত হইল ওয়াল ক্লকে।

রায়বাহাদুর আবার কহিলেন : আর এক ঘণ্টা !

'আপনি এবারে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন দেখি রায়বাহাদুর!—'

কথাটা বলিল কিরীটি।

রায়বাহাদুর চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন কিরীটির কথার কোন জবাব দিলেন না।

দু' চার মিনিটের মধ্যেই রায়বাহাদুর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বোঝা গেল তাহার মৃদু নাসিকাধ্বনীতে।

একমাত্র নার্স বাদে বাকী তিনজনে বাহিরে চলিয়া আসিল।

পর্দার এদিকে আসিয়া উহারা দেখিলেন একমাত্র দুঃশ্বাসন চৌধুরী ভিন্ন বাকী দু'জন শকুণী ঘোষ ও অন্য ভদ্রলোকটি সেখানে উপস্থিত নাই।

ডাঃ সানিয়্যাল কিরীটি ও ডাঃ সমর সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল: চলুন আমার ঘরে আপনাদের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

সকলে রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে লাগোয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ছোট্ট একখানি কক্ষ: রোগীর ঘরের সঙ্গে মধ্যবর্তী একটি দ্বারপথে যোগাযোগ আছে।

একটি লোহার খাটে সাধারণ একটি শয্যা বিস্তৃত।

ঘরের কোনে একটি আনলায় জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে ঝুলান। একটি ছোট্ট টেবিল। একেধারে ছোট একটি

নেয়ারের খাটের উপরে শয্যা বিছান। খান কতক বই ও খাতাপত্র টেবিলের উপরে বিশৃংখল ভাবে ছড়ান। খাটের নীচে একটি চামড়ার স্যুটকেশ।

ইলেকট্রিক স্টোভে একটা এ্যালুমুনিয়ামের কেত্লীতে জল ফুঁটিতেছে।

খান তিনেক চেয়ারও ঘরে ছিল।

'বসুন! কফি তৈরী করি একটু কারো আপত্তি নেইত!—'

ডাক্তার সেন বা কিরীটির কাহারই আপত্তি ছিল না কহিল: বেশত!

কেত্লীর জল ফুটিয়া গিয়াছিল।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার সানিয়্যাল কফি তৈয়ারী করিয়া কিরীটি ও ডাঃ সেনকে দুই কাপ দিয়া নিজেও এককাপ কফি লইয়া বসিলেন।

ডাক্তার সানিয়্যাল কফির কাপে একচুমুক দিয়া ডাঃ সেনের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'রায়বাহাদুরকে দেখে আপনার কি মনে হলো ডাঃ সেন?—'

'বর্তমানে একটা illussion য়ে ভুগছেন বুঝলাম। কতদিন থেকে এরকম হয়েছে?—'

'দিন সাতেক হবে। দিন সাতেক আগে থেকেই ঐ কথাটাই প্রায় বলছেন আজকের তারিখে রাত চারটের সময় উনি নিহত হবেন।—'

'এর আগে কখনো ঐ ধরনের কথা বলেন নি?—'

'না! আমি ত' প্রায় মাস আটেক হলো এখানে আছি attending Physician হ'য়ে—'

'আর ঐ যে সব ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন?—' এবারে প্রশ্নটা করল কিরীটি।

'তা মাস পাঁচেক হবে!—'

'হঠাৎ এরকম ধারণা ওর হলো কেন কিছু বলতে পারেন ডাঃ সানিয়্যাল?—'

কিরীটি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিল।

'না। বরং আমিত দেখতে পাচ্ছি রায়বাহাদুরের আত্মীয় স্বজনেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সর্বদা কি ভাবে ওকে একটু সুস্থ ও নিশ্চিন্ত রাখতে পারবেন। এ ধরণের সন্দেহ যে কি করে আসে—'

'Curse! এটা একটা অর্থের অভিশাপ ডাঃ সানিয়্যাল! অর্থ জিনিষটাই এমন যে না থাকলেও শান্তি নেই আবার থাকলেও শান্তি নেই! শাঁকের করাত এগুতেও কাটে পিছুতেও কাটে।'

কিরীটি মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলিল।

নিঃশেষিত কফির পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া কিমনোর পকেট হইতে একটা সিগার বাহির করিয়া দিয়াশলাই সহযোগে অগ্নি সংযোগ করিল কিরীটি সিগারটায়।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিবার পর কিরীটি কহিল, 'গত দশবৎসর থেকে রায়বাহাদুরকে আমি চিনি। A self

made man! প্রথম জীবনে কুলী রেক্রুটিং থেকে শুরু করে ক্রমে চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। সাত সাতটা কোল মাইনস্‌য়ের অধিকারী হয়েছেন—'

'রায়বাহাদুরের শুনেছি জীবনে দান ধ্যানও প্রচুর।—' কথাটা বলিলেন ডাঃ সানিয়্যাল।

'হাঁ! বহু প্রতিষ্ঠানে ওর বহু দান আছে!—' জবাব দিল কিরীটি।

সমর সেন এ আসরে যেন নির্বাক শ্রোতা ঃ অবাক বিস্ময়ে বিচিত্র অদ্ভুৎ রায়বাহাদুরের কাহিনী শুনিতেছিল।

দরজার গায়ে এমন সময় সহসা মৃদু করাঘাত শুনিতে পাওয়া গেল।

'কে?—' ডাঃ সানিয়্যালই প্রশ্ন করিলেন এবং আগাইয়া গিয়া দ্বার অর্গল মুক্ত করিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিলেন রায়বাহাদুরের ভ্রাতা দুঃশ্বাসন চৌধুরী। এবং কক্ষের মধ্যে উপবিষ্ট কিরীটি ও ডাঃ সমর সেনকে লক্ষ্য না করিয়াই ডাঃ সানিয়্যালকে কহিলেন ঃ ডাক্তার আমাকে একটা ঘুমের ঔষধ দিতে পার! কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না। এ বাড়ীতে আসা অবধি আজ একমাস রাত্রির পর রাত্রি আমার না ঘুমিয়ে কাটছে!

'এখানেত' আমি কোন ঔষধ রাখি না মিঃ চৌধুরী! ওঘরে অনেক রকমের ঘুমের ঔষধ আছে আমার নাম করে নার্সের কাছে চান গিয়ে সে দেবেখন।'

'ওসব সাধারণ বারবিউটন গ্রুপ ও ড্রাগস্‌য়ে আমার কিছু হবে না। সব খেয়ে দেখেছি। বরং যদি আমাকে একটা মারফিয়া injection করে দাও হাফ্‌ গ্রেণ!—'

'মরফিয়া?—' বিস্মিত ডাক্তার সানিয়্যাল যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই কথটা উচ্চারণ করিলেন।

'হাঁ মরফিয়া! অচ্ছা থাক আজও যাহোক একটা কিছু খেয়েই দেখি—' বলিতে বলিতে দুঃশ্বাসন চৌধুরী প্রস্থান করিলেন।

উঁহারা আবার গল্প সুরু করিলেন।

আরো আধঘণ্টাটাক পরে।

সহসা কতকটা যেন ঝড়ের বেগেই বৃদ্ধগোছের একটি ভৃত্য ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া উদ্বেগকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলঃ ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু শিগ্‌গিরী আসুন! কর্তাবাবু! কর্তাবাবু—কিরীটি ততক্ষণ চেয়ার হইতে কতকটা যেন লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়।

'কি! কি হয়েছে কর্তাবাবুর!—'

'খুন! খুন হয়েছেন কর্তাবাবু!—'

'সেকি!—' বিস্মিত একটা চীৎকারের মতই যেন কথাটা ডাঃ সানিয়্যালের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল।

'হাঁ শিগ্‌গিরী আসুন!—'

সকলের পূর্বে কিরীটি যেন ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির

হইয়া গেল এবং তাহার পশ্চাতে ডাঃ সেন, ডাঃ সানিয়্যালও ছুটিলেন।

রায়বাহাদুরের কক্ষের দ্বারটা খোলাই ছিল।

কিরীটিই সর্বপ্রথম কক্ষমধ্যে গিয়া পা দিল এবং ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষ মধ্যস্থিত ওয়াল ক্লকটা রাত্রি চারিটা ঘোষণা করিল।

ঢং ঢং ঢং···ঢং !···

ঘরের মধ্যে ঐ সময়ে দুঃশাসন ও বৃহন্নলা চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের চোখে মুখেই একটা অসহায় ভীতি বিহ্বল ভাব। নির্বাক বিস্মিত সকলে।

ওয়াল ক্লকের গম্ভীর সংকেত ধ্বনিটা যেন নিষ্ঠুর হত্যার কথাটাই জানাইয়া দিয়া গেল।

দ্রুতপদে সকলে পর্দা তুলিয়া কক্ষের ওপাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে সর্বপ্রথম সকলেরই দৃষ্টিতে পড়ে রোগীর শিয়রের কাছে চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট নার্সের মাথাটা চেয়ারের উপরে একপাশে হেলিয়া পড়িয়াছে।

আর! আর শায়িত মুদ্রিত চক্ষু রায়বাহাদুরের বক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে সুদৃশ্য কালো বাটওয়ালা একটা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হইয়া যেন নিষ্ঠুর মৃত্যুর ভয়াবহ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে।

রায়বাহাদুরের গায়ের উপরে যে সাদা চাদরটি ছিল সেই চাদর সমেতেই ছোরাটা ভেদ করিয়া গিয়াছে। বিদ্ধ ছোরাটার কালোবাটের চারিপার্শ্বে লাল রক্ত চিহ্ন শুভ্র চাদরের উপরে যেন ভয়াবহ একটা বিভীষিকার মত মনে হয়।

কোনই প্রয়োজন ছিল না তথাপি ডাঃ সানিয়াল প্রথমেই রায়বাহাদুরের পালসটা দেখিলেনঃ সব শেষ! ইতিপূর্বেই মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কিরীটি আগাইয়া গিয়া উপবিষ্ট ও নিদ্রিত নার্সকে ঠেলিয়া জাগাইতে গিয়া দেখিল গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন নার্স !

ঠেলা দিয়া বা উচ্চস্বরে ডাকিলেও তাহার সাড়া পাওয়া যাইবে না। সে জাগিবে না।

কিরীটির বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না কোন তীব্র ঘুমের ঔষধের সাহায্যেই নার্সকে গভীর ঘুমের রাজ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাসিতা করা হইয়াছে।

ডাক্তার দুইজনও ইতিমধ্যে নার্সের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তাহাদের মধ্যে ডাঃ সানিয়্যাল ঘুমন্ত নার্সকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়। কিরীটি সড়িয়া দাঁড়ায়।

অপলক দৃষ্টিতে কিরীটি নিহত মুদ্রিত চক্ষু রায়বাহাদুরের মুখের দিকেই তাকাইয়াছিল।

মুখের সে পূর্বের ভাবগুলি যেন নিশ্চিন্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে তাহার পরিবর্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও যন্ত্রণার চিহ্ন।

অদূরে টেবিলের উপরস্থিত নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোর দ্যুতিতে মুখখানার মধ্যে যেন কেমন একটা নিদারুণ বিভীষিকা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নিঃস্তব্ধ ! কাহারও মুখে টু'শব্দটি পর্যন্ত নাই।

কেবলে পর্দার ওপাশের ওয়াল ক্লকটা একঘেয়ে শব্দ করিয়া চলিয়াছে মন্থর বিশ্রী টক্ টক্ টক্ !...

'উঃ কি ভয়ানক !…'

সকলেই যুগপৎ ঐ কথাগুলি সহসা শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

কথাটা বলিয়াছিলেন দুঃশ্বাসন চৌধুরী। এতক্ষণে তিনি দুইহাতে নিজের মুখখানা ঢাকিয়াছেন।

ডাঃ সানিয়্যাল যেন কি একটা কথা উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় সহসা একটা ভারী জুতার মচ মচ্ শব্দ সকলের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল।

মচ্ মচ্ শব্দে জুতা পায়ে কে যেন এই কক্ষের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে।

মচ্ মচ…মচ্' জুতার শব্দ কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিরীটিই সর্বাগ্রে পর্দার ওদিকে পা বাড়াইল এবং পর্দার এদিকে আসিতেই দেখিতে পাইল পুলিশের ইউনিফর্ম পরিধানে হৃষ্ট পুষ্ট ভারিক্কী চেহারার এক অফিসার কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া। বারেক কিরীটি ও পুলিশ অফিসারটি দু'জনা দু'জনার দিকে অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল। কিরীটিই প্রথমে কথা কহিল: আপনিই বোধ হয় এখানকার এস্ পি. মিঃ দালাল।

'হাঁ! আপনি?—'

'আমি! আমার নাম কিরীটি রায়!—আসুন এই মাত্র আমরা জানতে পেরেছি রায়বাহাদুর নিহত হয়েছেন!—'

'কি বললেন ?—রায়বাহাদুর—' উৎকণ্ঠা মিশ্রিত উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন পুলিশ সুপার এস্, পি দালাল।

'হাঁ। চলুন এইঘরেই পর্দার ওপাশে মৃত দেহ !—'

স্তম্ভিত নির্বাক এস্, পি দালাল যন্ত্রচালিতের ন্যায় কিরীটিকে অনুসরণ করিলেন।

পর্দার এপাশে আসিয়া পা দিতেই এবং মৃতের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ রায়বাহাদুরের প্রতি নজর পড়িতেই অস্ফুট কণ্ঠে আবার দালাল সাহেব বলিয়া উঠিলেন : উঃ what a horrible sight ! কি ভয়ানক ! কি ভয়ানক !

সত্যিই ভয়ানক ! যেন পূর্বাপর সমগ্র ব্যাপারটাই একটা চরমতম বিস্ময়, একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেও যে লোকটি জীবিত ছিল প্রাণ স্পন্দনের মধ্য দিয়া নিজের সত্বাটাকে ঘোষণা করিতেছিল এই মুহূর্ত্তে সে অসহায় মৃত্যুর মধ্যে যেন নিঃশেষে লোপ পাইয়াছে।

নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে জীবনসমুদ্রের বক্ষ্য হইতে।

এবং এই ঘটনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত রহস্য হইতেছে এই যে, ঐ ছুরিকাবদ্ধ মৃত লোকটি কেমন করিয়া না জানি অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী তাহার মৃত্যুর সংবাদটি পূর্বাহ্নেই জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সত্যিই কি জানিতে পারিয়াছিল। না সেটা ডাক্তারের ভাষার একটা ইলিউশান মাত্র।

না কেবল মনের মধ্যে তাহার একটা অদৃশ্য সংকেত

তাহাকে তাহার অজ্ঞাতেই অবচেতনার মধ্যে সতর্ক অংগুলি হেলন করিয়া ভবিষ্যত বাণী করিয়াছিল মাত্র।

নার্স সুলতা করের জ্ঞান আরো আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিল।

ঔষধের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া সে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। প্রথমটায় সে কিছুই বুঝিতে পারে না। চোখের ঘুম ও মনের নিষ্ক্রিয়তাটুকু যেন কাটিয়াও কাটিতে চাহে না। একটা ঘোরের মত সমস্ত চেতনাকে এখনো আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহার দেহ ও মন। কিরীটির পরামর্শে এককাপ ষ্ট্রং কফি পান করিবার পর সুলতা যেন কতকটা ধাতস্থ হইল।

কিন্তু সুলতা করের বক্তব্য হইতে এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা রায়বাহাদুরের মৃত্যু-রহস্যের উপরে আলোকসম্পাত করিতে পারে।

সুলতা কর কহিলেন রাত্রি দুইটা নাগাদ ডাক্তার সানিয়্যালের কক্ষে কফি তৈরী হইয়াছিল, সেই কফি পান করিবার পর হইতেই তাহার বিশ্রী রকম ঘুম পাইতেছিল।

রায়বাহাদুরকে ডাঃ সেন ঘুমের ঔষধ পান করাইয়া চলিয়া আসিবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই রায়বাহাদুর ঘুমাইয়া পড়েন।

সাধারণত দীর্ঘকাল ধরিয়া বলিতে গেলে প্রায় নিয়মিতই ঘুমের ঔষধ সেবণ করিবার ফলে ইদানীং কোন ঘুমের ঔষধেই সহজে রায়বাহাদুরের নিদ্রাকর্ষণ হইত না।

অথচ আজ আশ্চর্য ঘুমের ঔষধ পান করিবার কিছুক্ষণের মধ্যেই রায়বাহাদুরের নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং শীঘ্রই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন।

রায় বাহাদুরকে নিদ্রিত দেখিয়া সুলতা করেরও দু'চোখের পাতায় ঘুমের ঢুলুনী নামিয়া আসিতে চায় এবং কখন একসময় সে নিজেই ঘুমাইয়া পড়ে তাহা কিন্তু তাহার মনে নাই।

নার্স সুলতা করের কথায় বার্তায় একটা ভীতির ভাব যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রথমত ডিউটি দিতে দিতে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, দ্বিতীয়ত সেই নিদ্রাকালীন সময়ের মধ্যেই নিষ্ঠুর আততায়ীর হস্তে রায়বাহাদুর নিহত হইয়াছে।

কিরীটি কিন্তু ব্যাপারটায় বিশেষ আমল দেয় না।

দালাল সাহেব যখন বারংবার নানাবিধ প্রশ্নবাণে ভীত ত্রস্ত সুলতা করকে নানাভাবে জেরার পর জেরা করিয়া চলিয়াছেন কিরীটির মধ্যে তখন সম্পূর্ণ অন্য একটি চিন্তা পাক খাইয়া আবর্ত রচনা করিয়া ফিরিতেছিল।

বেচারা সুলতা করের কোন দোষ বা অপরাধ নাই।

হত্যাকারী যে ধূর্ত ও অত্যন্ত ক্ষিপ্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্রও নাই।

প্রথমত সে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করিয়া এবং প্ল্যান আটিয়াই রায়বাহাদুরকে হত্যা করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত হত্যার পূর্বে যাহারা অকুস্থানে উপস্থিত থাকিতে

পারে তাহাদিগকে কফির সহিত ঘুমের ঔষধ মিশাইয়াই পান করাইয়া অজ্ঞান করিয়া তারপর হত্যা করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ যাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া হত্যাকারী স্থির করিয়াছিল তাহাকে পর্যন্ত তীব্র ঘুমের ঔষধ পান করাইয়া পূর্বাহ্ণেই ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছে যাহাতে হত্যার সময় হতভাগ্য কোন রূপ বাধা দান করিতে না পাবে বা চীৎকার করিয়া অন্যের দৃষ্টি পর্যন্তও আকর্ষণ না করিতে পারে।

এইত গেল হত্যাকারীর দিকটা।

নিহত রায়বাহাদুরের ব্যাপারটাও কম ভাবিবার বিষয় নহে। পূর্বাহ্ণে তিনি ত' নিজের হত্যার কথা জানিতেই পারিয়াছিলেন সে কারণে কিরীটিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এমন কি বন্ধু এস, পি দালাল সাহেবকেও পূর্বাহ্ণেই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে দালাল সাহেব ও সময় মত ঠিক অকুস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। হত্যাকারী প্রচুর রিস্ক্ লইয়াছে সন্দেহ নাই কারণ যতই সে পূর্ব হইতেই আটঘাট বাঁধিয়া হত্যাকার্যে লিপ্ত হইয়া থাকুক না কেন এতগুলি সজাগ লোকের প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে চোখের উপর দিয়াই তাহার প্ল্যানকে চমৎকার ভাবেই কার্যে পরিণত করিয়াছে।

কিন্তু কথা হইতেছে সেই চমৎকার প্ল্যানটিই বা কি এবং কি ভাবেই বা সেটা হত্যাকারী এমন সুষ্ঠ ভাবে কার্যে পরিণত করিল।

আপাতঃ দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে দেখা যাইতেছে

দুঃসাহসী হত্যাকারীর এটা যেন একটা চ্যালেঞ্জকে সুসম্পন্ন করা।

এবং এতগুলি লোককে একেবারে স্রেফ যেন বোকা বানাইয়া দিল।

ছোরার সাহায্যে যখন রায়বাহাদুরকে হত্যা করা হইয়াছে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে হত্যাকারী এই কক্ষে সশরীরে প্রবেশ করিয়াছিল।

কিন্তু কথা হইতেছে ঠিক ঐ সময়টিতে এই কক্ষের মধ্যে নিদ্রিতা নার্স সুলতা কর ও নিহত রায়বাহাদুর ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রাণী উপস্থিত ছিল কিনা।

এবং উপস্থিত থাকিলে কে উপস্থিত ছিল এই বাড়ীর মধ্যে আর কারই বা উপস্থিত থাকা সম্ভব! মনে মনে অত্যন্ত দ্রুত কিরীটি চিন্তা করিয়া লয় এই বাড়ীর সমস্ত লোক গুলিকে।

মৃত রায়বাহাদুর। তার সহোদর ভাই দুঃশাসন চৌধুরী রায়বাহাদুরের খুল্লতাত অবিনাশ চৌধুরী ভাগিনেয় শকুনী ঘোষ একমাত্র পুত্র বৃহন্নলা চৌধুরী, বৃহন্নলার স্ত্রী নমিতা চৌধুরী, বৃহন্নলার একমাত্র পুত্র একাদশ বর্ষীয় বালক বিকর্ণ ও রায় বাহাদুরেয় ভগিণী কন্যা রুচিরা দেবী। রায়বাহাদুরের বিধবা ভগ্নী ও রুচিরার মাতা গান্ধারী দেবী। এই কয়জন বাড়ীর ভিতরকার।

বাহিরের কর্মচারীদের মধ্যে অন্দরে যাহাদের অবাধ যাতায়ত ছিল ম্যানজার নিত্যধন সাহা, তহশীলদার বৃদ্ধ

কুণ্ডলেশ্বর শর্মা ও পুরাতন নেপালী ভৃত্য কৈরালাপ্রসাদ ও ডাক্তার সানিয়্যাল।

যাহাদের অন্দরে যাতায়ত বড় একটা নাই ভৃত্য প্রসাদ, কৈরালা, বৃন্দাবন ও বাচ্চা ঝি সৌরভি ও ননীর মা! ড্রাইভার রামনরেশ ও ভৈরব। নাইট কীপার ভূম্‌ সিং দরোয়ান বলদেব ও দুধনাথ।

হত্যাকারী ইহাদের মধ্যে কেহ যদি সাহায্যকারী হইয়াও সাক্ষাৎ হত্যাকারী হিসাবে বাহিরের লোকগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবেই আপাততঃ বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

ভৃত্য ও কর্ম্মচারী যাহাদের অন্দরে যাতায়াত ছিল তাহাদের অপাততঃ পূর্ব্বোক্ত কারণেই লিষ্ট হইতে ছাটাই করা চলিতে পারে।

এবং আত্মীয় পরিজনদের মধ্যেও একমাত্র রায়বাহাদুরের পুত্র বৃহন্নলা চৌধুরীর একাদশ বর্ষীয় বালক পুত্রকে সন্দেহের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

বাকী সকলকেই সন্দেহের তালিকার মধ্যে ধরা যাইতে পারে—পারে কারণ বাকী সকলের প্রত্যেকেই মৃত রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে লাভবান হইবার সম্ভবনা।

অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই রায়বাহাদুরকে হত্যা করা এমন কিছুই অসম্ভব নয়।

কিরীটির চিন্তা জাল ছিন্ন হইয়া গেল!

সুপার দালাল সাহেব সুলতা করের জবাণবন্দী শেষ করিয়া দুঃশাসন চৌধুরীকে জেরা করিতে তখন সুরু করিয়াছেন।

'আপনি বলেছেন দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আপনি বাড়ী ছাড়া থাকাবার পর মাত্র দিন দশেক আগে এখানে ফিরেএসেছেন কেমন কিনা ?—'

'হাঁ !—' দালাল সাহেবের প্রশ্নের জবাবে জানাইলে দুঃশ্বাসন চৌধুরী।

'এই পাঁচ বছর আপনি কোথায় ছিলেন ?—'

'বর্মা মুলুকে মৌচিতে—'

'মৌচি !—'

'আজ্ঞে হাঁ ! মৌচিতে আমার মাইকার বিজনেস্ ছিল—'

মাঝেখানে থেকে কিরীটি এবারে প্রশ্ন করিল', কয়েকটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মিঃ দালাল মিঃ চৌধুরীকে।'

'করুন !—'

মিঃ চৌধুরীর কি মাইকার সেই বিজনেস এখনো আছে ?—'

'না ! দাদার চিঠি পেয়ে সমস্ত বিজনেস তুলে দিয়েই একেবারে চলে এসেছি !

'কেন ! বিজনেস্ কি ভাল চলছিল না ?—'

'খুব ভালই চলছিল। আমারও বিজনেস্ তু'লে দেবার কোন ইচ্ছাই ছিল না কিন্তু গত বৎসর দেড়েক ধরে দাদা অনবরত আমাকে ওখানকার বিজনেস্ তুলে দিয়ে দেশে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। তাছাড়া এখানকার এত বড় বিজনেস বৃহন্নলা একা একা ম্যানেজ করে উঠতে পারছিল না—'

'কেন আমি ত যতদূর জানি ইদানীং অসুস্থ অবস্থাতেও দু'মাস আগে পর্যন্ত বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই রায়বাহাদুর নিজে বিজনেস্ দেখা শুনা করতেন তা'ছাড়া আপনার ছোটকাকা অবিনাশ বাবুও ত বিজনেস দেখা শুনা করতেন বলেই শুনেছি—'

কিরীটির কথায় দুঃশ্বাসন চৌধুরী বিশেষ অর্থপূর্ণ একটু হাসি হেসে বললেন, 'কে আমাদের কাকা সাহেব।'

'হাঁ!—

'হাঁ তা দেখতেন বটে তবে এতই যখন আপনার জানা আছে এও নিশ্চয়ই আপনি জানেন কাকা সাহেবের আসল বিজনেসের চাইতেও গান বাজনা সংক্রান্ত বিজনেসেই বরাবর বেশী ঝোঁক এবং ঐ সব বদখেয়ালে বরাবর দাদাকে নাহোক মাসে হাজার দেড় হাজার করে অর্থ আত্মীয়তার আক্কেল সেলামী বাবদ জলে ফেলতে হতো! হু! তিনি দেখবেন বিজনেস! এই যে বাড়ীর মধ্যে এতবড় একটা ব্যপার ঘটে গেছে দেখুন গিয়ে কাকাসাহেব দিব্যি খোস মেজাজে বাইজীর গান শুনছেন এখনো।—'

কিরীটি দুঃশ্বাসন চৌধুরীর কথায় জবাব দেয়, 'আজ গত সাত বৎসর ধরে রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচয় হবার সুযোগে হয়েছিল মিঃ চৌধুরী। আপনাদের কাকা সাহেব অবিনাশ বাবুর সমস্ত কিছুই আমার জানা। রায়বাহাদুরের বর্তমান সুবিপুল সম্পত্তির অর্জনের মূলে আপনাদের কাকা সাহেবেরও দীর্ঘ বার বৎসরের পরিশ্রম ও

অধ্যাবসায় আছে সেদিক দিয়ে আমি যতদূর জানি রায়বাহাদুরই ইদানীং বৎসর তিনেক হলো আপনাদের কাকাসাহেবের জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা মাসোহারার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—!'

'কোথায়ও কোন কাগজ পত্রে এসম্পর্কে কোন নির্দেশ আছে কি। না এটা মৌখিক ব্যবস্থাই ছিল ?'

প্রশ্ন করিলেন দুঃশাসন চৌধুরী।

'বৎসর দুই আগে রায় বাহাদুরের সঙ্গে যখন একবার আমার কলকাতায় দেখা হয় কথায় কথায় সেই সময়েই রায়-বাহাদুর আমাকে বলেছিলেন তার উইলের মধ্যেও—'

'উইল। দাদার উইল!— পরম 'বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন দুঃশাসন চৌধুরী কথা কয়টা উচ্চারণ করিলেন।

'হাঁ। উইলেই সে রকম লিখে দিয়েছেন তিনি তাই আমাকে বলেছিলেন —'

'এবারে সত্যিই আমাকে হাসালেন মিঃ রায়। দাদার উইল! তার ত কোন উইলই নেই।—'

'পাকাপোক্ত রেজিষ্টার্ড উইল একটা না থাকলেও— 'উইল তার একটা ছিল!'

'ভুল শুনেছেন! কাঁচা পাকা কোন উইলই তার নেই!—' ইতিমধ্যে একসময় রায়বাহাদুরের পুত্র বৃহন্নলা চৌধুরীকেও দালাল সাহেব ঐ কক্ষের মধ্যে ডাকাইয়া আনাইয়াছিলেন!

পিতার আকস্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুতে বৃহন্নলা চৌধুরী যেন

শোকে মুহ্যমান হইয়া পাথরের ন্যায় একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল।

তাহার দিকে তাকাইয়া এবারে কিরীটি কহিল, 'বৃহন্নলা বাবু, আপনার বাবার কোন উইল বা ঐ জাতীয় কোন কিছু লেখা কি নেই?'

'না। আমি যতদূর জানি বাবার কোন উইলই নেই!—'

'আছে! আছে আলবৎ হ্যায়!—'

অকস্মাৎ কাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কয়টি প্রাণীই যুগপৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকাইল।

কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর এমন মধুস্রাবী হইতে পারে এ যেন ধারণাও করা যায় না!

সত্যি অপূর্ব মিষ্টি কণ্ঠস্বর বক্তার।

এত কণ্ঠস্বর নয় সংগীতের সুর।

সংগীতের জন্যই যেন ভগবান ঐ কণ্ঠস্বরটি সৃষ্টি করিয়াছেন।

উঁচু বলিষ্ঠ পুরুষোচিত গঠন!

কালোগাত্রবর্ণ হইলেও মুখ চোখের গঠন ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছুকে লইয়া যেন অপূর্ব একটা শ্রী ও সৌন্দর্যের সমন্বয় বা সামাঞ্জস্য।

পরিধানে মিহি কালো পেড়ে ফরাসডাংগার গিলে করা কোঁচান ধূতি ধূতির কোছা পায়ের পাতার উপরে লুটাইতেছে।

গাত্রে একটা হাফ্ হাতা গরম পাঞ্জাবী।

কাঁধের উপরে দামী কস্কার কাজ করা কাশ্মিরী শাল।

পায়ে ঘাসের চটি।

কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী।

অবিনাশ চৌধুরীর বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে এবং বয়স তাহার যতই হউক না কেন অতি পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন দেহের মধ্যে এতটুকু ও তার চিহ্ন যেন দেখা যায় না।

'আছে! আছে—অলবৎ আছে!—দু'বছর আগেই দুর্যোধন উইল করে রেখে ছিল।'

কথা কয়টি বলিয়া এবারে অবিনাশ চৌধুরী বারেকের জন্য সকলের দিকে একবার তাকাইয়া বৃহন্নলার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করত কহিলেন, সত্যিই কি দুর্যোধন মারা গেছে নাকি বিনু! —এরা গিয়ে এই মাত্র আমাকে সংবাদ দিল!'

কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইল।

সে যেন ঠিক বুঝিতে পারে না কে এইমাত্র অবিনাশ চৌধুরীকে গিয়া দুর্যোধন চৌধুরীর মৃত্যু-সংবাদটা দিল।

কিন্তু অবিনাশ চৌধুরীর কথায় কেহই কোন জবাব দেয় না।

'ব্যাপার কি তোমারা যে সবাই মুখে ছিপি এঁটে দিয়েছো বলে মনে হচ্ছে। কথা বলছো না কেন। বলিতে বলিতে প্রৌঢ় অবিনাশ চৌধুরীর পাশেই দণ্ডায়মান পুলিশ সুপার দালাল সাহেবের প্রতি নজর পড়িতেই মূহূর্তে কি একটা বিরক্তিতে যেন মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

এবং সকলকে যেন কতকটা বিস্মিত ও বিব্রত করিয়াই দালাল সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া অবিনাশ কহিলেন, 'এ সময় দালাল সাহেব আপনি এখানে কেন? আপনি কেন এসেছেন?'

'রায়বাহাদুর নিজেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন!—'

'কি বললেন দুর্যোধন আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিল। কেন? নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে কোন চুরী ডাকাতির কিনারা করতে নয়—'

গম্ভীর কণ্ঠে দালাল সাহেব কহিলেন, 'তার 'চাইতেও গুরুতর ব্যাপারে চিঠি লিখে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে আসতে বলে ছিলেন—'

'গুরুতর ব্যাপরে! গুরুতর ব্যাপারটা কি শুনি?—'

'তিনি—রায়বাহাদুর যে আজ রাত্রে নিহত হবেন যে

করেই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাকে সাহায্য করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং এখন দেখতে পাচ্ছি তার সে অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যি সত্যিই তিনি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছেন !—'

'ওঃ সত্যি সত্যিই তাহলে দুর্যোধন নিহত হয়েছে !—' ব্যাপারটার মধ্যে যেন এতটুকু গুরুত্বও নাই এই ভাবে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ধীর শান্ত ও মৃদু পদবিক্ষেপে ঘরের অন্যাংশে পর্দার ওপাশে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

কিরীটি ও দালাল সাহেব নিঃশব্দে অবিনাশ চৌধুরীকে অনুসরণ করিল।

শয্যার উপরে রায়বাহাদুরের মৃত দেহ ঠিক পূর্বেই মতই পড়িয়া আছে দেখা যাইতেছে।

অবিনাশ একেবারে মৃতের শয্যার কিনারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সেই ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অস্ফুষ্ট স্বরে কহিলেন,' দুর্যোধন !'

সত্যি সত্যিই তুই তাহ'লে মরলি ! আশ্চর্য ! তুই যে মরবি একথা তুই জেনেছিলি কি করে—

সহসা এমন সময় কিরীটির প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী ফিরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে কিরীটির দিকে তাকাইলেন।

কিরীটি প্রশ্ন করিয়া 'আপনিও তাহ'লে সে কথা জানতেন অবিনাশ বাবু ?

'তুমি কে হে !—'

'আমি একজন সত্যসন্ধানী। আমিও রায়বাহাদুরের call পেয়ে এখানে এসেছি গতকাল !—

'আমার নাম কিরীটি রায় !—'

'কিরীটি রায়। হুঁ মনে পড়েছে! আমাদের সেই দলীল জালের একটা ব্যপারে বছর দুই আগে তুমিই না সব ধরে দিয়েছিলে ?—'

'হাঁ !—'

'হু কি বলছিলে আমি সে কথা জানলাম কি করে—না! দুনিয়া শুদ্ধ লোককেইত'।

দুর্যোধন কথাটা বলে বেড়িয়েছে তা আমি জানবো না !— আমাকে ও সে বলেছিল !—'

'কবে ?—'

'দিন পনের আগেই বোধ হয় একবার বলেছিল-

'এর মধ্যে আর বলেন নি ?—'

'না! বলবে কখন দেখাইত' হয়নি !—'

'দেখাই হয় নি !—'

'না! বড় লোক মাত্রেরই একটা না একটা ফোবিয়া বাহানা থাকে যার মধ্যে ও রোগ ফোবিয়া আমার দু'চক্ষের বিষ একেবারে সহ্য করতে পারি না।

'রায়বাহাদুরের এই দীর্ঘ দিনের রোগটা তাহলে আপনার মতে একটা ফোবিয়া—'

প্রশ্নটা করলেন এবারে দালাল সাহেব।

'হ্যাঁ তাছাড়া আর কি! এ্যজাইনা পেকটোরিসের সাত সাতটা এ্যাটাক না হলে কোন ভদ্রলোক সামলে উঠতে পারে! ও এ্যানজাইনাই নয়।—'

অবাক বিস্ময়ে কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

'আসলে ও এ্যানজাইনা ফ্যানজাইনাই নয় ওকে পেয়েছিল মেলানকোলিয়ায়, সুরমার মৃত্যুর পর হতেই ও মেলানকোলিয়ায় ভুগছিল। ইদানীং আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়েছিল, মেলানকোলিয়াই গিয়ে শেষে সিজোফ্রেনিয়াতে দাঁড়িয়েছিল! ভা.ব দু'ছটাক সম্পতি আর কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স তার জন্য লোকে ওকে হত্যা করবে যত সব—'

বড় বড় রোগের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই ডাঃ সমর সেন ও ডাঃ সান্যিয়াল উভয়েই কৌতুহলী হইয়া আগাইয়া আসিয়াছিল।

উভয়েরই বাক্য স্ফুর্তি হয় না অবিনাশ চৌধুরীর কথা শুনিয়া।

অবিনাশ চৌধুরী কহিলেন, 'অপঘাতে মৃত্যু! অতীব শোচনীয়। এইবার সব ধ্বসে পড়বে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে দুর্যোধন আর আমি সব গড়ে তুলে ছিলাম এই বারে সব যাবে।—'

বলিতে বলিতে অবিনাশ চৌধুরী বোধ হয় ফিরিয়া যাইবার জন্যই পা বড়াইলেন।

দালাল সাহেব সহসা অবিনাশ চৌধুরীকে পা বড়াইতে দেখিয়া কহিলেন, 'আপনি কি চললেন নাকি !—'

'হাঁ। তোমার কিছু বক্তব্য আছে নাকি ?—'

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন অবিনাশ চৌধুরী দালাল সাহেবের মুখের দিকে।

পালটা প্রশ্নে দালাল সাহেব কেমন যেন থতমত খাইয়া তাকাইয়া থাকেন।

এই সময় কিরীটি যেন দালাল সাহেবকে তাহার কিং কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিল।

সে অবিনাশ চৌধুরীকে প্রশ্ন করিল,—কেবল একটা কথা 'অবিনাশ বাবু !'

'বল !—'

'একটু আগে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আপনি যে বলছিলেন দু'বৎসর আগেই রায়বাহাদুর উইল করেছেন—'

'হাঁ। তার উইলত' আছেই !—'

'রেজিষ্টার্ড উইল !—'

'রেজিষ্ট্রি করেছিল কিনা উইলটা তা জানি না তবে একটা উইল তার আছে। আগে যে ঘরে দুর্যোধন শুত সেই ঘরের আয়রণ চেষ্টেই তার উইল আছে ! তবে সে উইল শেষপর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে আর আমার এখন মনে হচ্ছে না—'

'কেন ?—' কিরীটিই প্রশ্নটা করিল।

'কেন ! এমনি অপঘাতে মৃত্যু তার উপরেও সে উইল

পাওয়া যাবে বলে তুমি মনে কর। সে উইলে এই যে যারা যারা পরমাত্মীয়ের দল ঘরের মধ্যে এসে ভিড় করেছে কেউই কিছু পায়নি!—'

'কি রকম?—'

অত সত জানিনা! উইল খুললেইত' দেখতে পাবে।—'

দ্বিতীয় আর বাক্য ব্যয় না করিয়া অবিনাশ চৌ কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অবিনাশ চৌধুরীর শেষের কথায় ও তার কক্ষ হইতে প্রস্থানের সংগে সংগেই যেন সমগ্র কক্ষের মধ্যে একটা বিশ্রী থম্ থমে ভাব জমাট বাধিয়া উঠিল।

অভাবনীয় পরিস্থিতি।

কারো মুখেই কোন শব্দটি পর্যন্ত নাই।

নিশ্চুপ সকলেই!

অবিনাশ চৌধুরী কক্ষ ত্যাগের পূর্ব মূহূর্তে যেন সকলের উপরে মন্ত্রপূতঃ বারি ছিটাইয়া সকলকে মূক করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল।

আকাশের বুকে শেষ অন্ধকারের পাতলা পর্দাটা আসন্ন আলোর ছোঁয়ায় যেন থির থির করিয়া কাপিতেছিল।

নাইট কীপার হুম্ সিংয়ের খবরদারীর চীৎকার রাত্রির মত থামিয়া গিয়াছে।

সারারাত্রির জাগরণ ক্লান্ত হুম্ সিং বাগানের মধ্যে ছোট্ট টালির সেড্‌টার মধ্যে এতক্ষণে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

এখন সে টানা ঘণ্টা তিনেক নিদ্রা দিবে।

বেলা ৯৷৯॥ টায় একবার জাগিয়া নিজ হাতে উনান ধরাইয়া এক মগ কড়া চা তৈয়ারী করিয়া পান করিয়া আবার বেলা বারটা পর্যন্ত নিদ্রা যাইবে।

তারপর কিছু রুটি ও ডাইল আহার এবং আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা নিদ্রা।

জাগিবে সে ঠিক সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার যখন প্রকৃতির বুকে একটু একটু করিয়া ঘন হইয়া উঠিবে।

কিরীটিই নিঃস্তব্ধতা ভংগ করিল।

দালাল সাহেবের দিকে তাকাইয়া কহিল। আপনার জবান বন্দী নেওয়া শেষ করুন দালাল সাহেব।

'হাঁ স্থুরু করি—'

দালাল সাহেব আবার তাহার জবানবন্দী গ্রহণ স্থুরু করিলেন।

রায়বাহাদুরের ভাই দুঃশ্বাশন চৌধুরীর জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হইতেছিল না আকস্মিক ভাবে ঘরের মধ্যে অবিনাশ চৌধুরীর আবির্ভাবে।

কিরীটির নির্দেশ মত বোধ হয় তাহারই পূর্ব প্রশ্নের জের টানিয়া দালাল সাহেব দুঃশ্বাশন চৌধুরীর দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন

করিলেন,' তাহলে আপনার বক্তব্য এখনত এই যে রায়বাহাদুরের কোন প্রকার উইলই ছিল না!—'

'হাঁ!—'

'তবে আপনার কাকাসাহেব যে সব কথা বলছিলেন—'

'একটা অর্ধ উন্মাদ লোক! ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে নাকি! তাছাড়া দিবারাত্রি গান আর বাইজী নিয়ে আছেন—'

কিরীটিই এবারে প্রশ্ন করিল, 'অর্ধউন্মাদ নাকি অবিনাশ বাবু?—'

'হাঁ। এখানে সকলেইত' সে কথা জানে! বৎসর পাঁচেক আগেই প্রথম ওর মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময় অনেক চিকিৎসা এমন কি কিছু দিন কাঁকে মেণ্টাল হসপিটালেও ওকে রাখা হয়েছিল—'

'আপনিত' দীর্ঘকাল ধরে বিদেশে ছিলেন এবং রায়বাহাদুরের মুখেই আমি শুনেছি আপনার সংগে এবাড়ীর কখনো পত্র বিনিময়ও ছিল না! এসব কথা তবে আপনি জানলেন কি করে?—'

'এখানে এসেই শুনেছি!—'

'হুঁ।—' বলতে বলতে হঠাৎ বৃহন্নলা চৌধুরীর দিকে কিরীটি প্রশ্ন করল, 'বৃহন্নলা বাবু! সত্যিই কি আপনার দাদুর মাথার গোলমাল ঘটেছিল নাকি?—'

'হ্যাঁ! দাদুকে কিছু দিন রঁাচীতে কাঁকে মেণ্টাল হস্‌পিটালে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল।—'

'কতদিন হাসপাতালে তিনি ছিলেন ?—'

'তা বৎসর দেড়েক হবে !—!

'সেখান থেকে কি পরে তাকে তারাই ডিসচার্জ করে দেয় না আপনারাই ওকে ছাড়িয়ে আনেন ?—'

'ভাল হয়ে যাওয়ায় আমরাই ওকে ছাড়িয়ে আনি—'

'অসুখটা কি হয়েছিল ওর জানেন কিছু ?—'

'না !—'

দালাল সাহেব আবার প্রশ্ন শুরু করিলেন দুঃশাশন চৌধুরীকে।

'রাত্রি ঠিক সাড়ে তিনটে থেকে রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এঘরে আসবার পূর্ব পর্যন্ত সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন ?—'

'রাত্রে মাস তিনেক ধরে আমার একেবারেই বলতে গেলে ঘুম হয় না ? তবে আজ নার্স আমাকে একটা ষ্ট্রং ঘুমের ঔষধ দিতে একটু ঝিম্ মত এসেছিল। বোধ হয়ত কিছুক্ষনের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিলাম !—'

'হুঁ। তা রায়বাহাদুর যে মারা গেছেন টের পেলেন কি করে ?—'

'সজাগইত' ছিলাম ! দাদার আজ কয়দিনকার কথা শুনে আজকের রাত্রে ঐ সময়ে যে একটা বিপদ ঘটতে পারে আর কেউ বিশ্বাস না করলেও যেন কেন আমার মন বলেছিল।

তাছাড়া আমিত এই পাশের ঘরেই থাকি, তাই চারটে বাজবার মিনিট চার পাঁচ আগেই এ ঘরে এসেছি—'

'এসে কি দেখলেন ?—'

'দেখলাম ঘরের মধ্যে একা দাদার ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। দাদা খুন হয়েছেন। পর্দার ও পাশে গিয়ে দেখলাম সত্যিই।

তাই। তখন আমিই ওকে আপনাদের ডাকতে বলি ডাক্তারের ঘর থেকে।—'

হঠাৎ কিরীটি নার্স সুলতা করের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'দুঃশাশন বাবুকে কি ঘুমের ঔষধ দিয়েছিলেন সুলতা দেবী ?'

'লুমিনল ট্যাবলেট একটা !'

মৃদু কোমল কণ্ঠে সুলতা কর জবাব দিল।

ডাঃ সমর সেন ও ডাঃ সানিয়্যাল একসংগেই যুগপৎ যেন বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নার্স সুলতা করের মুখের দিকে তাকাইলেন।

কিরীটির সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে কিছুই এড়াইল না।

'আচ্ছা এবারে তা'হলে আপনি আপনার ঘরে যেতে পারেন দুঃশাশন বাবু। তবে একটা কথা। আমার জবানবন্দী না শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং আমার পারমিশন ব্যতীত এবাড়ী ছেড়ে কোথায়ও যেতে পারবেন না !—'

দুঃশ্বাশন চৌধুরী দালাল সাহেবের নির্দেশ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল, তার মানে! আমাকে কি নজর বন্দী রাখা হচ্ছে।

'না। নজর বন্দী নয় শুধু একা আপনিই নন। এবাড়ীতে যারা যারা আছেন প্রত্যেকের প্রতিই আমার ঐ আদেশ!—'

'বেশ!—'

দুঃশ্বাশন চৌধুরী অতঃপর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন এবং স্পষ্টই বোঝা গেল দালাল সাহেবের ঈদৃশ নির্দেশে তিনি আদপেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

এবং শুধু দুঃশ্বাশন চৌধুরীই নয় সকলেই একটু মন ক্ষুন্ন হইয়াছে সকলের মুখেই যেন তার আভাব পাওয়া গেল।

কিন্তু দালাল সাহেবের কোন ভ্রুক্ষেপই নাই যেন।

তিনি এবার বৃহন্নলা চৌধুরীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'বৃহন্নলা বাবু এবারে আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।—'

বৃহন্নলা চৌধুরী পূর্ণ দৃষ্টিতে দালাল সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, বলুন !—

'আশা করি আপনাকে যা যা জিজ্ঞাসা করবো তার সঠিক জবাব পাবো !—'

'নিশ্চয়ই !—'

স্বরটা যেন বেশ দৃঢ় ।

'রাত তিনটে থেকে এঘরে আসবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি কি আপনার ঘরেই ছিলেন ?—'

'হাঁ। সন্ধ্যা থেকেই শরীরটা আমার আজ ভাল ছিল না। তা'ছাড়া ডাঃ সানিয়্যাল বলেছিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই তাই নিজের ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলাম।—'

'সে ঘরে আর কেউ ছিল ?—'

'না ! আমি একাই একঘরে শুই বছর খানেক যাবৎ—'

'আপনার স্ত্রী ও ছেলে ?—'

'পাশের ঘরে তারা শোয় !'

'কার কাছে এ দুঃসংবাদ পেয়ে তাহ'লে আপনি এঘরে এলেন ?'

'কাকাই গিয়ে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সব বলেন।'

'হাঁ !'

এবারে কিরীটি প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা বৃহন্নলা বাবু, আপনার বাবা যে আজ রাত্রে মারা যাবেন একথা আপনাকে বলে ছিলেন কি ?'

'বলেছিলেন গত পাঁচ ছয় দিন থেকে প্রত্যেকের কাছেইত' ও কথা বলেছেন তিনি !'

'আচ্ছা হঠাৎ ঐ ধরণের কথা বলবার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি বৃহন্নলা বাবু !'

'কি জানি আমি ত' কোন কারণ দেখতে পাই না !'

এমন সময় ঘরের মধ্যে সকলকে বিস্মিত ও সচকিত করে অপূর্ব একটি নারী কণ্ঠ শোনা গেল !

বৃহন্নলা ! দাদাকে বলে সত্যি সত্যিই খুন করেছে।

যুগপৎ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কয়টি প্রাণীই নারী কণ্ঠ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

মধ্যবয়সী অপূর্ব এক নারী ও তাহার পার্শ্বে এক অপূর্ব সুন্দরী ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা নব যুবতী।

শুধু অপূর্ব সুন্দরীই নয় নব যুবতী।

রূপের যেন তাহার সত্যিই তুলনা নাই।

কি রূপ !

চোখ যেন ঝলসাইয়া যায়।

চিত্রকরের আঁকা কোন একখানা ছবি. যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চক্ষুর দৃষ্টি যেন ফিরান যায় না।

দুইটি অসমবয়েসী নারী মূর্তিকে দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না যে একে অন্যের প্রতিচ্ছায়া।

সকলেই বর্ষিয়সী নারীর প্রশ্নে স্তম্ভিত নির্বাক।

বৃহন্নলা চৌধুরীই কথা কহিল, পিসিমা।

কিরীটি এতক্ষণে চিনিতে পারে ইনিই দুর্যোধন চৌধুরীর বিধবা ভগিনী গান্ধারী দেবী, বৃহন্নলার পিসিমা এবং তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান্ধারী দেবীর একমাত্র কন্যা রুচিরা।

রুচিরার অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা কিরীটি রায়বাহাদুরের মুখে ইতিপূর্বে শুনিয়াছিল বটে তবে ভাবিতে পারে নাই যে রুচিরার রূপের সত্যই অবধি নাই!

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়াছিল কিরীটি রুচিরার দিকে এবং শুধু কিরীটিই নয় ডাঃ সমর সেনও বিস্ময়ে অভিভুত হইয়া রুচিরার দিকে তাকাইয়াছিল।

'আপনিই রায়বাহাদুরের বোন?—' সহসা কিরীটি গান্ধারী দেবীর দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল।

'হাঁ!—'মৃদু কণ্ঠে গান্ধারী দেবী প্রত্যুত্তর দিলেন।

'আপনার দাদা রায়বাহাদুর যে নিহত হয়েছেন কার মুখে শুনলেন?—'

'রুচি আমাকে একটু আগে গিয়ে বললো—'

'কে? রুচিরা দেবী আপনার মেয়ে!—'

'হাঁ!—'

এবারে কিরীটি রুচিরার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি বলেছেন আপনার মাকে যে আপনার মামা নিহত হয়েছেন ?—'

'হাঁ !—'

'আপনি কি করে জানলেন সে কথা !—'

'আমি ।—' রুচিরা একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কিরীটির মুখের দিকে তাকাইল ।

'হাঁ আপনি জানলেন কি করে ? —আমি ত' জানি আপনারা দক্ষিণের মহলে থাকেন তাই না ।—'

'হাঁ ।—'

'আমাকে ছোটমামা বাবুইত গিয়ে বলে এসেছেন ।—'

'কি বলালে আমি বলে এসেছি । মিথ্যে কথা—'

দুঃশ্বাসন চৌধুরীর রূঢ় কঠিন প্রতিবাদে যুগপৎ সকলেই তাহার মুখের দিকে তাকাইল ।

'মিথ্যা কথা বলছি । কি বলছো তুমি ছোট মামাবাবু । একটু আগে গিয়ে তুমি আমাকে বলে আসনি যে বড় মামাবাবুকে ছোরা দিয়ে খুন করেছে । সেই কথা শুনেইত' আমি মাকে গিয়ে খবর দিয়েছি ।'

It's a damn lie । তাহা মিথ্যে কথা !' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশ্বাশন চৌধুরী প্রতিবাদ জানাইলেন : কখন তোঁর ঘরে আমি গিয়েছি । আমিত বৃহন্নলাকে ডাকুতে গিয়েছিলাম ? তার ঘরেই ছিলাম ।

'ছোটমামা মিথ্যে কথা বলে কোন লাভ নেই। তোমার কির্তীর কথা জানতেত আর কারো বাকী নেই!'

'রুচিরা।'

বিশ্রী কণ্ঠে দুঃশ্বাশন চৌধুরী গর্জন করিয়া উঠিলেন। সামান্য একটা কথাকে কেন্দ্র করিয়া বাদ প্রতিবাদে মূহুর্তে কক্ষের মধ্যে যেন একটা বিষের হাওয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

কিরীটি দেখিল তিক্ত ব্যাপারকে আর বেশীদূর গড়াইতে দেওয়া উচিত হইবে না!

সে ধীর শান্ত কণ্ঠে কহিল, 'দুঃশ্বাশন বাবু বাদানুবাদের কোন প্রয়োজন নেই। সত্যকে কেউই আপনারা গোপন করে রাখতে পারবেন না। সময়ে সবই জানা যাবে।' অতঃপর দুঃশ্বাশন চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া বলিল, দুঃশ্বাশন বাবু আপনি কিছুক্ষণের জন্য যদি একটু স্থির হ'য়ে ওই চেয়ারটায় বসেন আমি রুচিরা দেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

'কিন্তু রুচিরা' দুঃশ্বাশন চৌধুরী কি যেন প্রতিবাদ জানাইতে সুরু করিতেই কিরীটি তাহাকে পুনরায় বাধা দিল, না এখন আর একটি কথাও নয়। আপনাকে যখন আমি প্রশ্ন করবো আপনার যা বলবার বলবেন।

'বেশ। তাই হবে।' গজ গজ করিতে করিতে দুঃশ্বাশন চৌধুরী অনতি দূরে রক্ষিত চেয়ারটার উপরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

'রুচিরা দেবী বলুন ত' এবারে ঠিক কতক্ষণ আগে আপনার ছোট মামা দুঃশ্বাশন চৌধুরী আপনাকে গিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলেন !'

'তা ঘণ্টা খানেক হবে।

ঘণ্টা খানেক বলিতে বলিতে কিরীটি একটিবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকাইয়া কহিল, বেশ।

দুঃশ্বাশন বাবু আপনাকে কি বলেছিলেন ?'

'ছোটমামাবাবু আমার ঘরে গিয়ে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে বড় মামাবাবুকে ছোরা মেরে খুন করেছে।

'বলেই তিনি চলে আসেন না তারপরেও ঘরে ছিলেন ?

'চলে আসেন !'

'হু। একঘণ্টা আগে যদি দুঃশ্বাশন বাবু আপনাকে খবরটা দিয়ে থাকেন চারটে বাজবার কয়েক মিনিট আগেই বলুন খবরটা উনি আপনাকে দিয়েছেন !

'হাঁ তাই হবে !

'বেশ। আচ্ছা একটা কথা রুচিরা দেবী। দুঃশ্বাশন বাবু যখন আপনার ঘরে যান আপনার ঘরের দরজা কি খোলা ছিল ?—'

হঠাৎ কিরীটির শেষ প্রশ্নে রুচিরা দেবী কেমন যেন একটু থতমত খাইয়া যায়।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।

'ঘরের আলো জ্বালা ছিল না নিভান ছিল !—'

আর একবার চম্‌কাইয়া ওঠে রুচিরা দেবী, মৃদু কণ্ঠে কহিল, জ্বালানই ছিল।

'আপনি জেগে ছিলেন না ঘুমিয়ে ছিলেন ?—'

ঘুমিয়ে ছিলাম।—'

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিরীটি রুচিরা দেবীর মুখের দিকে তাকাইল !

'আচ্ছা রুচিরা দেবী আপনি আপাততঃ আপনার ঘরে যেতে পারেন। পরে প্রয়োজন হলে আপনার সঙ্গে আবার কথা বলবো।—যান।'

নিঃশব্দে রুচিরা কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

'গান্ধারী দেবী ?—'

কিরীটির ডাকে রুচিরার জননী রায়বাহাদুরের ভগিনী গান্ধারী দেবী যেন কতকটা চম্‌কাইয়া উঠিয়াই কিরীটির মুখের দিকে তাকাইলেন।

রায়বাহাদুরের বাড়ীতে আপনি কতদিন আছেন ?'

'বছোর ষলো হবে। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই দাদা এখানে আমাকে নিয়ে এসে রেখেছেন' বলিতে বলিতে গান্ধারী দেবীর চোখের পাতা দুটো যেন অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া আসে।

'আপনারা কয় বোন।'

আমি আর কুন্তী।

'কুন্তী দেবীও কি এখানেই আছেন ?

'না সে বহুদিন আগে মারা গেছে তার একমাত্র ছেলে শকুনী এইখানেই থাকে !'

'শকুনী। ঠিক ত' শকুনী বাবুকে দেখছি না তা তিনি কোথায় ?

ডাঃ সমর সেনেরও শকুনীর কথা ঐ সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায় মনে পড়িয়া যায় তাহার সেই কথা : আজ্ঞে। মাতুল দুর্যোধনের ভাগিনেয় শকুনি।

দুঃশ্বাশন চৌধুরী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'ডেকে আনবো সে হতভাগাটাকে।

'না আপনি বসুন! ডাকা যাবে খন।—' কিরীটি শান্ত স্বরে প্রত্যুত্তর দিল।

এবং গান্ধারী দেবীর দিকে অতঃপর তাকাইয়া কহিল, আচ্ছা গান্ধারী দেবী আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর বিবাহের কোন কথাবার্তা হয়েছে কি !—'

'রুচির বিয়ের সব কিছুত একপ্রকার ঠিকই হয়ে আছে—সমীরের সংগে। সেওত' এখন এ বাড়ীতেই আছে।—'

'সমীর।—' বিস্মিত কিরীটি যেন গান্ধারী দেবীকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

'হাঁ—সমীর বোস! ওদেরও কয়লার ব্যবসা আছে অবস্থা খুব ভাল। দাদাইত' এ বিবাহের সব ঠিক ঠাক করেন।—'

কিরীটি এবারে দুঃশাশন চৌধুরীর দিকে তাকাইয়া কহিল, কাউকে পাঠিয়ে দিনত' দুঃশাশন বাবু।

সমীর বাবুকে একবার ডেকে আনুক।

দুঃশাশন চৌধুরী একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া সমীরকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কহিলেন!

আচ্ছা গান্ধারী দেবী আপনি আর রুচিরা দেবী কি একই ঘরে শয়ন করেন?—'

'না। পাশাপাশি দুটো ঘরে দু'জনে শুই তবে দু'ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য মাঝখানে একটা দরজা আছে।'

'রুচিরা দেবী যখন আপনাকে গিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ দেন আপনি জানেন কিছু! আপনি কি ঐ সময় জেগে ছিলেন?'—

'না। ঘুমিয়েছিলাম তাছাড়া ঘুম আমার চিরদিনই একটু বেশী গাঢ়। ডাকাডাকি না করলে বড় আমার একটা ঘুম ভাংগে না!—'

'তাহলে রুচিরা দেবী আপনাকে ডেকে তুলেছেন ঘুম থেকে!

'হাঁ!—'

'আপনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি ঠিক আপনাকে তিনি বলেছিলেন আপনার মনে আছে—'

'হাঁ, রুচি বললে দাদাকে নাকি কে ছোরা মেরে খুন করেছে!—'

'তা নয় আমি জানতে চাই ঠিক রুচিরা দেবী আপনাকে কি কথা বলেছিলেন। মনে করে বলুন!—'

'রুচি বলেছিলো—'

'হাঁ বলুন!—ঠিক তিনি কি কথাগুলো আপনাকে বলেছিলেন?—'

'মা শিগ্‌গিরী এসো। বড় মামাবাবু নাকি খুন হয়েছেন!—'

'আর কিছু তিনি বলেন নি!—'

'না!—'

'আচ্ছা আর একটা কথা! ইদানিং হপ্তাখানেক ধরে যে রায় বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল আজ রাত চারটের সময় কেউ তাকে হত্যা করবে একথাটা আপনি জানতেন মানে আপনি কি শুনেছেন?—'

'জানতাম!—'

'আর দুটি প্রশ্ন কেবল আপনাকে আমি করতে চাই গান্ধারী দেবী! রারবাহাদুরের বলতে পারেন কেন ইদানীং একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে বিষয়ের লোভে তাকে সকলে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে!—'

'না। বলতে পারিনা, আমারত মনে হয় এমন কোন কারণই থাকতে পারে না।—'

'হুঁ। আচ্ছা আপনার দাদা রায়বাহাদুরের কোন উইল ছিল বলে জানেন। বা ঐরকম কোন কিছু?—'

'হাঁ! যতদূর জানি দাদার বোধ হয় একটা উইল আছে?—'

'সে উইল সম্পর্কে অর্থাৎ সে উইলের মধ্যে কি লেখা আছে বা না আছে সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?—'

'না।—'

'আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন!—'

গান্ধারী দেবী নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

অতঃপর কিরীটি পুলিশ সুপার দালাল সাহেবের সঙ্গে অন্যের অশ্রুত ভাবে কিছুক্ষণ যেন কি মৃদু কণ্ঠে আলোচনা করিতে লাগিল।

এবং মধ্যে মধ্যে দালাল সাহেব মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

বোঝা গেল কিরীটির সহিত তিনি দ্বিমত নন।

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২৮।২৯ বৎসরের একজন সুশ্রী যুবক কক্ষ'মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ভদ্রলোকের পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও গায়ে জড়ান একটা পাত্‌লা কমলালেবু রংয়ের কাশ্মিরী শাল।

মাথার বিস্রস্ত কেশে ও চোখে মুখে সুপষ্ট একটা নিদ্রা-ভঙ্গের ছাপ যেন তখনও জড়াইয়া আছে।

দুঃশাসন চৌধুরীই তাহাকে সর্বাগ্রে আহ্বান জানাইলেন, 'এসো সমীর। তুমি কি ঘুমাচ্ছিলে?'

'হাঁ।—কিন্তু ব্যাপার কি? হঠাৎ!' উদ্বিগ্ন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বারেকের জন্য দুঃশাসন চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইয়া সমীর ঘরের মধ্যে উপস্থিত তাহার চতুঃপার্শ্বস্থিত সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

'Very sad news, dada has been killed!'

'killed!' যেন একটা আর্ত চিৎকারের মতই শব্দটা সমীরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল।

'হাঁ। দাদাকে কে যেন খুন করেছে!—'

'আপনারই নাম সমীর বোস।—'

কিরীটির প্রশ্নে সমীর মুখ তুলিয়া তাকাইল।

'হাঁ!—'

'আমার নাম কিরীটি রায়! এ কয়দিন আমি এখানে আছি একয়দিন কই আপনাকেত আমি দেখিনি!—'

'আজই রাত আটটার গাড়ীতে কলকাতা থেকে এসেছি!—'

'ওঃ—'

ডাঃ সমর সেন সমীর বোসকে চিনিতে পারিয়াছিল।

এই ঘরের মধ্যে রাত্রে ঢুকিয়া দুঃশাসন চৌধুরীর ও ডাঃ সানিয়্যালের সঙ্গে সমীর বোসকেই দেখিয়াছিল।

কিরীটি আবার কহিল, 'বস্থন সমীর বাবু কতক্ষণ এঘরে ছিলেন আপনি রাত্রে ?'

সমীর চেয়ারের উপরে উপবেশন করিল। এবং মৃতুকণ্ঠে কহিল, 'রাত তিনটে পর্যন্ত ত আমি এই ঘরেই ছিলাম। ডাঃ সেন আসবার পর আমি শুতে যাই !—'

'আপনারও ত' শুনেছি কয়লার খনি আছে না মিঃ বোস !—'

'হাঁ !—'

'কোথায় ?'

'ঝরিয়াতে ও সিজুয়াতে।'

'রায়বাহাতুরের ভগ্নি রুচিরা দেবীর সঙ্গে ত' আপনার বিবাহের সব কথাবার্তা হয়ে গেছে না ?—'

'কথাবার্তা হয়েছে বটে একটা তবে এখনও final কিছুই স্থির হয় নি !—'

'রুচিরা দেবীর সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়ত।—'

'কলেজে এক সঙ্গে একই ইয়ারে আমরা একবছর পড়ছি সেই থেকেই রুচির সঙ্গে আমার আলাপ।—'

'একটা কথা মিঃ বোস ! ঐ বিবাহ সম্পর্কে কথাবার্তার জন্যই কি আপনি এখানে এসেছেন কাল ?—'

'না ! রায়বাহাতুরের একটা মাইন আমি কিনবো কয়েক মাস যাবৎ কথাবার্তা চলছিল সেই সম্পর্কেই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষ করে এবারে আমার এখানে আসা !—'

'কথাবার্তা কিছু হয়েছিল সে সম্পর্কে !—'

'হাঁ ! রাত্রেই সব ফ্যাইন্যাল হ'য়ে গিয়েছে। সইও হয়ে গিয়েছে এখন কেবল রেজেষ্ট্রি করা বাকী।'

'আপনি এখান থেকে একেবারে সোজা আপনার ঘরেই গিয়েছিলেন তাই না মিঃ বোস ?'

'হাঁ ! বড্ড ঘুম পাচ্ছিল তাই সোজা গিয়ে বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'আপনার সঙ্গে রায়বাহাদুরের ব্যবসা ছাড়া আর অন্য কোন কথা হয়েছিল কি মিঃ বোস !—'

'না !—'

'রায়বাহাদুর যে গত রাত্রে ভোর চারটের সময় নিহত হবেন সে ধরণের কোন কথাও আপনাকে তিনি বলেন নি ?'

'না !—

'চাকর কে আপনাকে ডাকতে গিয়েছিল ?—'

'কৈরালাপ্রসাদ।—'

'আচ্ছা এবারে আপনি যেতে পারেন মিঃ বোস ! তবে একটা অনুরোধ আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আপনি এবাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবেন না !—'

'বেশ।'

সমীর বোস অতঃপর কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

(৬)

কক্ষের বদ্ধ জানালাগুলি খুলিয়া দিতেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো কক্ষ মধ্যে আসিয়া অবারিত প্রসন্নতায় যেন চারিদিক ভরাইয়া দিল।

দুঃশাসন চৌধুরী, দালাল সাহেব, ডাঃ সানিয়্যাল ও ডাঃ সমর সেন ব্যতীত সকলকেই কিরীটি বিদায় দিয়াছে।

কিরীটি কথা বলিতেছিল দুঃশাসন চৌধুরীর সহিত।

'রুচিরা দেবীকে তা'হলে আপনিই রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ দেন মিঃ চৌধুরী।—'

'নিশ্চয়ই না! আমিত ভেবেই পাচ্ছিনা এত বড় ডাহা মিথ্যা কথাটা মেয়েটা বলে গেল কি করে!—'

দালাল সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, 'রুচিরা দেবীর সঙ্গে আপনার কোন মনোমালিন্য নেইত দুঃশাসন বাবু?—'

'একটা পুচ্‌কে ফাজিল প্রকৃতির মেয়ের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কি কারণ থাকতে পারে বলুন ত দালাল সাহেব! চিরটাকাল গান্ধারী আর তার স্বামী হৃষিকেশ দাদার ঘাড়ে বসে খেয়েছে। হৃষিকেশের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহের মোটেই আমার মত ছিল না। এককালে ওরা ধনী ছিল কিন্তু হৃষিকেশের সঙ্গে যখন গান্ধারীর বিবাহ হয় তখন ওদের দু'বেলা ভাল করে আহারও জুঠ্‌তো না। থাকবার মধ্যে ছিল পৈতৃক

আমলের একটা নড়বড়ে পুরাতন বাড়ী আর দেহে ব্যাধি-দুষ্ট রূপ—'

'ব্যাধি-দুষ্ট রূপ!—'

'তাছাড়া কি! ঐ রূপই ছিল আর সেই সঙ্গে ছিল অতীত ধন দৌলতের মিথ্যে উগ্র একটা অহঙ্কার। এবারে এসে যখন দেখলাম এখনো ওরা দাদার ঘাড়েই চেপে বসে আছে দাদাকে বলেছিলাম ওদের একটা ব্যবস্থা করে এখান থেকে সড়িয়ে দিতে অন্যত্র। তা দাদা কি আমার কথা শুনলেন।'

'আচ্ছা এবারে আপনি তাহ'লে যেতে পারেন দুঃশাসন বাবু!—'

দুঃশাসন চৌধুরী ঘর হইতে চলিয়া গেলেন কিরীটির অনুমতি পাইয়া।

'একটু চা পেলে মন্দ হতো না—' কিরীটি বলিল।

ডাঃ সানিয়্যাল কহিলেন,' চলুন না আমার ঘরে—'

'তাই চলুন।—'

কিরীটি দালাল সাহেব, ডাঃ সানিয়াল ও ডাঃ সেন অতঃপর সকলে ডাঃ সানিয়্যালের কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ডাঃ সানিয়্যাল ইলেকট্রিক ষ্টোভে কেত্‌লীতে জল চাপাইয়া দিলেন।

হঠাৎ কিরীটি কহিল, 'আপনারা বসুন আমি দু' মিনিটের মধ্যে আসছি। চা হতে হতেই আমি এসে পড়বো।'

কিরীটি ডাঃ সানিয়্যালের কক্ষ হইতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া পাশ্চাতে ঘরের দ্বার হাত দিয়া টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

শকুনী ঘোষ!

একবার শকুনীর খোঁজ লওয়া একান্তই প্রয়োজন।

শকুনীর ঘরটা কিরীটির চেনা।

দো'তলারই শেষ প্রান্তের ঘরটায় শকুনী থাকে।

কিরীটি বারান্দা অতিক্রম করিয়া শকুনীর কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কক্ষের দুয়ার ভেজান ছিল হাত দিয়া ঈষৎ ধাক্কা দিতেই দুয়ার খুলিয়া ফাঁক হইয়া গেল।

খোলা জানালাপথে ভোরের পর্যাপ্ত আলো কক্ষের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

সেই আলোয় কিরীটি দেখিল অদূরে শয্যার উপরে শকুনী অকাতরে তখনও ঘুমাইতেছে।

সত্যিই শকুনী ঘুমাইতেছিল।

সমস্ত কক্ষ মধ্যে একটা এলো মেলো বিশৃংখলা।

একটা ছন্নছাড়া শ্রীহীন বিপর্যয়ের মধ্যে যেন পরম নির্বিকার ভাবেই একান্ত নিশ্চিন্তে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে শকুনী ঘোষ। বাড়ীর মধ্যে যে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে তাহার

দানবীয় নিষ্ঠুরতা বা হৃদয়হীনতা যেন এতটুকুও ঐ নিদ্রাভিভূত লোকটিকে স্পর্শ করিতে পর্যন্ত পারে নাই।

ঘুমাইতেছে শকুনী ঘোষ। গায়ের উপরে একটা কম্বল চাপান।

ঘরের একধারে একটা চেষ্ট-ড্রয়ার কবাট দুটো তার খোলা।

একরাশ জামা কাপড় এলোমেলো ভাবে সেই চেষ্ট্-ড্রয়ারটার মধ্যে স্তূপিকৃত করা আছে।

একটা বেহালা দেওয়ালের গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিতেছে।

ঘরের এক কোনে একটা জলের কূজো এবং তাহার আশ-পাশের মেঝে জলে যেন থৈ থৈ করিতেছে।

কিরীটি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

এক ধারে নজরে পড়িল একটা ব্যবহৃত ধুতি ও একটা মলিন তোয়ালে পড়িয়া আছে।

শকুনী নির্বিকার ভাবে ঘুমাইতেছে।

কিরীটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিদ্রিত শকুনীর শয্যার সামনটিতে একেবারে আসিয়া দাঁড়াইল।

আবার কি ভাবিয়া আগাইয়া গেল কক্ষের একধারে যেখানে ক্ষণপূর্বে তাহার নজরে পড়িয়াছিল একটা ব্যবহৃত ধুতি ও মলিন একখানা তোয়ালে।

ঈষৎ নিচু হইয়া কিরীটি ভূমি হইতে প্রথমে তোয়ালেটা তুলিয়া লইল।

স্থানে স্থানে তোয়ালেটা ভিজা তখনও বলিয়া মনে হইল কিরীটির। স্পষ্টই সে বুঝিতে পারে রাত্রে কোন একসময় ঐ তোয়ালেটা নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তোয়ালেটা কিরীটি চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টির সামনে মেলিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

সহসা কিরীটির দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল চকিতেঃ দেখিল তোয়ালের সিক্ত অংশগুলিতে একটা মৃদু লালচে আভা।

সিক্ত অংশের ঈষৎ লালচে আভা যেন কিসের এক ইংগীত দিতেছে।

বহুক্ষণ সেই সিক্ত অংশগুলি দেখিয়া অতঃপর কিরীটি তোয়ালেটা এক পাশে নামাইয়া রাখিয়া ধুতিটা হাতে তুলিয়া লইল।

ধুতিটা অতঃপর একটু একটু করিয়া চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ধুতিরও কোন কোন অংশ তখনও ঈষৎ সিক্ত বলিয়াই মনে হয় এবং সেই সিক্ত অংশগুলিতে অস্পষ্ট একটা রক্তিমাভা যেন পরিষ্কার চোখের দৃষ্টিতে ধরা পরে।

কিরীটি অতঃপর একটা দুঃসাহসিক কাজ করিল, ধুতির ঈষৎ লালিমা যুক্ত ভিজা অংশ হইতে একটা টুক্‌রো নিজের

পকেট হইতে একটা কাঁচি বাহির করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে কাটিয়া লইয়া পকেটস্থ করিল।

এমন সময় মৃদু একটা শব্দ ওর কানে প্রবেশ করিতেই মুহূর্তে ফিরিয়া তাকাইল।

শকুনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

সদ্য নিদ্রাভঙ্গে শকুনী ইতিমধ্যে কখন শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে।

এবং সদ্য নিদ্রাভঙ্গের পর এখনো তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা নিদ্রা-শেষের স্বপ্নময় আমেজ বা ঘোর লাগিয়া আছে।

আর সেই আমেজের সঙ্গে একটা বিস্ময়ের ঘোর যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

প্রথমটায় কিরীটিও যে একটু বিব্রত হইয়া পড়ে নাই তাহা নয় কিন্তু অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই তাহাকে যেন উপস্থিত পরিস্থিতিতে সজাগ ও সক্রিয় করিয়া দিল।

মৃদু হাস্য সহকারে যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ একটা ভাব দেখাইয়া কিরীটি শয্যার উপরে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে উপবিষ্ট শকুনীর দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'ঘুম ভাঙ্গল মিঃ ঘোষ?'

শকুনী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, 'হাঁ! আপনি!'

'আপনার খোঁজেই এসেছিলাম আপনার ঘরে। দেখলাম আপনি ঘুমাচ্ছেন তাই—'

'আমার খোঁজে এসেছিলেন। কেন?—'

'কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল।—'

'কথা! কি কথা?—'

'গতকাল রাত্রে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে হঠাৎ যে আপনি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আপনার আর দেখাই পেলাম না!—'

'হাঁ। বড্ড ঘুম পাচ্ছিল তাই ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম—'

'কখন শুতে এসেছিলেন,—' কিরীটি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিল।

'তা রাত তখন গোটা তিনেক হবে, আগের রাত্রে মামার ঘরে জেগেছিলাম। মামার খবর কিছু জানেন! কেমন আছেন তিনি?—'

কিরীটি শকুনীর প্রশ্নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল শকুনীর মুখের দিকে।

শকুনীর মুখ একান্ত নির্বিকার। দুই চক্ষের দৃষ্টি একান্ত সহজ ও সরল।

কোন পাপ দুরভিসন্ধি বা দুষ্কৃতির চিহ্নমাত্রও যেন তাহার চোখ মুখের মধ্যে কোথায়ও নাই।

সহজ সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি।

'মামার সেই দুঃস্বপ্নটা নিশ্চয়ই এখন আর অবশিষ্ট নেই—'

'দুঃস্বপ্ন!—'

'হাঁ!' শকুনী মৃদু হাসিল এবং মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে কহিল, 'হাঁ তার সেই দুঃস্বপ্নের কথা আপনিত' জানেন। কাল রাত্রে

ঠিক চারটার সময় নাকি তিনি নিহত হবেন, তার সেই ফোরকাষ্ট্—ভবিষ্যতবাণী নিজের মৃত্যু সম্পর্কে! আজ কয়েক দিন ধরে কি যে তার মাথার মধ্যে চেপে বসেছিল আর সেজন্য কিইনা একয়দিন ধরে তিনি করেছেন, এমন কি আপনাকে পর্যন্ত তিনি তার পরিকল্পিত হত্যারহস্যের মিমাংসা করবার জন্য ডেকে এসেছন। তা এখন তার সে ভয় কেটেছে ত!—'

মৃদু কণ্ঠে কিরীটি জবাব দিল: হঁ্যা।

'ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা মিঃ রায়। মামার মত একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি তার মাথার মধ্যেও কি সব উদ্ভট কল্পনা।—'

'উদ্ভট কল্পনা?—' কিরীটি শকুনীর মুখের দিকে তাকাইল।

'তাছাড়া আর কি বলি বলুন! কোন সেইন ম্যানের পক্ষে এটা চিন্তা করাও ত' যায় না! এমন কথা কস্মিন কালেও শুনেছেন কখনো যে মানুষ তার হত্যার কথা পূর্বাহ্লেই জানতে পেরেছে—'

হঠাৎ যেন কিরীটির কণ্ঠস্বরে প্রত্যুত্তরটা বজ্রের মতই ঘোষিত হইল, গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটি কহিল, 'শকুনীবাবু, দুঃস্বপ্নই হোক বা অন্য কিছুই হোক নিষ্ঠুর নির্মম সত্য হয়েই ব্যাপারটা গত কাল রাত্রে কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে—'

'য়্যাঁ! কি বলছেন আপনি!—' কতকটা যেন একটা চাপা আর্ত্ত কণ্ঠেই, শকুনী ঘোষ কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া বিস্ময়

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান কিরীটির মুখের দিকে তাকাইল।

'হাঁ! সত্যি সত্যিই গতকাল ঠিক রাত্রি চারটার সময়েই আপনার মামা রায়বাহাদুর নিহত হয়েছেন!'

'বলেন কি মিঃ রায়! সত্যি!—'

'হাঁ! সত্যি! তিনি নিহত হয়েছেন। এখনো ছুরিকা বিদ্ধ মৃত দেহটা তার শয়ন ঘরের মধ্যেই রয়েছে পুলিশের প্রহরায়!—'

'আমি! আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না মিঃ রায়। মামা নিহত হয়েছেন। কে! কে তাকে হত্যা করল!—'

'নিহত যখন হয়েছেন নিশ্চয়ই তখন কেউ না কেউ তাকে হত্যা করেছে এ অবধারিত—'

'মামা নেই!—' সহসা শকুনী ঘোষের দু'চক্ষুর কোল অশ্রু-জলে প্লাবিত হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বরটা যেন বুজিয়া আসিল।

কিরীটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল শকুনী ঘোষের মুখের দিকে, অশ্রু প্লাবিত তাহার দুটী কাতর চক্ষুর দিকে।

বেদনা ক্লিষ্ট অশ্রুসিক্ত দুটি চক্ষুর দৃষ্টি ও সমগ্র মুখখানি ব্যাপিয়া যেন বিষণ্ণ কাতর একটা অনির্বচনীয় ভাবাবেগে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

রায়বাহাদুরের হত্যা সংবাদটা যে একান্ত মর্মান্তিক ভাবেই শকুনী ঘোষকে একটা আঘাত হানিয়াছে সে বিষয়ে যেন কোন প্রশ্নই আর উঠিতে পারে না।

সহসা শকুনী ঘোষ দুই হাতে মুখটা ঢাকিয়া বোধহয় অদম্য ক্রন্দনের বেগকে রোধ করিবার প্রয়াসে সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

. কিরীটি দাঁড়াইয়া অপলক দৃষ্টিতে শকুনী ঘোষের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনেকগুলি প্রশ্নই তাহার মনের মধ্যে ঐ মুহূর্তে আনাগোনা করিতেছিল।

কিন্তু সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তাহার ইচ্ছা যাহা কিছু প্রশ্ন তাহার দিক হইতে উচ্চারিত না হইয়া শকুনীর কণ্ঠ হইতে প্রথমে উচ্চারিত হউক।

যাহা বলিবার শকুনীই স্বইচ্ছায় প্রথমে বলুক তারপর যাহা বলিবার সে বলিবে।

ধীরে ধীরে শকুনী নিজেকে যেন কিছুটা সামলাইয়া লইল।

এবং একসময় মুখ হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া যখন কিরীটির মুখের দিকে তাকাইল তাহার অশ্রুসিক্ত চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা মর্মঘাতি বেদনাই প্রকাশ পাইল।

'সত্যি! মিঃ রায় এখনও যেন আমি ভাবতেই পারছি না এতবড় একটা দুর্ঘটনা সত্যি সত্যিই ঘটে গেছে। উঃ কি ভয়ানক।

মামা নেই। মামাকে হত্যা করা হয়েছে এ যেন এখনো আমার কল্পনাতেও আসছে না!—

'কিন্তু যা হবার যতই মর্মান্তিক বা দুঃখের হোক ঘটে গিয়েছে

মিঃ ঘোষ! এখন যদি আমরা সেই হত্যাকারীকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে পারি তবেই না আমাদের দুঃখের কিছুটা সান্ত্বনা মিলবে!—'

'হত্যাকারীকে—'

'হাঁ। হত্যাকারীকে যেমন করে হোক আমাদের ধরতেই হবে।—'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে কোন কিন্তুই নেই মিঃ ঘোষ! হত্যাকারীকে আমরা ধরবোই তবে তাকে ধরতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের যে বস্তুটির প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে পরস্পর আমরা পরস্পরের সহযোগী না হলে আপনার মামা রায়বাহাদুরের নিষ্ঠুর মৃত্যু রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারবোনা জানবেন।'

কিরীটির কথার শকুনী কোন জবাবই দিল না নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সম্মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত।

আবার কিরীটি কথা বলিল, 'মিঃ ঘোষ!—'

'হ্যাঁ!—' শকুনী ঘোষ যেন চম্‌কাইয়া কিরীটির মুখের দিকে তাকাইল।

'এ বাড়ীর মৃত রায়বাহাদুরের সমস্ত আত্মীয় পরিজন আপনাদের সকলের সাহায্যেই আমি চাই শকুনী বাবু!—'

'সাহায্য!—'

হাঁ। সাহায্য! এ হত্যা রহস্যের মিমাংসার ব্যাপারে আপনারা সকলেই যে যতটুকু জানেন সমস্ত কথা অকপটে বলে আমাকে যদি না সাহায্য করেন বুঝতেই পারছেন আমার পক্ষে এ রহস্যের কিনারা করা কতখানি কষ্টকর হবে!—'

'কিন্তু কি ভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি বলুন মিঃ রায়!—'

'একটা কথা জানবেন শকুনী বাবু আপনার মামা রায়বাহাদুরকে বাইরে থেকে কেউ এসে হত্যা করেনি।—'

কিরীটির কথায় শকুনী ঘোষ যেন সহসা চম্‌কাইয়া উঠে।

এবং বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া ওঠে: কি বলেছেন আপনি মিঃ রায়?

'ঠিকই বলছি। বাইরে থেকে কেউ এসে তাকে হত্যা করে নি। করেছে এ বাড়ীর মধ্যেই কেউ না কেউ!—'

'সত্যিই আপনি একথা বিশ্বাস করেন মিঃ রায়!—'

'করি! এবং আমার বিশ্বাস যে মিথ্যা নয় শীঘ্রই আমি তা প্রমাণও করবো।—'

'কেউ এ বাড়ীরই বলতে ঠিক আপনি কাকে mean করছেন মিঃ রায় ঐ নিষ্ঠুর হত্যার জন্য দায়ী!—'

'বলতে দুঃখ ও লজ্জাই হচ্ছে আমার মিঃ ঘোষ। এই বাড়ীর মধ্যে যারা রায়বাহাদুরের আত্মীয় বলে পরিচিত তাদের মধ্যেই কেউ না কেউ সুনিশ্চিৎ ভাবে এ কাজ করেছেন!—

'আমি !—' কথাটা যেন কতকটা অজ্ঞাতেই নিজের কণ্ঠ হইতে শকুনীর বাহির হইয়া গেল।

'হাঁ আপনিও করতে পারেন বই কি !—'

'বলেছেন কি এ আপনি মিঃ রায় !—' শকুনী যেন আর্তকণ্ঠে একটা চিৎকার করিয়া উঠিল।

'কিছুই অসম্ভব বলছি না মিঃ ঘোষ! আপনার পক্ষেও রায়বাহাদুরকে হত্যা করা এতটুকুও অসম্ভব বলে আমি মনে করি না! অত্যন্ত স্বাভাবিক ?—'

ইহার পর শকুনী ঘোষ কিছুক্ষণ যেন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একান্ত বোকার মতই কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

একটি কথাও যেন সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

একটি শব্দও কিছুক্ষণ যেন তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না।

'মানুষ স্বার্থের খাতিরে কখন যে কি করিতে পারে আর না পারে সে মানুষও নিজে অনেক সময় বোধ হয় চিন্তাও করতে পারে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

' এ পৃথিবীটাই বড় বিচিত্র জায়গা মিঃ ঘোষ। সময় ও প্রয়োজনের তাগিদে আজো সভ্য জগতের মানুষ যে কি ভয়ংকর নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিতে পারে আমি বহুবার তা স্বচক্ষে দেখেছি। যাক সে কথা! এখন আপনি যদি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন তবে সুখী হবো। ডাঃ সানিয়্যালের

ঘরে আমাকে এখুনি আবার যেতে হবে। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন !—'

'বলুন কি জানতে চান ?—' নিস্তেজ নিম্ন কণ্ঠে শকুনী ঘোষ প্রত্যুত্তর দিল।

(৭)

'কাল রাত্রে ঠিক কটার সময় আপনি শুতে আসেন ?—'

'রাত তখন গোটা তিনেক হবে সে কথাত একটু আগেই আপনাকে বললাম !—'

'আপনি আমার মুখ থেকে আপনার মামার হত্যার সংবাদ শুনবার পূর্ব পর্যন্ত তাহ'লে সত্যিই কিছুই শোনেন নি বা জানতে পারেন নি ঐ সম্পর্কে !—'

'না !—'

'আচ্ছা আপনি বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?—'

কিরীটির প্রশ্নে শকুনী ঘোষ প্রথমটায় কেমন যেন একটু ইতঃস্তত করিল তারপর ধীর কণ্ঠে কহিল, 'ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম আসেনি। তবে বেশীক্ষণ জেগে যে ছিলাম না এও ঠিক !—'

'হুঁ। সেই সময় কেউ আপনার ঘরে আসে নি।-

শকুনী আবার কিছুক্ষণ যেন চুপ করিয়া রহিল, যেন একটু বিব্রত ও চিন্তিত সে। কিরীটি তাকাইয়া রহিল।

এবং তারপর যেন কতকটা দ্বিধাগ্রস্থ ভাবেই শকুনী কহিল ঃ না।

আবার কিরীটি কথাটা যেন পুণোরুক্তি করিল, 'কেউ আসে নি ?—'

'না !—'

'ঠিক আপনার মনে আছে !—'

'হাঁ !—'

বাহিরে ঠিক ঐ সময় যেন একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন এই ঘরের দিকেই আসিতেছে।

কিরীটি ঘরে প্রবেশ করিয়াই দুয়ারের কবাট দু'টো ভেজাইয়া প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, সেই প্রায়বন্ধ দুয়ারের কবাটের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল কিরীটি।

সহসা প্রায়বন্ধ কবাট দু'টি খুলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দ্বার পথে যে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল তাহার দিকে তাকাইয়া কিরীটি যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়।

কেবল আগন্তুককে দেখিয়াই কিরীটি ততটা বিস্মিত হয় নাই যতটা হইয়াছিল আগন্তুকের সমগ্র চোখে মুখে একটা ভীতি ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত চাঞ্চল্য দেখিয়া।

আগন্তুক বোধ হয় কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কিরীটিকে দেখিতে পান নাই কারণ কিরীটি কক্ষের এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

'শেকো শুনেছিস। কি সর্বনাশ হয়ে গেছে ?—'

একরাশ উৎকণ্ঠা বক্তার কণ্ঠস্বরে যেন ঝরিয়া পড়িল।

কিরীটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আরো একটু পিছাইয়া গেল।

আগন্তুক কথা বলিতেছিল, 'তোরা কেউ বিশ্বাস করিসনি বটে তবে এ যে হবে তা কিন্তু আমি প্রথম থেকেই দাদার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম—আর এও ত জানা কথা এ কার কাজ—'

আগন্তুকের বাকী কথাগুলি শেষ হইল না, উপবিষ্ট নির্বাক স্থির দৃষ্টি শকুনীর দিকে তাকাইয়াই এতক্ষণে বোধ হয় কেমন একটু মনে মনে সন্দিগ্ধ হইয়া পাশের দিকে তাকাইতেই অদূরে স্থানুর ন্যায় দণ্ডায়মান নির্বাক কিরীটির স্থির দু'টি জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সঙ্গে নিজের চোখের দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল!

মুহূর্তে বক্তার সমগ্র শরীরের স্নায়ু ও উপস্নায়ু বাহিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়া গেল।

'কথাটা যা বলছিলেন গান্ধারী দেবী হঠাৎ বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন ?—'

মৃত রায়বাহাদুরের অপরূপ সুন্দরী বিধবা ভগিনী গান্ধারী দেবীই আগন্তুক।

মুহূর্তে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, প্রচণ্ড একটা বৈদ্যুতিক শক্তি নিমেষে আঘাত দিয়া গান্ধারী দেবীর সমস্ত বাক ও বোধ শক্তিকে যেন মুহূর্তে হরণ করিয়াছে।

গান্ধারী দেবী যেন প্রাণহীণ একটা পাথরে পরিণত হইয়াছেন।

মূক, অসহায় দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন গান্ধারী দেবী কিরীটির সপ্রশ্ন কঠোর দৃষ্টির দিকে।

'বসুন গান্ধারী দেবী। আপনার যা বলবার বা শকুনী-বাবুকে যা বলতে এসেছিলেন নির্ভয়ে বলুন। আমি বলছি শুনুন—

কোন ভয় নাই আপনার, কথা দিচ্ছি আপনাকে, বিশ্বাস করুন তৃতীয় কোন ব্যক্তিই এসব কথা জানতে পারবে না।—'

গান্ধারী দেবী তথাপিও কিন্তু নিরুত্তর।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন গান্ধারী দেবী কিরীটির মুখের প্রতি।

'বসুন গান্ধারী দেবী। ঐ চেয়ারটায় বসুন—' কিরীটি পুনরায় আহ্বান জানাইল গান্ধারী দেবীকে।

অত্যন্ত সহজ ভাবে কিরীটি কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেও কণ্ঠস্বরে একটা সুপষ্ট নির্দেশের সুর যেন ধ্বনিয়া উঠিল।

এ শুধুমাত্র অনুরোধই নয় আদেশও।

এবং উহাকে লঙ্ঘন করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

তথাপি কিন্তু গান্ধারী দেবী নিশ্চুপ পাষাণ প্রতিমার মতই যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিরীটি আবার কহিল স্থির অপলক দৃষ্টিতে গান্ধারী দেবীর চোখের দিকে তাকাইয়া, 'বসুন গান্ধারী দেবী—'

এবারে সত্যি সত্যিই গান্ধারী দেবী কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন সামনের চেয়ারটার উপরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

'হাঁ। বলুন এবারে একটু আগে যা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন—'

'কি বলবো ?—' ক্ষীণ কণ্ঠে এতক্ষণে গান্ধারী দেবী কথা কয়টি কহিলেন।

'রায়বাহাদুরের হত্যাকারী সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে—আরো সোজা করে বলতে গেলে বলা যায় নিশ্চয়ই আপনি কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন—'

'সন্দেহ করছি—'

'হাঁ। একটু আগেত সেই কথাই শকুনীবাবুর কাছে বলছিলেন—'

'আমি—'

'শুনুন গান্ধারী দেবী আপনি নিজেই আপনার কথার ফাঁদে আটকা পড়েছেন এখন আর চেষ্টা করলেও মুক্তি পাবেন না। কিন্তু তারও আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—'

'বলুন !—'

'আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত মন দিয়ে প্রার্থনা করেন যে রায়বাহাদুর, আপনার ভাইকে যে অমন নিষ্ঠুরভাবে গতকাল

হত্যা করেছে সেই নৃশংস শয়তান হত্যাকারী ধরা পড়ুক এবং তার সমুচিত শাস্তি বিধান হোক ?—'

'হাঁ, নিশ্চই চাই !—'

'এবং এও আপনারা সকলেই জানেন সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারের মিমাংসাই আমি করতে চাই !—'

'হাঁ !—'

'এও নিশ্চয়ই তাহ'লে স্বীকার করবেন যে, নিষ্ঠুর ঐ হত্যা রহস্যের মিমাংসা করতে হ'লে আমাকে আপনাদের এ বাড়ীর সকলেরই সাহায্যের প্রয়োজন অল্প বিস্তর অন্যথায় ব্যাপারটা একটু জটীলই হবে !—'

'নিশ্চয়ই !—'

'তাহ'লে বলুন আপনি যা জানেন। অকপটে সব আমার কাছে খুলে ব লুন !—কিছু গোপন করবেন না।'

'কি বলবো ?—'

'কাকে আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করছেন খুলে বলুন !—'

আবার গান্ধারী দেবী নিরুত্তর, চোখে মুখে তার যেন সুস্পষ্ট একটা চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে।

'বলুন ?—'

'ক্ষমা করবেন কিরীটিবাবু আমি মানে আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি। শকুনীকে আমি ঠিক তা বলতে চাইছিলাম না—'

বিচিত্র একটা হাসি যেন কিরীটির ওষ্ঠ প্রান্তে মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

এবং কৌতুকে চোখের তারা দুটি যেন ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল তীক্ষ্ণ শাণিত দু'টি ছুরীর ফলার ন্যায়।

'গান্ধারী দেবী। আমি কিরীটি রায়। আমার সত্যিকারের পরিচয়টা হয়ত আপনার জানা নেই নচেৎ বুঝতে পারতেন মানুষের মনের গোপন কথাকে টেনে বের করবার একটা শক্তি ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন। আপনার কণ্ঠের স্বরকে আপনি মূক করে রাখলেও আপনার দুই চক্ষু, স্থির নিবদ্ধ দু'টি ওষ্ঠ অনেক কিছুই এই মুহূর্তে আমার কাছে সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করছে। আপনি আপনার গত রাত্রের জবানবন্দীতে যে বলেছিলেন, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন এমন সময় আপনার কন্যা রুচিরা দেবী এসে আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আপনাকে রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদটা দেন, কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আর কেউ না জানলেও আমি কিন্তু ঠিকই ধরে ছিলাম।—'

'মিথ্যা ?—' কথাটা উচ্চারণ করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গান্ধারী দেবী কিরীটির চোখের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলাইলেন।

'হাঁ। সম্পূর্ণ মিথ্যা!—' কিরীটির দুই চক্ষের দৃষ্টিতে আবার সেই শানিত ছুরীর ফলার মতই তীক্ষ্ণতা ঘনাইয়া উঠিল।

'এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায় ?—' পুনরায় প্রশ্ন করিলেন গান্ধারী দেবী।

'হাঁ মিথ্যা! সে সময় আপনি জেগেই ছিলেন. এবং শুধু

তাই নয় পাশের ঘরে মানে আপনার মেয়ের ঘরে কিছুক্ষণ পূর্বে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কথাই আপনার কানে গিয়েছিল—'

'এসব কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ?—'

'মিথ্যা বা কল্পিত কিছুই বলছি না নিশ্চয়ই! সেটা অবশ্যই আমার চাইতেও আপনি ভালই বুঝতে পারছেন গান্ধারী দেবী।'

'কিন্তু আমার মেয়ে রুচিরাও কি আপনাকে বলেনি যে সে এসে আমাকে ঘুম হ'তে উঠিয়ে—'

'ঘুম ত নয় সেটা আপনার গান্ধারী দেবী! ঘুমের ভান মাত্র—'

চকিতে শকুনী ঘোষ একবার গান্ধারী দেবী ও একবার কিরীটির মুখের দিকে তাকাইল।

কিরীটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে কিন্তু সেটুকুও ফাঁকি দিতে পারিল না।

কিন্তু কিরীটির চোখে মুখে তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

'ঘুমের ভাণ ? আমি ঘুমাইনি ঘুমের ভাণ করে ছিলাম ?—'

'ঠিক তাই! কারণ ঐ ভাবে জেগে ঘুমানর হয়ত আপনার বহু সময়েই প্রয়োজন হয়; অবশ্য আপনার কন্যা রুচিরা দেবীর পক্ষে সেটা না জানাই সম্ভব!—'

'না জানাই সম্ভব ?—'

'হ্যাঁ। অন্যথায় নিশ্চয়ই রুচিরা দেবী আপনার সম্পর্কে

সজাগ হয়ে থাকতেন এবং যথাবিহিত সতর্কতাও হয়ত অবলম্বন করতেন !—'

'কিরীটি বাবু !—'

একটা রুক্ষ্ম তীক্ষ্ণতা যেন গান্ধারী দেবীর কণ্ঠস্বরে ঝরিয়া পড়িল।

'গান্ধারী দেবী কিরীটি রায়ের এই দুই জোড়া চোখ ছাড়াও আরো এক জোড়া চক্ষু অদৃশ্যও বলতে পারেন সদা এমন সতর্ক থাকে যে তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই খুব সহজসাধ্য নয়। গতরাত্রে আপনি যখন রায়বাহাদুরের ঘরে উঠে এসেছিলেন সে সময় আপনার চোখের পাতায় কোথায়ও আপনার কথিত ক্ষণপূর্ব্বে নিদ্রার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন ছিল না। শুধু তাই নয় আপনার মাথার চুল ও বেশভূষায় এমন একটা নিখুঁত পারিপাট্য ছিল অন্তত কোন নিদ্রিত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না। বিশেষ করে যাকে একটু আগে ঘুম থেকে ডেকে তুলে একটা দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং যার জন্য অন্তত তিনি পূর্বাহ্নে আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। আরো একটা ব্যাপার যেটা হয়ত আপনার ভাববারও প্রয়োজন হয়নি এবং আপনার নজর দেওয়ারও অবকাশ হয়নি, আপনি কাল যখন রায়বাহাদুরের ঘরে এসে প্রবেশ করেছিলেন আপনার গায়ে একটা ফুল হাতা গরম জামা ছিল। নিশ্চয়ই গরম জামা গায়ে দিয়েও যেমন আপনি নিদ্রা যান না তেমনি ও ঘরে আসবার পূর্বেও অতবড় একটা দুঃসংবাদ

শুনবার পর গরম জামাটা গায়ে দিয়ে আসবার কথাটাও আপনার মনে আসবার কথা নয় এবং স্বাভাবিকও নয়—'

গান্ধারী দেবী কিরীটির জবাবে যেন সত্যিই একেবারে বোবা হইয়া গিয়াছেন।

'অতএব এখন বুঝতে পারছেন ত' কেন আমি আপনার নিদ্রা সম্পর্কে সন্দিহান ?—'

এবারেও গান্ধারী দেবী কিরীটির কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

'গান্ধারী দেবী! মিথ্যে আপনি সব কথা আমার কাছে গোপন করবার প্রয়াস পাচ্ছেন!—'

সহসা গান্ধারী দেবী একটু রূঢ় কণ্ঠেই যেন জবাব দিলেন, 'আমি কিছুই জানিনা কিরীটি বাবু! কেবল এইটুকু বলতে পারি সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই মিথ্যে আপনি আমাকে জেরা করছেন!—'

'যদি তাই হয় তবে একটু আগে এই কক্ষে প্রবেশের মুহূর্তে শকুনী বাবুকে যে কথাটা বলতে উদ্যত হয়েও তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে এখানে দেখেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন—সে কথাটা কি? কি কথা ওকে বলতে যাচ্ছিলেন সেটা অন্তত জানতে পারি কি!—'

'না!—'

যেন একটা রূঢ় কঠিন আঘাতের মতই 'না' শব্দটি কিরীটির মুখের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকেও নিশ্চুপ করিয়া দিল।

ক্ষণকাল গভীর অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটি গান্ধারী দেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'গান্ধারী দেবী! সমীর বাবুর সঙ্গে সত্যি সত্যিই কি আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর বিবাহ ব্যাপারটা স্থির হ'য়ে গিয়েছে?'

'হাঁ!—' ধীর শান্ত কণ্ঠে গান্ধারী দেবী জবাব দিলেন।

'আপনার নিশ্চয়ই এ বিবাহে খুব মত আছে?—'

'আছে!—'

'আপনার মেয়ে রুচিরা দেবীর?—'

'কিরীটি বাবু এটা সম্পূর্ণ আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে দাদার মৃত্যুর কোন সংস্পর্শ আছে বলেই আমি মনে করি না। অতএব একান্তই অবান্তর নয় কি প্রশ্নটা আপনার?—'

'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হলেও আমি এ প্রশ্নটার জবাব চাই গান্ধারী দেবী!—'

'আর যদি না দিই!—'

'তাহ'লে বলবো মিথ্যেই আপনি সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে জেদা জেদি করছেন কারণ আপনি চাপতে চেষ্টা করলে কি হবে আমি পূর্বাহ্লেই জেরার দ্বারা রুচিরা দেবীর নিজস্ব কথাতেই জেনেছি—'

'কি জেনেছেন আপনি?—' একটা অসীম উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা যেন গান্ধারী দেবীর কণ্ঠস্বরে ও চোখে মুখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

'যা জানবার তাই জেনেছি !—'

'কি জেনেছেন আপনি ! কি রুচিরা আপনাকে বলেছে !—'

'মাপ করবেন গান্ধারী দেবী সেটা আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় ব্যপার !—'

'আপনি বলেছেন রুচি আপনাকে বলেছে যে সে সমীরকে পছন্দ করে না। বিবাহ সে করবে না !—'

'বললামত' গান্ধারী দেবী। তিনি রুচিরা দেবী আমাকে কি বলেছেন বা না বলেছেন সে কথা প্রকাশ করতে আপনার কাছে আমি বাধ্য ত' নইই ইচ্ছুকও নই—'

'আমি বিশ্বাস করি না কিরীটি বাবু রুচি সে কথা আপনাকে বলেছে আর যদি সে বলে থাকেও এ কথাটা যেন সে ভুলে না যায় যে এখনো আমি তার মাথার উপরে বেঁচে আছি।—'

হঠাৎ কিরীটি অতঃপর হাসিয়া ফেলিল এবং হাসিতে হাসিতেই কহিল, 'গান্ধারী দেবী এবারে আপনাদের কাছ থেকে আমি আপাতঃত বিদায় নেবো। আচ্ছা আসি নমস্কার—'

বলিতে বলিতে কিরীটি দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলিয়াই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শকুনী ও গান্ধারী দেবী কিরীটির গমণ পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বাইজী সেতারে ভৈরো আলাপ করিতেছিল ও চাপা কণ্ঠে গুণ গুণ করিয়া গলায় তান দিতেছিল।

অবিনাশ চৌধুরী কক্ষের বিস্তৃত গালিচার উপরে একটা জাপানী ঘাসের চটি পায়ে ইতঃস্তত পায়চারী করিতেছিলেন এবং নিম্নস্বরে আপন মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন।

নারায়ণ! নারায়ণ বল কত বাকী
আর। শত পুত্র হারা কাঁদিছে গান্ধারী,
শত পুত্র বধূ তার! রক্ত শবে পরিকীর্ণ
কুরুক্ষেত্র ভূমি! আক্ষৌহিনী নারায়নী
সেনা হয়েছে নিঃশেষ!

হস্ত দু'টি মুষ্টি বদ্ধ ও পশ্চাতে রক্ষিত অবিনাশ চৌধুরীর।

ভোরের প্রসন্ন আলো মুক্ত বাতায়ন পথে ঘরের মধ্যে বিস্তৃত রক্তবর্ণ গালিচার উপরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

সহসা এক সময় বাইজীর দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া অবিনাশ চৌধুরী কহিলেন, 'মুন্নাবাই এখন গান থাক। আজকে তোমার বিশ্রাম।—'

মুন্নাবাঈ নিঃশব্দে সেতারটা এক পাশে গালিচার উপরে নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

খেয়ালী প্রভুর বিচিত্র মতিগতির সঙ্গে সে বিশেষ পরিচিতা।

এবং নিঃশব্দে সে তাহার নির্দিষ্ট কক্ষান্তরে যাইবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

পাশেরই সংলগ্ন একটি নাতি প্রশস্ত কক্ষ মুন্নাবাঈয়ের জন্য নির্দিষ্ট !

মুন্নাবাঈ তার কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আধুনিক রুচি সম্মত ভাবে কক্ষটি তাহার সুসজ্জিত।

মুন্নার সমস্ত অন্তরের মধ্যেই তখন যেন ভৈরো রাগের একটা সুর মন্থন চলিতেছে।

প্রত্যুষের প্রসন্ন আলোয় সমস্ত অন্তর জুড়িয়া তাহার তখন যেন ভৈরো রাগের রঙ্ লাগিয়াছে। জাগিতেছে সুর।

কিংখাব হইতে নিজের তানপুরাটা টানিয়া বাহির করিয়া কোলের কাছে লইয়া মেঝেতে উপবেশন করিল মুন্না বাঈজী।

তানপুরার তারে মৃদুমন্দ অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে সে গুণ গুণাইয়া উঠিল।

ধন ধন সুরত কৃষ্ণ মুরারে
সুলছানা গিরীধারী।
সব সুন্দর লাগে
অত পিয়ারী।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কখন ইতিমধ্যে একসময় যে রুচিরা বাঈজীর কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল তা সে টেরও পায় নাই।

রুচিরা এবাড়ীতে বেশী একটা থাকে না।

সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে। মধ্যে মধ্যে ছুটি ছাটায়

কেবল এখানে বেড়াইতে আসে আবার ছুটি ফুরাইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া যায়।

এ বাড়ী সম্পর্কে তাহার সেই কারণেই বোধহয় এতটুকুও কৌতুহলও কোন দিন নাই।

এ বাড়ীর আবহাওয়া হইতে শুরু করিয়া এই বাড়ীর লোক-গুলিও যেন কেমন তাহার নিকট বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়।

কেমন যেন একটা চাপা গুমোট ভাব, একটা বিকৃত শাসনের নাগপাশ যেন এই বাড়ীর প্রাণকে চাপিয়া ধরিয়া আছে অষ্ট প্রহর।

বিরাট বিপুল ঐশ্বর্য যেন এই গৃহের সর্বত্র উলঙ্গ উৎকট একটা প্রকাশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া আছে বিশ্রী এবং কুৎসিত ভাবে।

এখানে কেহ কাহারও আপনার জন নহে।

প্রত্যেকেই প্রতেকে হইতে স্বতন্ত্র, কেহই যেন কাহারো আপনার নয়।

মনে হয় প্রত্যেকেই যেন একটা কুৎসিত স্বার্থের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পাক খাইয়া খাইয়া এ বাড়ীর আবহাওয়াকে পর্যন্ত বিষাক্ত ও ঘোলাটে করিয়া রাখিয়াছে।

কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না।

যতবারই সেইকারণে রুচিরা এখানে আসিয়াছে এবং যে কয়দিন থাকিয়াছে আপনাকে যেন এ বাড়ীর সকল কিছু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

নিজের স্বাতন্ত্র লইয়া দিনগুলি কাটাইয়াছে।

এবং ইতিপূর্বে সে এ বাড়ীতে যতবার আসিয়াছে কোনবারই দাদু অবিনাশ চৌধুরীর মহলে সে প্রবেশ করে নাই এবং সেই কারণেই বোধ হয় বাঈজীকে দেখে নাই, দেখিতে পায় নাই।

গতকাল প্রত্যুষে সে যখন অন্দরের বাগানে বেড়াইতেছিল এক মুহূর্তের জন্য দূর হইতে ভ্রমণরতা বাঈজীকে দেখিয়াই সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল।

মুখটা যেন চেনা চেনা লাগিয়াছিল।

কোথায় কবে যেন সে ঐ মুখটির সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিতা ছিল।

কিন্তু ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে আর কৌতূহলকে দমন না করিতে পারিয়া আজ খোঁজ করিতে করিতে বাঈজীর কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বাঈজী তানপুরায় ভৈরো রাগ আলাপ করিতেছিল।

সংগীতের চাইতেও বাঈজী তাহাকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল!

কণ্ঠস্বর ও বসিবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত তাহার যেন কতই না পরিচিত।

কে! কে ঐ বাঈজী!

দাদুর গান বজনার প্রচণ্ড নেশা আছে ও জানে এবং এও জানে, মধ্যে মধ্যে বাঈজীরা দাদুর কাছে গানের মজুরা লইয়া আসে এ গৃহে দু' চার দশ দিনের জন্য!

আলাপ শেষ হইয়া গিয়াছিল। তানপুরাটা কোলের কাছে

নামাইয়া রাখিয়া গুণ গুণ করিয়া তখনও সুর ভাজিতে ভাজিতে সামনের দিকে তাকাইতেই বাইজীর সন্মুখের দর্পণে প্রতিফলিত ঠিক পশ্চাতেই নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রুচিরার প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চমকাইয়া বাঈজী পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া তাকাইল।

পরস্পরের সহিত চোখাচোখি হইল।

কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

কথা কহিল প্রথমে এবারে রুচিরাই, 'সাবিত্রী না?—'

এতক্ষণে রুচিরা চিনিতে পারিয়াছে বাঈজীকে।

বাঈজী আর কেহই নয় সাবিত্রী। বেথুনে ম্যাট্রিক পড়িবার সময় তাহার সহপাঠিনী ত' ছিলই রুচিরার সহিত হোষ্টেলে একই কক্ষে বাসও করিত।

অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা একদিন ছিল ওদের পরস্পরের মধ্যে।

'রুচি!—'

এতক্ষণে বাঈজীরও কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'হাঁ! আশ্চর্য! কিন্তু তুই এখানে!—'রুচিরা প্রশ্ন করিল।

মৃদু হাসির একটা পাত্‌লা ছায়া যেন খেলিয়া গেল বাঈজীর ওষ্ঠের উপরে, 'হাঁ! আজ আমার পরিচয়, আর সাবিত্রী নয়। আজ আমি মুন্না বাঈজী!'

'মুন্না বাঈজী!—'

'হাঁ! কিন্তু তুই এখানে কিছুই ত' বুঝতে পারছি না, রুচি!—' সাবিত্রী দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করিল।

'এটা আমার মামার বাড়ী! তুই ত' জানিস মামাদের পয়সা ও দয়াতেই আমি মানুষ—'

'হাঁ হাঁ ভুলে গিয়েছিলাম কতদিনকার কথা। প্রায় তিন চার বছর হবে না।—'

'তা হবে বৈকি!—'

'রায়বাহাদুর যিনি গত কাল—'

'হাঁ তিনিই আমার মামা। আর অবিনাশ চৌধুরী ওর কাকা আমার দাতু।—'

'ও।—'

সাবিত্রী যেন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

খোলা বাতায়ন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অতঃপর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল কিছুক্ষণ সাবিত্রী।

রুচিরা একদৃষ্টে তাকাইয়া সাবিত্রী—মুন্না বাইজীকেই দেখিতেছিল। সাবিত্রী! তাহার সহপাঠিনী সাবিত্রী। যাহার রূপের ও কণ্ঠের খ্যাতি একদিন সমস্ত কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে হিংসার বস্তু ছিল।

লেখাপড়ায় সাবিত্রী কোনদিনই ভালছিল না তেমন অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

নিঃশব্দে সাবিত্রী বসিয়া আছে।

খুব প্রত্যুষেই বোধহয় স্নান করিয়াছে। পরিধানে সাদা মিলের নরুণ পাড় একখানি ধুতি। তুই স্কন্ধের উপর দিয়া সিক্ত চুলের গোছা বক্ষের তুই পাশে বিলম্বিত।

কপালে দুই ভ্রুর মধ্যস্থলে একটি বোধ হয় শ্বেতচন্দনের টিপ। সিঁথিতে বা কপালে এয়োতির চিহ্ন মাত্রও নাই অথচ সাবিত্রীত বিবাহিতাই ছিল ওর যতদূর মনে পড়ে। ওর সমগ্র চোখে মুখে যেন একটা বিষন্ন করুণ দুঃখের ও ক্লিষ্ট যাতনার ছায়া। দেখিলেই কেমন দুঃখ বোধ হয়।

'সাবিত্রী।—'

সাবিত্রী রুচিরার ডাকে যেন হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল।

'জলজ্যান্ত সাবিত্রীকে হঠাৎ আজ এতদিন পরে আবার দেখে খুব চম্‌কে গিয়েছিস না।—আয় বোস।' হঠাৎ রুচিরার দিকে তাকাইয়া সাবিত্রী রুচিরাকে আহ্বান জানাইল।

'না।—'

'না! কেন শুনিসনি তুই স্বামীর ঘরে যাবার পর আমি আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম।—'

'না। কই আমি শুনিনি ত।—'

'শুনিস নি আশ্চর্য!—'

'না! শুনিনি।—'

আবার কিছুক্ষণ কতকটা যেন আত্ম চিন্তায় বিভোর হইয়াই সাবিত্রী নিঃশব্দে যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

হঠাৎ আবার সাবিত্রী বলিতে শুরু করিল, 'সত্যি ভাই। আমার নিজেরই কি এক এক সময় কম আশ্চর্য লাগে। বাপ মা নাম রেখেছিল সাবিত্রী। দিদিমার মুখে খুব ছোটবেলায় গল্প

শুনেছিলাম যমের গ্রাস থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সাবিত্রী হয়েছিল সতী সীমন্তিনী, নারীকুলে ধন্যা গরবিণী আর আমিও সাবিত্রী স্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করে হয়েছি সাবিত্রী বাঈজী। আমিও নারীকুলে অনন্যা কি বলিস ?—'

হাসিতে লাগিল সাবিত্রী! চোখ মুখে একটা নারকীয় জঘন্য উল্লাস যেন উপছাইয়া পড়িতেছে।

সাবিত্রীর কথায় রুচিরা যেন সত্যিই একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল।

'কি বলছিস তুই সাবিত্রী! স্বামীকে হত্যা করেছিস ?'

'হাঁ! কেন বিশ্বাস হচ্চে না এই হাত, এখনো এতে ভাল করে চেয়ে দেখ হত্যার রক্ত লেগে আছে—'

কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে যেন সাবিত্রী তাকাইয়া আছে রুচিরার দিকে।

ঘৃণা বিদ্বেষ আক্রোশ সব কিছুই যেন সাবিত্রীর দুই চক্ষুর দৃষ্টির মধ্যে এই মুহূর্ত্তে একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'দাঁড়া দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে আসি—'বলিতে বলিতে হঠাৎই যেন সাবিত্রী উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজার কবাট দুটো বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের স্থানটি অধিকার করিয়া আবার বসিল সাবিত্রী।

'ভাগ্যে মা বাপ নাম রেখেছিল আমার সাবিত্রী। নইলে এত বড় হ'তে পারতাম না। গরীবের ঘরে জন্মেছিলাম। কিন্তু

রূপের দৌলতে ধনীর ঘরে বিকিয়ে গেলাম, সে সব কথাত' তুই জানিসই !'

'হাঁ !—' মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল রুচিরা।

'ধনী স্বামীর খেয়াল। আমাকে কলকাতায় পড়তে পাঠালেন। গ্রামের স্কুলেই পড়ছিলাম, সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে কলকাতায় ভর্তি করে দিল বেথুনে। ধনীর খেয়াল কিনা তাই হঠাৎ একদিন ডাক এলো আবার স্বামীর ঘরে যাবার।—'

'হাঁ মনে আছে পরীক্ষার মাত্র দিন কয়েক আগে তুই পরীক্ষা না দিয়েই স্বামীর ঘর করতে চলে গেলি।—'

'স্বামীর ঘরই বটে। তবে ভিতরের ঘর নয় বাইরের ঘর। স্বামীর বিলাস ভবন বাগান বাড়ীতে। নাচ ঘরে।'

'বলিস কি !—'

'এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এবং সেই বাগান বাড়ীতে গিয়েই শুনলাম বিবাহিতা হলেও স্বামীর গৃহের অন্দর মহলে আমার কোন অধিকারই নেই—আমি সেখানে অহেতুক, অনাবশ্যক বোঝা মাত্র।'

'কেন ?—' প্রশ্নটা না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না রুচিরা ঃ তোকেওত' তিনি বিবাহই করেছিলেন।

'তা করেছিলেন বটে তবে ঘরে তার গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। আমার স্বামীর প্রথমা পত্নী। তাঁর সন্তানের জননী। তাঁর ছাড়পত্রে আগেই শীল মোহর পড়ে গিয়েছিল কিনা।'

'সে কি। তুই শুনিসনি কিছু বিয়ের সময় যে তার পূর্ব স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল।—'

'গরীব কন্যাদায়গ্রস্থ মা বাপ আমার তাঁরা হয়ত শোনাটা প্রয়োজন মনে করে নি কারণ জানবার কথাত' তাদেরই আমারত নয়। আমিত বিয়ের কনে মাত্র।—দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতাটত ছিল তাদেরই হাতে। আইনগত জন্মসত্ব সেদিন ত তাদের হাতেই ছিল।'

'হু! তার পর।—'

'তার পর আর কি! ঘর যেখানে নৃত্যশালা সেখানে গৃহস্থ বধূর পরিণতি কি হতে পারে এত সহজেই বুজতে পারিস। আব্রু বা পর্দা বলে যেখানে কোন বালাই নেই সেখানে লজ্জা বা সরমকে গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি বল!—'

'স্বামী হয়ে তোকে—'

মুহুর্ত্তে যেন সাবিত্রীর দুই চক্ষুর তারা রুদ্রতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, 'স্বামী! কাকে তুই স্বামী বলিস। যে তার নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে অনায়াসে লম্পটের ক্ষুধার অনলে সমর্পণ করতে পারে সে কি স্বামী! সামান্য কয়েকটা মন্ত্র ও কয়েকটা অনুষ্ঠানই কি সব! দায়িত্ব, নীতি বা রুচি বলে কি কিছুই নেই।—' ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতই যেন একটা চাপা আক্রোশে ফুলিতে লাগিল সাবিত্রী।

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যেন গিয়াছে রুচিরা।

সাবিত্রী বলিতে লাগিল, 'কিন্তু আমিও তাকে ক্ষমা করি নি। অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছি। কিন্তু বাকী একজনকে এখনও খুঁজে সামনে পাইনি। সংঙ্গীত পিপাসু তিনি তাই গানের মজুরা নিয়ে বাগান বাড়ীতে বাড়ীতে গানের আসরে আসরে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছি। একদিন না একদিন তার সন্ধান পাবোই। সেই দিন—'বলিতে বলিতে সহসা মুন্না বাঈজী কোমর হইতে একটা তীক্ষ্ণ ধারালো ছুবি বাহির করিল। ছুরির সূচাগ্র চক্ চকে অগ্রভাগটা যেন জিঘাংসায় হিল হিল করিয়া উঠিল।

রুচিরা চমকাইয়া উঠে।

এবং বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই একটু সড়িয়া গিয়াছিল। সাবিত্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসিতে হাসিতেই আবার ছুরিটা কোমবে গুজিয়া রাখিল: ভয় পেলি রুচি! সম্মানের সঙ্গে গৃহের আব্রু নিয়ে নারীর মর্যাদায় তোরা প্রতিষ্ঠিত, অপমানিত লাঞ্ছিত নারীত্বের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা যে কি কেমন করে তোরা বুঝবি ভাই! কি যন্ত্রণায় তারা নিশিদিন ছট ফট্ করে মাথা খুটে মরে কেমন করে তোরা বুঝবি।

—(৯)—

কিরীটি ডাঃ সানিয়্যালের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ডাঃ সমর সেনই প্রথমে আহ্বান জানাইলেন, 'এই যে মিঃ রায় এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? দালাল সাহেব চলে গেলেন!—'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?—' কিরীটি প্রশ্ন করিল।

'হাঁ বিকালের দিকে আবার ফিরে আসছেন বলে গেলেন!—' জবাব দিলেন ডাঃ সানিয়্যাল।

'কিন্তু আমিত আর দেরী করতে পারছি না মিঃ রায়! আজ আবার একটা আমার অপারেশন আছে!—'

কহিলেন ডাঃ সমর সেন।

কিরীটি যেন আপন মনে কি ভাবিতেছিল ডাঃ সমর সেনের প্রশ্নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'কি বললেন ডাঃ সেন?—'

'আমার একটা অপারেশন ছিল—' ডাঃ সেন আবার কথাটা বলিলেন।

'নিশ্চয়ই! আপনি যাবেন বৈকি!—আপাতঃত আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই।—'

'কিন্তু দালাল সাহেব যে বলে গেলেন তিনি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে—' ডাঃ সেন বলিলেন।

'না। তার আর কোন প্রয়োজন নেই! আপনি যেতে পারেন!—'

'কিন্তু—' ডাঃ সমর সেন ইতঃস্তত করিতে থাকেন।

'যা বলবার তাকে আমিই বলবোখন। আপনি যান।'

ডাঃ সমর সেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য! ডাঃ সানিয়্যাল ইতিমধ্যে আবার কিরীটির জন্য এককাপ চা তৈয়ারী করিয়া চামচের সাহায্যে চিনিটা গুলিতেছিলেন।

এবারে তাহার দিকে তাকাইয়া কিরীটি কহিল, 'আচ্ছা ডাঃ সানিয়্যাল রায়বাহাদুরের যে attending nurse সুলতা কর তার সম্পর্কে আপনার ঠিক ধারণা কি বলুন ত?—'

ডাঃ সমর সেন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চায়ের কাপটা কিরীটির দিকে আগাইয়া দিতে দিতে ডাঃ সানিয়্যাল যেন বেশ একটু বিস্মিতভাবেই কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়!—'

ডাক্তারের হাত হইতে চায়ের কাপটা লইয়া, চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়া মৃদু একটা আরামসূচক শব্দ করিয়া স্মিতভাবে কিরীটি কহিল, 'বুঝতে পারলেন না?—'

'না!—'

'মানে এই বলছিলাম আর কি নিজের ডিউটি সম্পর্কে তার সততাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা? আপনিত' অনেক দিন থেকেই সুলতা করকে দেখছেন এ বাড়ীতে!—'

'তা তাকে বিশ্বাস করা যায় বৈকি! ডিউটির ব্যাপারে কখনো তার কোন গাফিলতি বড় একটা দেখিনি।'

'বলেন কি? আমারত' মনে হলো বরং ঠিক উল্টো। নার্স হবার আদউ উপযুক্ত নন তিনি। She has chosen the wrong profession!—'

'কেন! একথা বলছেন কেন?—' বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইলেন ডাঃ সানিয়্যাল কিরীটির মুখের প্রতি।

'তাছাড়া আর কি বলি বলুন! ডিউটি দিতে এসে না হলে কেউ অমন করে অঘোরে ঘুমাতে পারে কফির সঙ্গে ঘুমের ঔষধ খেয়ে!—'

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া পকেট হইতে পাইপটা বাহির করিল কিরীটি এবং অন্য হাতে কিমনোর পকেট হইতে টোব্যাকো পাউচটা বাহির করিয়া খানিকটা টোব্যাকো পাউচ হইতে দুই আঙ্গুলের সাহায্যে তুলিয়া পাইপের গহ্বরে ঠাসিতে লাগিল ধীরে ধীরে কতকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবেই এবং কহিল, 'আমার কি মনে হয় জানেন ডাক্তার?—'

'কি!—'

'নার্স সুলতা কর আমাদের সব কথা খুলে বলেন নি!— Still she has got something in her pocket!—'

'সত্যি আপনার তাই মনে হয় নাকি মিঃ রায়?—'

'হাঁ! আরো অনেক কিছুই তিনি জানেন যা তিনি ঘুমের দোহাই দিয়ে আমাদের কাছ থেকে চেপে গিয়েছেন!—'

'তাহ'লে আর একবার নাহয় সুলতাকে ডাকি!—'

'না! আগে দাঁড়ান ভেবে দেখি! আরো বেশী না সাবধান হয়ে যান মিস্ কর!—'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না মিঃ রায় এ ব্যাপারে ইচ্ছা করে কোন কথা তার পক্ষে গোপন রাখবার কি স্বার্থকতাই বা থাকতে পারে!—'

কিরীটির ওষ্ঠপ্রান্তে রহস্যময় হাসি দেখা দিল।

'কোন ব্যাপারের স্বার্থকতাকে অত সহজে যাচাই করতে গেলে কিন্তু আপনি ঠকবেন ডাক্তার! স্বার্থ ব্যাপারটাই এমন সূক্ষ্ম ও ঘোরালো যে অনেক সময় তার হদিস পাওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে!—' তারপর হঠাৎ যেন কতকটা বেখাপ্পা ভাবেই কিরীটি ডাঃ সানিয়্যালের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা বলতে পারেন ডাক্তার আপনার ঐ নার্স সুলতা কর ও শকুনী ঘোষের মধ্যে পরস্পরের আলাপ পরিচয়টা ঠিক কি ধরণের এবং কত দিনের?—'

'সুলতা কর এখানেই থাকেন এবং শুনেছি শকুনী বাবুর সঙ্গে সুলতার এ বাড়ীতে ডিউটি দিতে আসবার আগে থেকেই নাকি আলাপ পরিচয় কিছুটা ছিল!—'

কথাটা শুনিয়াই কিরীটির চোখের তারা দু'টো যেন বিশেষ কৌতুকে উজ্জল হইয়া উঠিল।

'কিন্তু হঠাৎ একথা আপনার মনে হলো কেন মিঃ রায়?—'

'কারণ অবশ্য একটা আছে কিন্তু তারও আগে আমাদের

জানতে হবে কাল রাত্রে সুলতা কর তার জবানবন্দীতে কতকটা deliberatelyই একটা মিথ্যা কথা বললেন কেন ?—'

'মিথ্যা কথা !—' ডাঃ সানিয়্যাল বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার কিরীটির মুখের দিকে তাকাইলেন।

'হাঁ মিথ্যা কথা ! তিনি তার জবানবন্দীতে বললেন আপনার ঘরের তৈরী কফি খেয়েই নাকি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন হয়ত আপনার দেওয়া কফির মধ্যেই কোন তীব্র ঘুমের ঔষধ মিশ্রিত ছিল বুঝতে পারছেন আমার বক্তব্যটা ! অথচ আপনার ঘর থেকেত' কোন কফি তৈরী করে তাকে পাঠান হয়নি এবং আপনার ঘরে তিনি কফি খেতেও আসেন নি।—'

'সত্যিই ত ! তাইত মিস্ কর বলেছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কথাটাত একবারও অত তলিয়ে ভেবে দেখিনি। আশ্চর্য !'

'কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন ডাঃ সানিয়্যাল তিনি ও কথাটা তা'হলে বললেন কেন ?—'

কিরীটি যেন কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই আত্মগত ভাবে কথাটা উচ্চারণ করিল।

'আচ্ছা মিঃ রায় এমনও ত' হ'তে পারে মিস্ কর আদপেই কফি পান করেন নি। স্রেফ্ মিথ্যা কথা বলেছেন !—'

'না। মিস্ কর কফি পান করেছিলেন এবং কফির সঙ্গে কোন তীব্র ঘুমের ঔষধও যে মিশ্রিত ছিল সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ !—'

'বলেন কি! কফি তাহ'লে তিনি তৈরী করে কতকটা ইচ্ছা করেই ঘুমবার জন্য তার সঙ্গে কোন তীব্র ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে নিয়েছিলেন বলে কি আপনার ধারণা!—'

'না। তিনি মিশিয়ে নেননি। কেউ তৃতীয় ব্যক্তিই মিশিয়ে দিয়েছিল!—'

ডাঃ সানিয়্যাল যেন কিরীটির বক্তব্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই এমনি ভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিরীটির ঊষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা আবার জাগিয়া উঠিল।

'হাঁ ডাঃ সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি মানে কে সুলতা কর-কে কফি তৈরি করে দিয়েছিল এবং কে গিয়ে তাকে আপনার নাম করে কফিটা দিয়ে এসেছিল, সেইটাই সর্বাগ্রে এখন আমাদের জানা প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে—'

'কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তাই যদি সত্যি হ'য়ে থাকে তাহ'লে মিস্ করকে এ ঘরে ডেকে এনে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেইত লেঠা চুকে যায়। কে তাকে কফি তৈরী করে গত রাত্রে দিয়ে এসেছিল!—'

ডাঃ সানিয়্যালের কথায় কিরীটি হাসিয়া উঠিল এবং হাসিতে হাসিতেই কহিল, 'কেন আপনি দিয়ে এসেছিলেন!—

'বারে আমি কখন আবার তাকে কফি তৈরী করে দিয়ে এলাম!—'

'কেন কাল রাত্রে ?—'

'কি রকম ! আপনি ত' আমার ঘরেই ছিলেন সে সময় !— আমরা ত সব এক জায়গাতেই ছিলাম ।—'

'ডাক্তার ! এ সব ব্যাপারে আপনি একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ! কার হাতে তৈরী কফি খেয়ে গত রাত্রে তিনি নিদ্রা দিয়েছিলেন সে কথাটা যদি তিনি বুঝতেই পারবেন তাহ'লে মিথ্যে আপনার তৈরী কফির কথা বলবেন কেন ?'

'কিন্তু এ কথাটা কি তার বুঝবার বয়স হয়নি যে মিথ্যাটা জেরার মুখে ধরা পড়বেই !—'

'তখন তিনি ভুল শুনবার দোহাই দিয়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে হয়ত বাঁচবার চেষ্টা করবেন ।—'

'তাতেই বা লাভটা কি !—'

'লাভ ! লাভ হচ্ছে time factor !—' কিরীটি হাসিতে হাসিতে প্রত্যুত্তর দিল ।

কিছুক্ষণ অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া আত্মগত চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে এবং আবার এক সময় ডাঃ সানিয়্যালই প্রশ্ন করিলেন ঃ তাহ'লে আপনার ধারণা মিঃ রায় যে গত রাত্রে মিস্ সুলতা করকে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কফির সঙ্গে deliberately ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে made her to sleep !—'

'বলাই বাহুল্য ! অন্যথায় তার উপস্থিতিতে মিঃ চৌধুরীকে ওভাবে হত্যা করাত সম্ভবপর হতো না ।—'

'আচ্ছা মিঃ রায় আপনার কি মনে হয় মিস্ সুলতা কর এই হত্যা যড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন—'

'ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন কিনা জানিনা তবে হত্যার সময়টিতে উপস্থিত ছিলেন সেটাই যে সব চাইতে বড় কথা এখন।—'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই ডাঃ সানিয়্যাল—তবে হ্যাঁ She was in deep sleep !—'

অতঃপর ডাঃ সানিয়্যাল যেন বলিবার মত কোন কথাই আর খুঁজিয়া পান না। এবং কিরীটিও নিঃশব্দে বসিয়াই থাকে। কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার ওষ্ঠধৃত জ্বলন্ত চুরোটটায় মৃদু মৃদু টান দিয়া পীতাভ ধোঁয়া উদ্গীরণ করিতে থাকে।

সহসা একসময় যেন চিন্তাগ্রস্থ মনটাকে একটা নাড়া দিয়াই চুরোটের অগ্রভাগ হইতে ভস্মাবশেষ ছাইটা আঙ্গুলের টোকা দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে মৃদু কণ্ঠে কিরীটি কহিল, 'ডাঃ আপনি গিয়ে একটিবার মিস্ করকে এঘরে পাঠিয়ে দিতে পারেন! কয়েকটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতাম।—'

'নিশ্চয়ই, এখুনি পাটিয়ে দিচ্ছি।—'

ডাঃ সানিয়্যাল কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দশ পনের মিনিট পরেই বাহিরে মৃদু পদশব্দ শ্রুত হইল। এবং বোঝা গেল পদশব্দ আগাইয়া আসিতেছে। ক্রমে পদশব্দ কক্ষের বাহিরে বদ্ধ দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিল।

মৃদু কণ্ঠে কিরীটি আহ্বান জানাইল, 'আসুন সুলতা দেবী। দরজা খোলাই আছে।—'

সুলতাই!

সুলতা ভেজান দরজা ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিরীটি চেয়ারটার উপরে সোজা হইয়া বসিল একটু নড়িয়া চড়িয়া।

সুলতা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্তের জন্য একবার কিরীটির মুখের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইল। এবং কিরীটির স্থির নিষ্কম্প দুই চক্ষুর শান্ত দৃষ্টির সহিত বারেকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সুলতা মুখখানি অবনত করিয়া ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

উভয়ের কাহারও মুখেই কোন কথা নাই।

কয়েক মুহূর্ত কক্ষের মধ্যে যেন একটা বিশ্রী স্তব্ধতা থম্ থম্ করিতে থাকে।

কিরীটি পুনরায় আড়চোখে সুলতার সর্বাঙ্গে বারেকের জন্য তাহার দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুলতার সমগ্র মুখখানি ব্যাপিয়া দুঃশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বাকী রাতটুকু হইতে এতক্ষণ পর্যন্ত যে সে কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিল সুলতার মুখের দিকে তাকাইয়া তাহা বুঝিতে কিরীটির আদউ কষ্ট হয় না।

'বসুন সুলতা দেবী! ঐ চেয়ারটায় বসুন!' স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কিরীটি সুলতাকে বসিতে বলিল।

সুলতা কিরীটির নির্দেশে সম্মুখের শূন্য চেয়ারটার উপরে উপবিষ্ট হইল।

দুই হাত তাহার চেয়ারের দু'দিককার হাতলের উপরে রক্ষিত। দুই হাতের দশ আঙ্গুলের সাহায্যে সে চেয়ারের হাতল দু'টো চাপিয়া ধরিয়াছে।

কিরীটি আবার নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

এবং পূর্ববৎ নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।

অদূরে টেবিলের 'পরে রক্ষিত টাইম পিস্‌টা কেবল কক্ষের নিঃস্তব্ধতা একঘেয়ে টিক্ টিক্ শব্দ তুলিয়া ভঙ্গ করিয়া চলিতেছে।

উভয় পক্ষ হইতেই একটা সুকঠিন স্তব্ধতা যেন কক্ষের নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে কুৎসিত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত ঘনাইয়া উঠিতেছে।

পরস্পর যেন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছে কে আগে প্রশ্ন করিবে।

কিছুক্ষণ ঐভাবে বসিয়া ধূমপান করিবার পর কিরীটি পুনরায় দগ্ধ চুরোটের অগ্রভাগের ছাইটা সম্মুখের ত্রি'পয়ের উপরে 'রক্ষিত এ্যাসট্রেটার উপরে ঠুকিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, 'সুলতা দেবী কয়েকটা কথা আপনার কাছে আমার জানবার আছে—'

সুললা কিরীটির মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর দিল না কিরীটির কথার—।

'দুর্ভাগ্যবশতঃ গতরাত্রে ঘটনা বিপর্যয়ে ঠিক দুর্ঘটনাটার সময়ই আপনার মিঃ চৌধুরীর শিয়রের সামনে উপস্থিতিটা—' বলিতে বলিতে কথার মধ্যে একটুখানি ইতঃস্তত করিয়াই যেন কিরীটি আবার তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত বক্তব্যের জের টানিয়া বলিতে লাগিল ঃ বুঝতেই পারছেন মিস্ কর পুলিশের কাছে আপনার জবানবন্দীরই সব চাইতে বেশী মূল্য !—

'কিন্তু—' সুলতা কিরীটির দিকে মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতেই কিরীটি মৃদু স্মিতকণ্ঠে কহিল, 'অবশ্য ঠিক দুর্ঘটনাটা যে সময় সংঘটিত হয় আপনি নিদ্রিত ছিলেন কিন্তু তাহ'লেও একমাত্র আপনিই অকুস্থানের সর্বাপেক্ষা সন্নিকটে ছিলেন। এবং একথাও অবশ্য ঠিক যে আপনার এ হত্যার ব্যাপারে সাধারণ লোকচক্ষে কোন প্রকার স্বার্থর ব্যাপারই থাকতে পারে না, তাহলেও এক্ষেত্রে আপনি যে একেবারে খুব সহজেই সমস্ত প্রকার সন্দেহ থেকে রেহাই পাবেন তাও নয়।'

কিরীটি কথায় সুলতার চোখে মুখে যেন একটা আতঙ্কের সুপষ্ট আভাষ জাগিয়া উঠে।

'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন মিঃ রায় ?—'

কিরীটি মৃদু হাসিয়া কহিল, 'আপনি বোধ হয় জানেন না 'সুলতা দেবী অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমরা মূলে ঐ সন্দেহ নিয়েই কাজ শুরু করি, কিন্তু সে কথা যাক। ভয় পাবেন না যেন তাই বলে—সমস্ত কিছুকেই একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে

ক্রমে ক্রমে আমরা নিঃসন্দেহে গিয়ে পৌঁছাই। সন্দেহই আমাদের নিঃসন্দেহের সত্যে পৌঁছে দেয়।—'

কিরীটি কথা বলিতে বলিতে একসময় চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী শুরু করিয়া দেয় এবং পায়চাবী করিতে করিতেই পুনরায় তাহার বক্তব্যের মধ্যে ফিরিয়া যায়ঃ এবারে আমাদের আসল ও কাজের কথায় আসা যাক, যে জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি এ ঘরে। আমি যে প্রশ্নগুলো আপন'কে করবো আশা করি ভেবে চিন্তে তার যথাযথ উত্তর দেবেন।

'বলুন ?—'

'প্রথমতঃ আপনার কি মনে আছে ঠিক ক'টা রাত পর্যন্ত আপনি জেগে ছিলেন ?—'

'বোধহয়ত সোয়া তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে হবে—ঠিক সময়টা মনে নেই !—'

'বেশ ! আপনি আপনার গত রাত্রির জবানবন্দীতে বলেছেন কফি পানের পরই কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি ঘুমিয়ে পড়েন।—'

'হাঁ এমন ঘুম পেয়েছিল যে কিছুতেই জেগে থাকতে পারলাম না তাছাড়া রায়বাহাদুরও ঘুমিয়ে পড়ায়—'

'ডাক্তারের কাছেই শুনেছিলাম ইদানীং ঘুমের ঔষধেই নাকি রায়বাহাদুরের তেমন ভাল ঘুম আসত না এবং সেই কারণেই সমস্ত রাত ধরেই ডাক্তারকে ও আপনাকে বলতে গেলে প্রায় তঠস্থ হ'য়ে থাকতে হতো !'

'হাঁ—' মৃদুকণ্ঠে সুলতা জবাব দিল।

'তা জানা সত্ত্বেও আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন? রায়বাহাদুরের মেজাজটাও ত ইদানীং ভীষণ খিট্‌খিটে হয়ে গিয়েছিল!'

সুলতা চুপ করিয়া আছে। কিরীটির প্রশ্নের কোন জবাব দিতেছে না।

কিরীটি সহসা পুনরায় প্রশ্ন করিল: আপনার সঙ্গে শকুনী-বাবুর কতদিনকার আলাপ মিস্ কর?

সুলতা মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'বছর দুই হবে!—'

'এখানে আপনি কতদিন আছেন মানে এই জায়গায়?—'

'আমার জন্ম এখানে আমি এইখানেই মানুষ। বাবা এখান-কার একটা কলিয়ারীর এ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজার ছিলেন।—'

'শকুনীবাবুর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কি করে হলো?—'

'রায়বাহাদুরের কলিয়ারীর হাসপাতালে কলকাতা হ'তে নার্সিং শিখে এসে প্রথম যখন বছর দুই আগে এসে চাকরী নিই সেই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু মিঃ ঘোষের বন্ধু ছিলেন, ওর যাতায়াত ছিল—এবং সেই সময়েই আমাদের পরস্পরের আলাপ পরিচয় হয়!—'

'রায়বাহাদুরের এখানে আপনাকে appoint করবার ব্যাপারে মিঃ ঘোষের কোন হাত ছিল কি?—'

কিরীটির প্রশ্নটা এত পরিষ্কার যে প্রথমটায় সুলতা কিছুই জবাব দিতে পারে না। নিঃশব্দে বসিয়া কেবল নিজের পরিধেয়

সাড়ীর আঁচলের পাড়টা টানিয়া টানিয়া সোজা করিতে থাকে। কিরীটিও সুলতাকে দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন না করিয়া তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে উহার প্রতি তাকাইয়া থাকে কয়েক মুহূর্ত।

কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই নিঃস্তব্ধতার মধ্যেই কাটিয়া যায়।

ধীরে ধীরে একসময় সুলতা কর মুখ তুলিয়া বারেকের জন্য কিরীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং শান্ত ধীর কণ্ঠে কহিল, 'না! আমার এখানে কাজে নিয়োগ সম্পর্কে মিঃ ঘোষের কোন তদারকের প্রয়োজন হয়নি কারণ আমি রায়বাহাদুরের হাস-পাতালেই চাকরী করছিলাম। এবং হাসপাতালের ডাক্তারবাবুই নার্সের প্রয়োজন হওয়ায় আমার কথা ডাঃ সান্নিয়ালকে বলতে এখানে আমার চাকরী হয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে হাস-পাতালের ডাক্তারবাবুই আমার এখানে চাকরী করে দেন।'

কিরীটি আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।

'আচ্ছা এমনওত হ'তে পারে মিঃ ঘোষই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে বলে এখানে আপনার নিয়োগ যাতে হয় সে বিষয়ে সাহায্য করেছেন ?—'

কিরীটির প্রশ্নে সুলতা কর মুহূর্তের জন্য চোখ তুলিয়া কিরীটির মুখের প্রতি তাকাইল তারপর শান্ত ধীর কণ্ঠে কহিল, 'না! সে রকম কোন কিছু হ'য়ে থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।—'

মুহূর্তের জন্যই কিরীটির চোখের তারা দু'টি চক্ চক্ করিয়া

উঠিল। যে উদ্দেশ্যে সে একই প্রশ্ন বারংবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সুলতাকে করিতেছিল তাহা যে কতটা সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতেই তার কিছুটা আনন্দ হইল। অতঃপর কিরীটি তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে অগ্রসর হইল।

'মিস কর এবারে আপনাকে আমি আবার গত রাত্রি সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি যথাযথ উত্তর পাবো!—'

'বলুন!—' শান্ত স্বর সুলতার।

'গতরাত্রের জবানবন্দীতে এবং আজও এই কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন কফি পানের পরই আপনার দু'চোখের পাতায় অসহ্য ঘুম নেমে আসে—আপনি কোন মতেই আর ঘুমকে রোধ করতে পারেন না। আপনি ঘুমাতে বাধ্য হন!—'

কিরীটির প্রশ্নে কিছুক্ষণের জন্য সুলতা ওর মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দেই অতিবাহিত হইল।

সুলতাকে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কিরীটি আবার কহিল, 'আপনি বোধহয়ত জানেন না গত রাত্রে আপনাদের প্রত্যেকের জবানবন্দীই পুলিশের থানায় recorded হয়ে গিয়েছে। এবং বর্তমানের এই রায়বাহাদুরের হত্যা মামলায় আপনাদের আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের দেয় জবানবন্দীই প্রত্যেকের সপক্ষে বা বিপক্ষে evidence হিসাবেই আদালতে গ্রহণ করা হবে।' একটু থামিয়া কিরীটি আবার তাহার অর্দ্ধ

সমাপ্ত বক্তব্যের জের টানিয়া বলিতে শুরু করে: এবং এও হয়ত বুঝতে পারছেন ঘটনাচক্রে একমাত্র আপনিই সশরীরে অকুস্থানের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিলেন হত্যার ঠিক সময়টিতে।

'কিন্তু। আমি। আমিত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!—' যথা-সাধ্য নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইলেও সুলতার কণ্ঠস্বরে যে উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল তাহা কিরীটির শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়াইতে পারে না।

'হাঁ। হয়ত ঘুমিয়ে ছিলেন কিন্তু সেটাওত আদালতের বিচারের সময় বিবেচনা সাপেক্ষ!—'

সুলতা ইহার পর আর নিজের মনের উদ্বেগকে সংযত রাখিতে পারিল না। স্পষ্ট ব্যাকুল কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল: কি আপনি বলতে চাইছেন মিঃ রায়? আপনি কি বিশ্বাস করেন না সত্যি সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

'আমার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কি এমন এসে যায় বলুন মিস্ কর? আমিত আর কিছু আদালতের নিয়োজিত প্রতিভূত ইন এবং স্বয়ং বিচারকও নই। আপনাদের মতই একজন সাধারণ তৃতীয় ব্যক্তি যে হত্যার সময় এই বাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম।—'

'কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করুন মিঃ রায় আমি ঘুমিয়েই পড়ে-ছিলাম নচেৎ আপনি কি ভাবেন আমার জেগে থাকা সত্বেও আমি আমার চোখের উপর একজনকে হত্যা কার্যে বাধা দেবো, না! কারো পক্ষেই কি সেটা সম্ভব?—'

'কারো পক্ষে সম্ভব কি না সেটা এক্ষেত্রে নিষ্প্রোয়জনীয়। তবে আপনি যে আপনার duty ঠিক ভাবে পালন করেন নি একথাটা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।—'

'আমি আমার duty অবহেলা করেছি?—'

'করেননি! নিশ্চয়ই করেছেন সুলতা দেবী! রাত্রে একজন মুমূর্ষু রোগীর সেবা ও দেখাশুনা করবার জন্যইত টাকা দিয়ে আপনাকে নিয়োজিত করা হয়েছিল এখানে। আপনি জেগে থেকে রোগীর ভাল মন্দ দেখা শোনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে অবিলম্বে ডাক্তারকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনবেন এই ত' ছিল আপনার duty! সেদিক থেকে আপনি কি কর্তব্যে অবহেলা করেন নি? বলুন! জবাব দিন আমার প্রশ্নের!—'

শেষের দিকে কিরীটির কণ্ঠস্বরটা যেন কতকটা কঠোর বলিয়াই মনে হয়।

সুলতা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে! কোন জবাবই দিতে পারেনা কিরীটির অতর্কিত প্রশ্নের।

'আপনি বলেছেন আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কফি পানের পরই; ধরে নেওয়া গেল না হয় কথাটা আপনার সত্যি। এর পরই আদালতে আপনার প্রশ্ন উঠ্‌বে নিশ্চয়ই সেই কফির মধ্যে কোন ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল—'

'ঘুমের ঔষধ!—'

'হাঁ। নচেৎ কি কফি পান করে কেউ অমন গভীর ভাবে

ঘুমিয়ে পড়তে পারে ?—বরং উল্টোটাই স্বাভাবিক। কফিতে ঘুম তাড়ায়।'

সুলতা কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিরীটি আবার বলিল: তাই যদি হয় তাহ'লে কে আপনাকে কফির সঙ্গে ঘুমের ঔষধ দিল? এই প্রশ্নটাই আসবে এবং তারও আগে প্রশ্ন আমার কে আপনাকে কফি পাঠিয়ে দিয়েছিল!

'কেন কফি ত ডাক্তার সানিয়্যালই দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে যেমন ইতিপূর্বেও প্রতি রাত্রে ঐ সময় এককাপ করে কফি তিনি আমাকে দিয়ে যেতেন।—'

সুলতার জবাবে কিরীটি যেন চম্‌কাইয়া উঠে কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইল না।

কিরীটি কেবল প্রশ্ন করিল, 'প্রতি রাত্রেই ডাঃ সানিয়্যাল ঐ সময় আপনাকে এক কাপ করে কফি পাঠিয়ে দিতেন নাকি ?—'

'হাঁ! রাত্রে ঐ সময় তিনি প্রত্যহই কফি পান করতেন এবং জেগে থাকবার সুবিধা হবে বলে আমাকে তিনিই একদিন suggest করেন ঐ সময় এক কাপ কফি পান করলে আমার জেগে থাকতে কষ্ট হবে না কারণ ঐ সময়টায় প্রতিরাত্রেই প্রায় আমার একটা ঘুমের ঝোক আসত।—'

'আপনি সে কথা ডাক্তার সানিয়্যালকে বলেছিলেন বুঝি ?—'

'হাঁ কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম।—'

'এ বাড়ীতে আপনি ত' অনেকদিন ধরে রায়বাহাদুরের রোগ

শয্যায় duty দিচ্ছেন। কতদিন ধরে রাত্রে ঐ সময় আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে কফি খেয়েছেন ?—'

'তা প্রায় দিন দশেক হবে। দিন দশেক হলো রাত্রে তিনি আমাকে কফি তৈয়ারী হলে এক কাপ করে আমার জন্য কফি দিয়ে যেতেন !—'

'সাধারণত কি তিনিই কি অর্থাৎ ডাঃ সানিয়্যালই কি আপনাকে কফি এনে দিতেন ঐ সময় রাত্রে !—'

'হাঁ ডাক্তার সানিয়্যালই দিয়ে যেতেন !—'

'ডাঃ সানিয়্যালই দিয়ে যেতেন ?—' আবার প্রশ্ন করিল কিরীটি।

'হাঁ !— '

'কিন্তু গত রাত্রে কে আপনাকে কফি দিয়ে গিয়েছিল ?—'

'কেন ডাঃ সানিয়্যালই ত !—'

সুলতার জবাবে মুহূর্তের জন্য কিরীটি যেন বিস্ময়ে বোবা বনিয়া যায় কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শান্ত ধীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল : না ডাঃ সানিয়্যাল কাল রাত্রেত আপনাকে কফি দিতে আসেন নি মিস্ কর ?

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল।

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায়। আমি তখন জেগে একটা বই পড়ছিলাম স্পষ্ট আমি দেখেছি ডাঃ সানিয়্যালই কাল রাত্রেও আমাকে এসে কফি দিয়ে গেলেন।—'

'না দেন নি! কারণ সে সময় তার ঘরেই তিনি উপস্থিত ছিলেন!—'

'না তা হ'তে পারে না!—'

'হওয়াহওয়ির কথা এ নয় মিস কর কারণ it is a fact! আমি নিজে ও ডাঃ সেন ঐ সময় ডাক্তারের ঘরে বসে সকলে মিলে তারই হাতের তৈরী কফি পান করেছি। তিনিত আর magicয়ের দ্বারা নিজেকে অদৃশ্য করে কিংবা আমাদের hypnotise করে আমাদের চোখের সামনেই সে ঘর হ'তে বের হ'যে এসে আপনাকে কফি পরিবেশন করে যেতে পারেন না।—'

সুলতারও বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠেই সে বলিয়া ওঠেঃ কিন্তু আমি বলছি সত্যিই তিনি গত রাত্রে কফি দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে বিশ্বাস করুন মিঃ রায়।

'আপনার দেখবার ভুল সুলতা দেবী!—'

'দেখবার ভুল?—'

'হাঁ! বা আপনি আদউ ভাল করে দেখেননি চেয়ে কে গত রাত্রে আপনাকে কফি দিয়ে গেল।—'

'তবে—' একটা ভয়ার্ত শঙ্কিত দৃষ্টি সুলতার দুই চক্ষুর তারায় ফুটিয়া উঠিল।

'আর যেই গতরাত্রে আপনাকে কফি দিয়ে যাক তিনি ডাক্তার সানিয়্যাল নন। Some one else! কিন্তু কে সে সেই হচ্ছে প্রশ্ন!—' শেষের কথাটা কিরীটি যেন আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করিল।

'আপনার কথা যে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ রায় ?—'

'বললামত একটু আগে আপনাকে এ বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় নিষ্ঠুর সত্য !— আচ্ছা এবারে আপনি বাড়ী যেতে পারেন মিস্ কর ।—'

'বাড়ী যাবো ?—'

'হাঁ ! প্রয়োজন হলে আমরাই দেখা করবো । কেবল এই জায়গা ছেড়ে পুলিশের বিনানুমতিতে কোথায়ও আপাততঃ যাবেন না !'

সুলতা নিঃশব্দে শ্লথ গতিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল ।

ধীরে ধীরে সুলতা করের পায়ের শব্দটা বারান্দায় মিলাইয়াও গেল ।

কথা বলিতে বলিতে সুলতার সঙ্গে কখন একসময় হাতের সিগারটা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে কিরীটির খেয়ালও হয় নাই । আবার নির্বাপিত সিগারটার অগ্নিসংযোগ করিয়া হাতের দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নির্বাপিত করিয়া ঘরের কোনে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ।

নেহাৎ একটা অনুমানের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়াই কিরীটি সুলতাকে প্রশ্ন শুরু করিয়াছিল এবং অকস্মাৎই তাহার হাতের মধ্যে একটি মূল্যবান সূত্র (clue) আসিয়া গিয়াছে ।

গত দশ দিম ধরিয়া ডাঃ সানিয়্যালের পরামর্শ ও উপদেশ

মতই সুলতা রাত্রে নিদ্রাকে এড়াইবার জন্য কফি পান করিতে-ছিল এবং হত্যাকারী সেই সুযোগটি চমৎকার কৌশলের সহিতই কাজে লাগাইয়াছে। অপূর্ব চাতুর্যের সহিতই সে নির্দিষ্ট একটি সময়ের পরিপূর্ণ ভাবেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ভাবিতেও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয় কি অসাধারণ দুঃসাহস ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় সে দিয়াছে এক্ষেত্রে।

জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞানে কাহাকেও যে এই ভাবে চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এত বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে ইতি পূর্বে কিরীটি বড় একটা দেখে নাই।

কিন্তু সুলতা কর!

সত্যিই কি সুলতা কর গত রাত্রের কফি পরিবেশনকারীকে চিনিতে পারে নাই।

মনে মনে কল্পনাতেই কিরীটি গত রাত্রের ব্যাপারটা আর একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল: রায়বাহাদুর ঘরের যে অংশে রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন সেখানে নীল বাতিটা ডোমে ঢাকা থাকার দরুণ স্থানটি তেমনি সুস্পষ্ট ভাবে আলোকিত ছিল না। ঘরের অন্য অংশ হইতে সেই স্থানটির একটা ভারী কালো পর্দা টাঙ্গাইয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এবং যে সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ঘরের মধ্যে অসুস্থ ঔষধের প্রভাবে নিদ্রিত শয্যাপরে রায়বাহাদুর ও নার্স সুলতা কর ব্যতীত আর কোন তৃতীয় প্রাণীই ছিল না। রাত্রি সাড়ে তিনটা হইতে চারটা বাজিবার মধ্যে যে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় ঐ সময়ের মধ্যেই

সুলতা করকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ঘুমের কোন তীব্র ঔষধ মিশ্রিত কফি পান করান হইয়াছিল। এবং সুলতার কফি পানের পর নিদ্রাভিভূত হইতে অন্তঃত মিনিট ১০।১২ ত লাগিয়াছেই। তাহা হইলে বাকী থাকে কেবল মিনিট পনের সময়। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। মাত্র পনের মিনিট সময়। তাহা হইলে এখন সর্বপ্রথম খোঁজ লইয়া দেখিতে হইবে ঐ পনের মিনিট সময়ে রাত্রি পৌণে চারিটা হইতে রাত্রি চারিটা পর্যন্ত এই বাটীর সকলে কে কোথায় কোন অবস্থায় ছিল। ঐ পনের মিনিট সময়ের প্রত্যেকের (movements) গতিবিধি চেক্ করা একান্ত প্রয়োজন। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যেকার প্রত্যেকের গতিবিধি বা অবস্থানই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সূত্র।

কিরীটি পকেট হইতে তাহার নোটবুকটা বাহির করিল এবং কয়েকটা কথা এক দুই তিন ক্রমিক নম্বর দিয়া পর পর লিখিতে লাগিল!

১। রায়বাহাদুর যে গত রাত্রে ঠিক চারিটার সময় নিহত হইবেন তাহা তিনি জানিতেন। টিকা: তাহার এরূপ বদ্ধমূল ধারণা হইবার সত্যি কোন কারণ ছিল কি? না ডাক্তার বলিতেছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একটা hallucination—তাহাই। এবং তাহা যদি হয়ও তাহা হইলেও এরূপ বদ্ধমূল ধারণা হইবার তাঁহার কারণ কি?

২। ধারণা হউক আর যাহাই হউক রাত্রি পৌণে চারিটা হইতে চারিটার মধ্যেই তিনি নিহত হইয়াছেন।

৩। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যে বাড়ীর প্রত্যেকেই কে কোথায় ছিল এবং কে কি অবস্থায় ছিল। টিকা : প্রত্যেকের জবানবন্দী কি বিশ্বাস যোগ্য? গান্ধারী দেবীর জবানবন্দীর মধ্যে প্রায় সবটাই মিথ্যা। তিনি জাগিয়াই ছিলেন। কিন্তু কেন জাগিয়া ছিলেন। জাগিয়া থাকিবার কি কাবণ ছিল?

৪। ঐ সময় গান্ধারী দেবীর শয়ণ ঘরের পাশের ঘরে রুচিরা কি করিতেছিল? টিকা : যতদূর মনে হইতেছে ঐ সময় কেহ না কেহ তাহার ঘরে আসিয়াছিল? কে আসিয়া ছিল? সমীর বাবু কি?

৫। রুচিরা ও সমীর বাবুর মধ্যে সত্যিকারের কোন ভালবাসা ও understanding আছে কি? টিকা : সম্ভবত পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসে না। গান্ধারী দেবীর কথাবার্তা হইতে সেটা কিছুটা প্রমাণিত হইয়াছে। আরো বিষদ আলোচনার প্রয়োজন।

৬। ঐ পনের মিনিট সময়ের মধ্যে কে স্থলতা করকে কফি দিয়া আসিয়াছিল। টিকা : বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং প্রধান সূত্র।

৭। হত্যার ব্যাপারে এ বাড়ীর কাহার কাহার interest থাকা সম্ভব? টিকা : বলিতে গেলে রায়বাহাদুরের আত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেরই। কিন্তু কাহার interest সর্বাপেক্ষা বেশী?

৮। রায়বাহাদুরের সত্যি কোন উইল আছে কি? টিকা : থাকাটাই সম্ভব। তবে হয়ত এখন আর পাওয়া যাইবে না খুঁজিয়া।

৯। শকুনী ঘোষের ঘরের মধ্যে প্রাপ্ত কাপড়ের মধ্যে রক্তের দাগ ছিল। রক্ত কোথা হইতে আসিল তাহার সেই পরিত্যক্ত পরিধেয় বস্ত্রে এবং সেই বস্ত্র সিক্তই বা ছিল কেন ?

১০। গান্ধারী দেবী শকুনীর নিকট কাহাকে এই হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করেন বলিতে আসিয়াছিলেন এবং ঘরের মধ্যে সহসা তাহাকে আবিষ্কার করিয়া ব্যাপারটা চাপিয়া গেলেন ? টিকা : বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে সর্বাগ্রে এই দশটি পয়েন্টের মিমাংসার একটা আশু প্রয়োজন।

ঐ পয়েন্টগুলোর একটা সুমিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রায়-বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারটা একটা রহস্যের অন্ধকারে অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে।

কিরীটি চিন্তা করিতে লাগিল এখন কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

বাহিরে আবার জুতার শব্দ পাওয়া গেল।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশ্বাসন চৌধুরী কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

এক রাত্রের শেষের দিকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই যেন ভদ্রলোকের মনের মধ্যে একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। চোখে মুখে একটা সুস্পষ্ট ক্লান্তির আভাষ।

'আসুন মিঃ চৌধুরী ?—' কিরীটি আহ্বান জানাইল : বসুন।

নির্দিষ্ট চেয়ারটার উপর বসিতে বসিতেই ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে দুঃশাসন চৌধুরী কহিলেন, 'ব্যাপারটা কি হলো বলুনত মিঃ রায়? শেষ পর্যন্ত দাদার অনুমানই সত্য হলো। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায় I never expected this!'

'আপনি এসেছেন মিঃ চৌধুরী ভালই হলো। পুলিশে সমস্ত ব্যাপারটা হাতে পুরোপুরি নেওয়ার আগে আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই!—'

'বলুন। I am really puzzled!—'

'পাজলড্ শুধু আপনিই নন দুঃশাসন বাবু। প্রত্যেকেই হয়েছেন।—

'আপনার এ ব্যাপারে ঠিক কি ধারণা বলুনত মিঃ রায়?—'

'সে কথা বলবার পূর্বে একবার আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি আলোচনা করে নিতে চাই! দালাল সাহেব বিকালেই আসবেন বলে গেছেন। তার আসবার আগেই এ ব্যাপারটা আমি শেষ করে নিতে চাই!—'

'বলুন আমাকে কি করতে হবে?—'

'প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো—আপনাকে দিয়েই শুরু করি তাহলে?'

'বেশ!—'

'মিনিট পনের বাদ এই ঘরে এলে আমি সুখী হবো।—

'বেশ। তাই হবে।—'

ডাঃ স্যানিয়ালের ঘরে বসিয়াই কিরীটি অপেক্ষা করিতেছিল এবং ঠিক মিনিট পনের বাদেই দুঃশ্বাসন চৌধুরী সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দুঃশ্বাসন চৌধুরীর জবানবন্দী।

কিরীটি প্রশ্ন করিতেছিল এবং দুঃশ্বাসন চৌধুরী জবাব দিতেছিলেন।

'সর্বপ্রথম একটা কথা আপনার সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন মিঃ চৌধুরী।—'

'বলুন ?—'

'আপনি গতকাল রাত্রে বলেছেন মৌচীতে আপনার মাইকার ব্যবসা ছিল এবং আপনি সে ব্যবসা আপনার দাদা রায়বাহাদুরের ইচ্ছামতই তুলে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন গত কয়েক মাস হলো। তাইত ?—'

'হাঁ !—'

'সেখানে আপনার ব্যবসা কেমন চলছিল ?—'

'ভালই !—'

'কিছু মনে করবেন না এখানে যখন ব্যবসা তুলে দিয়ে চলে আসেন তখন হাতে আপনার liquid cash কত ছিল ?—'

'প্রশ্নটা দাদার হত্যার ব্যাপারে একান্তই অবান্তর নয়কি

মিঃ রায় ?—' দুঃশাসনের কণ্ঠস্বরটা যেন একটু উগ্র বলিয়াই মনে হইল যেন।

'অবান্তর হলে অবশ্যই এ প্রশ্নটা আপনাকে আমি করতাম না মিঃ চৌধুরী!—'

'যদি জবাব না দিই ?—'

'অবশ্য জবাব দেওয়া না দেওয়াটা আপনার একান্ত ইচ্ছাধীন তবে আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলে কিছুটা সন্দেহের হাত থেকে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন।—'

'সন্দেহ ?—'

'হাঁ! এটা নিশ্চই বলাই বাহুল্য যে রায়বাহাদুরের হত্যা-কাণ্ডটা সম্পূর্ণ অর্থ ঘটিত। অর্থ ই অনর্থ ঘটিয়েছে।—'

'আপনি তাহলে বলতে চান সম্পত্তির লোভেই দাদাকে হত্যা করা হয়েছে ?—'

'নিশ্চয়ই!—' অত্যন্ত কঠোর শোনাইল কিরীটির কণ্ঠস্বরটা।

'আমাকেও তাহলে আপনি ঐদিক দিয়েই সন্দেহ করছেন ?—'

'শুধু আপনাকেই নয় মিঃ চৌধুরী। এবং আমার কথা ছেড়েই দিন। এটা অন্তত মনে রাখবেন এ বাড়ীর প্রত্যেকেই এখানে গত রাত্রে যারা উপস্থিত ছিলেন বিশেষ করে নিহত রায়বাহাদুরের আপনারা আত্মীয়-স্বজনের দল সে সন্দেহের দিক থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না পুলিশের বিচারে বা বিশ্লেষনে!—'

'বলছেন কি! তাহলে আপনার কি ধারণা আমরাই তার দাদার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ না কেউ দাদাকে হত্যা করেছি অর্থের লোভে?—'

'দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় ভাষণ আমাকে করতে হচ্ছে মিঃ চৌধুরী, আপনার অনুমানই সত্য!—'

মুহূর্তকাল দুঃশাসন চৌধুরী চুপ করিয়া যেন কতকটা হতভম্বের মতই বসিয়া রহিলেন। তাহার বাকশক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। কিরীটিও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

হঠাৎ আবার দুঃশাসন চৌধুরীই প্রশ্ন করিলেন, 'কাকে আপনারা আমাদের মধ্যে তাহলে দাদার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন?—'

'তার আগে আমি জিজ্ঞাসা করি এব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?—'

কিরীটির প্রশ্নটা যেন অতর্কিতে দুঃশাসন চৌধুরীকে একটা নাড়া দিল। কতকটা হতচকিত ও বিহ্বল কণ্ঠেই দুঃশাসন চৌধুরী জবাব দিলেন, 'আমি!—'

'হাঁ। আপনার কি কারও উপর সন্দেহ হয়?-

'না!—' একটু ইতঃস্তত করিয়াই জবাবটা দিলেন দুঃশাসন

'আচ্ছা আপনার দাদার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়?—'

'বলতে পারি না!—'

'ইদানিং কিছুকালের মধ্যে বা পূর্বে আপনার দ'দার সঙ্গে এবাড়ীর কারো কোন মনো-মালিন্যের কোন কারন ঘটে ছিল বা ছিল ?—'

'এক মধ্যে মধ্যে শকুনীর সঙ্গে দাদার খিটিমিটি হতো। তাছাড়া আর কারো সঙ্গে কিছু শুনিনি। তবে ইদানিং দাদাত সকলের প্রতিই বীতরাগ হয়ে উঠেছিলেন।—'

'শকুনীবাবুর সঙ্গে খিটিমিটি হবার কারন কি? জানেন কিছু ?—'

'বলবেন না ওটার কথা। একটা হতঃছাড়া scoundrel। ঐ যে বাড়ীতে দাদার রোগশয্যার পাশে নার্সটি দেখছেন—ঐ মেয়েটাকে শকুনী বিবাহ করতে চায়। এক পয়সার মুরোদ নেই মামাদের ঘাড়ে বসে খাবে তার উপরে আবার বিয়ের সখ !—'

'কেন শকুনীবাবু কি কিছু করেন না ?—'

'আড্ডা দেওয়া ছাড়া কিছু করে বলেত জানি না। যেমন হয়েছেন আমাদের কাকা সাহেবটি তেমনি ঐ হতছাড়া বোম্বেটে শকুনীটা ! একজন বসে বসে বাঈজী আর মদে টাকা উড়াছেন আর একজন ক্লাব থিয়েটার আর আড্ডাবাজী করে টাকা উড়াছেন !—'

'কিন্তু আমি যতদূর রায়বাহাদুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম আপনাদের কাকা অবিনাশবাবুর প্রতি রায়বাহাদুরের কোন বিতৃষ্ণা বা বিরাগ ছিল বলেত মনে হয়নি।—'

'ঐত হয়েছিল মুস্কিল। একটা অসম্ভব faith ছিল কাকার

প্রতি দাদার, বরাবর rather he had support althrough from your Raibahadur !—'

'হুঁ !—' কিরীটি অতঃপর কিছুক্ষণ আত্মচিন্তাতেই বোধহয় বিভোর হইয়া থাকে।

আবার প্রশ্ন শুরু করে কিরীটি।

'আপনি কাল রাত্রি সাড়ে তিনটে থেকে আপনার দাদার হত্যা সংবাদ পেয়ে দাদার ঘরে আসবার আগে পর্যন্ত সময়টা কোথায় ছিলেন ?—'

'আমার শোবার ঘরে বিছানায়।—'

'ঘুমের ঔষধ খেয়েও আপনার ঘুন হয়নি ?—'

'না।—'

'আর একটা কথা আপনি ডাঃ সানিয়্যালের ঘরে কাল রাত্রে যখন ঘুমের ঔষধ চাইতে আসেন, বলেছিলেন গত একমাস ধরে আপনি এবাড়ীতে আসা অবধি আপনি insomniaতে ভুগছেন, আবার দালাল সাহেবের কাছে কিছুক্ষণ পরেই জবানবন্দীতে বললেন মাত্র দশদিন আপনি এখানে এসেছেন কোন কথাটা আপনার সত্য ?—'

'দু'টোই সত্য !—' স্থির কণ্ঠে দুঃশ্বাসন চৌধুরী কহিলেন।

'কি রকম ?—' বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটি চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইল।

'মাস খানেক হলো আমি বর্মা থেকে এখানে এসে পৌঁচেছি এবং এই জায়গায় থাকলেও এবাড়ীতে ঠিক আমি ছিলাম না।

এখান থেকে মাইল পনের দূরে আমাদের একটা কলিয়ারীতে গোলমাল চলছিল, এখানে এসে পৌছাবার পরই সেখানে আমাকে দাদার নির্দেশেই চলে যেতে হয়। এই সবে সেখান থেকে দিন দশেক হলো এই বাড়ীতে ফিরে এসেছি।—'

কিরীটি দুঃশাসন চৌধুরীর জবাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল তারপর আবার চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন শুরু করিল, 'দালাল সাহেবের কাছে জবানবন্দিতে আপনি রুচিরা দেবীর কথায় অস্বীকার জানিয়ে বলেছেন, রুচিরা দেবীকে আপনি রায়বাহাদুরের নিহত হওয়ার সংবাদটা দেননি। অথচ রুচিরা দেবী জোড় দিয়ে বলছেন—'

'সে মিথ্যা কথা বলছে। আমি কেবল বৃহন্নলাকেই সংবাদটা দিয়েছিলাম।—'

'হু! আচ্ছা রায়বাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যে ভৃত্যটিকে আপনি দেখেছিলেন তার নাম কি?'

'প্রসাদ।—'

'কতদিন সে এখানে আছে?—'

'দাদার খাসভৃত্য। শুনেছি বছর পাঁচেক সে এবাড়ীতে কাজ করছে। ইদানিং রোগীর ঘরের যাবতীয় ফুটফরমাসই সে খাটত।—,

'লোকটা বিশ্বাস যোগ্য নিশ্চয়ই?—'

'হাঁ!—'

'আচ্ছা আপনি যদি রুচিরা দেবীকে সংবাদটা না দিয়ে

থাকেন তাকে কে ঐ সংবাদটা দিতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?—'

'বলতে পারি না !—'

'আপনি কি বিবাহ করেছেন ?—'

কিরীটির প্রশ্নটা যেন অত্যন্ত অতর্কিত ভাবেই আসিল। এবং প্রশ্নের জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া একটু যেন ইতঃস্তত করিয়া দুঃশাসন চৌধুরী কহিল, 'না।'

'আর একটি কথা মিঃ চৌধুরী ! রায়বাহাদুরের যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল গত কাল রাত্রি ঠিক চারটার সময়ই তার মৃত্যু হবে বা কেউ তাকে হত্যা করবে এধরণের ধারণা বদ্ধমূল হবার তার কোন কারণ ছিল বলে আপনি জানেন কিছু ?—'

'না সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায় ব্যাপারটাকেত আমি শোনা অবধি হাস্যস্কর বলেই কোন importance দিইনি গোড়াথেকেই।—'

'আচ্ছা আপনি এবারে যেতে পারেন। বৃহন্নলা চৌধুরীকে একটিবার পাঠিয়ে দিন এঘরে।—'

দুঃশাসন চৌধুরী অতঃপর ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।—

বৃহন্নলা চৌধুরী ও কিরীটির মধ্যে কথাবার্তা হইতেছিল।

'গতরাত্রে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ পেয়েই আমি যখন রায়বাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি সেখানে আপনার

কাকা ও আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। হঠাৎ ঘরথেকে চলে গিয়েছিলেন কেন ?—'

'কাকা যখন আমার শোবার ঘরে গিয়ে বাবার নিহত হবার সংবাদটা দেন আমি একেবারে হতভম্ব stunned হয়ে গিয়েছিলাম। কাকার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকি কিন্তু পরে ঐ awful দৃশ্য দেখেই সমস্ত মাথাটা যেন কেমন আমার বোঁ করে ঘুরে উঠলো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না ঘরে। তাড়াতাড়ি আবার ঘরথেকে বের হয়ে যাই তার পর আবার দালাল সাহেব ডেকে পাঠাতে ফিরে আসি।—'

'রাত্রি সাড়ে তিনটা থেকে আপনার কাকা আপনাকে ডাকতে যাওয়া পর্যন্ত আপনি কি করছিলেন ?—'

'গত কালইত আমি বলেছি শরীরটা আমার বিশেষ ভাল না থাকায় সন্ধ্যা থেকেই প্রায় আমি আমার ঘরেই ছিলাম। বিছানাতেই শুয়েছিলাম তবে ঠিক ভাল ভাবে ঘুমাইনি। একটা আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থা।—'

'আপনি কি সত্যিই আপনার বাবার কোন উইল আছে বলে জানেন না ?—'

'যতদূর জানি বাবার কোন উইল নেই। আর থাকলেও আমার সেটা জানা নেই মিঃ রায়।—'

'আপনি বলতে পারেন আপনার কাকা দুঃশ্বাসন চৌধুরীর প্রতি আপনার বাবার ঠিক মনোগত ভাবটা কেমন ছিল ?—'

কিরীটির প্রশ্নে স্পষ্টই বোঝাগেল বৃহন্নলা চৌধুরী যেন

একটু ইতঃস্ততই করিতেছেন। জবাবটা দিতে কেমন যেন একটু সংকোচ, দ্বিধাবোধ করিতেছেন।

'অবশ্য আপনি যতটুকু জানেন ততটুকুই আমি জানতে চাই বৃহন্নলা বাবু!—'

'কাকাত মাত্র মাসখানেক হলো ফিরে এসেছেন—এই সময়ের মধ্যে তেমন বিশেষ কিছু আমার চোখে পড়ছে বলেত কই আমার মনে পরছে না। তবে ইতিমধ্যে কাকা এখানে আসবার পরই একদিন রাত্রে জানি না কি কারণে দু'জনার মধ্যে একটা hot discussion হয়ে ছিল এবং পরদিন সকালেই এখান থেকে মাইল ২০ দূরে একটা কলীয়ারীতে কাকা চলে যান।—'

'Hot discussion য়ের বিষয় বস্তুটা কি ছিল কিছুই জানেন না?—'

'না!—'

'সে ঘরে আর কেউ ছিল?—'

না!—'

'আপনি সে কথা জানলেন কি করে?—'

'কি একটা ষ্টেটের কাজেই ঐ সময় বাবার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। দরজার কাছাকাছি যেতেই শুনলাম কাকা খুব যেন রাগত ভাবেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছেন—'

'শুনতে পেয়েছিলেন তার কোন কথা? বলতে পারেন কিছু?—'

'হাঁ একটা কথা কেবল শুনতে পেয়েছিলাম, কাকা বলছিলেন, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। এভাবে বঞ্চিত করবার তোমার কোন আইনগত অধিকার নেই জানবে। তার পরই কাকা দেখলাম ঘর থেকে বেশ দ্রুত চঞ্চল পদেই যেন বের হ'য়ে গেলেন। বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখি বাবাও যেন বেশ উত্তেজিত, কিন্তু তার সঙ্গে ঐ সম্পর্কে আমার কোন কথাই হয়নি।—'

'হু! আপনার প্রতি আপনার কাকার মনোভাবটাত ভাল বলেই মনে হলো তাই না?—'

'হাঁ! কাকা আমাকে চিরদিনই একটু বেশী স্নেহ করেন। বিদেশ থাকাকালীন একমাত্র আমার কাছেই তিনি যা চিঠি-পত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন!—'

'মৌচীর মাইকার বিজনেস্ তুলে দিয়ে বাঙ্গলা দেশে ফিরে আসবার জন্য আপনার কাকাকে শুনলাম আপনার বাবাই নাকি পিড়া পিড়ী করছিলেন, কথাটা কি সত্যি?—'

'হাঁ! বাবা কাকাকে একমাত্র ভাই বলে চিরদিনই বিশেষ একটু স্নেহ করতেন। কাকার বিদেশ যাওয়াটা শুনেছিলাম বাবার অমতেই হয়েছিল।—'

'বিদেশ যাওয়ার আপনার কাকার কোন কারণ ছিল বলে জানেন?—'

'বিদেশ যাওয়ার আগে কাকা বাবার ব্যবসাতেই কাজ করতেন তারপর সঠিক আমি জানিনা আসল ব্যাপারটা কি;

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই বোধহয় কি একটা গোলমাল হয়। তারপরই কাকা বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে মৌচীতে তার এক বন্ধু মাইকার বিজনেস করছিলেন সেই বিজনেসে গিয়ে যোগ দেন। এবং শুনেছি ব্যবসাতে নাকি তার খুব উন্নতি হয় এবং যথেষ্ট অর্থাগমও হতে থাকে।—'

'একটা কথা আশা করি কিছু মনে করবেন না বৃহন্নলাবাবু, আপনার কাকার বর্তমান আর্থিক অবস্থাটা কেমন বলতে পারেন ?—'

'সঠিক আমি জানিনা তবে নগদ টাকা বেশ কিছু তার হাতে আছে বলেই আমারত ধারণা।—'

'কেন আপনার এ ধারণা বলতে আপনার আপত্তি আছে কি কিছু ?—'

'এখানে এসে অবধিই তিনি আমাকে প্রায়ই বলেছেন কোডার্মাতে আবার তিনি মাইকার বিজনেস বড় করেই শুরু করবেন। ইতিমধ্যে দু'একবার কোডার্মায় গিয়ে ঘুরেও এসেছেন।—'

'আচ্ছা আপনি আপনার পিতার হত্যার ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন কি ?—'

'না !—' ধীর সংযত কণ্ঠে জবাব দিলেন বৃহন্নলা চৌধুরী।

'আপনি এবারে যেতে পারেন মিঃ চৌধুরী। আপনার দাদু অবিনাশ বাবুকে যদি এঘরে একবার দেখা করতে আসতে বলি আসবেন কি ?—'

'যদি মনে কিছু না করেন মিঃ রায় আমার মনে হয় যদি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান তাইলে তাঁর ঘরে গেলেই বোধহয় ভাল হয়, কারণ তাকে ডাকলে যে তিনি আসবেন আমারত মনে হয় না !—'

কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর ঘরে যাওয়াই স্থির করে এবং সোজা তার ঘরের দিকেই যায়।

অবিনাশ চৌধুরীর ঘরের দরজা ভিতর হইতে ভেজানই ছিল। দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত করিল কিরীটি। ভিতর হইতে সুমিষ্ট শান্ত গলায় প্রশ্ন আসিল : কে ?

'আমি কিরীটি !—'

'আসুন—' ভিতর হইতে আহ্বান আসিল।

দরজা ঠেলিয়া কিরীটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন অবিনাশ চৌধুরী। হস্ত দুইটি তাহার পশ্চাতের দিকে নিবদ্ধ। পরিধানে দামী শান্তিপুরী মিহি ধুতি, গিলেকরা কোচাটা মেঝেতে লুটাইতেছে। গায়ে একটা সবুজ বর্ণের কাশ্মিরী শাল।

মেঝেতে পুরু দামী গালিচা বিছান। একপাশে কয়েকটি বাদ্য যন্ত্র পড়িয়া আছে। দেওয়ালের দিকে ঘেষিয়া একটি কাচের আলমারী ভিতরে সুন্দর ভাবে সাজান নানা বই।

অবিনাশ চৌধুরী একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তেমনই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিরীটিও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

'কি চাই?—' সহসা একসময় অবিনাশ চৌধুরী পূর্ববৎ দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রশ্ন করিলেন।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল কাকা সাহেব!—'

'কথা?—'

'হাঁ!—'

আবার কিছুক্ষণ পীড়াদায়ক স্তব্ধতা।

কেবল্ ঘরের দেওয়ালে বসান একটি সুদৃশ্য দামী জার্মান ক্লক সময় সমুদ্রের বুকে একটানা শব্দ জাগাইয়া চলিয়াছে টক্ টক টক টক!...

'কি কথা?—' পুনরায় কিছুক্ষণ বাদে অবিনাশ চৌধুরীই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন।

'আপনি বোধ হয় বুঝতেই পেরেছেন কাকা সাহেব কি সম্পর্কে আমি কথা বলতে চাই?—' কিরীটি বলিল।

'আমিত অন্তর্যামী নই যে আপনার মনের কথা জানতে পারবো। তবে যা জিজ্ঞাসা করতে চান একটু চট্‌পট্‌ সেড়ে নিলে বাধিত হবো।—'

'হাঁ সামান্য কয়েকটা কথাই আমি জিজ্ঞাসা করবো বেশীক্ষণ আপনাকে আমি বিরক্ত করবো না। আমি রায়বাহাদুরের—'

সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন অবিনাশ চৌধুরী এতক্ষণে এবং ক্ষণকাল তীব্র তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন নিঃশব্দে।

'ওঃ আপনি সেই রহস্যভেদী না! দুর্যোধনের অঘটন পটিয়সী অদ্ভুৎ শক্তিধর কিরীটি রায়। দুর্যোধনের হত্যার রহস্য ভেদের জন্য লেগেছেন বুঝি? well! well! yes। I will be rather glad if you—পারবেন ধরতে পারবেন হত্যাকারীকে—পারবেন ধরতে— ?'

কিরীটির ওষ্ঠ প্রান্তে অদ্ভুৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মৃদু হাস্যদীপ্ত কণ্ঠে কহিল, 'চেষ্টা করে দেখি যদি পারি।—'

'পারেন যদি আমি নিজে আপনাকে একটা reward দেবো। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন।—'

'না আপনাকে বেশী বিরক্ত করবো না। দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাবো।—'

'আমিও ভাবছিলাম ব্যাপারটা ঠিক কি হলো! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই এখনো যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। দুর্যোধন সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত নিহত হলো। কিন্তু কেন? কেন—কেন সে এমন brutally নিহত হবে—' শেষের দিককার কথাগুলি কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই উচ্চারণ করিয়া অবিনাশ চৌধুরী ঘরের মধ্যে পরিক্রমণ শুরু করিলেন।

নিঃশব্দে গালিচা বিস্তৃত ঘরের মেঝেতে অবিনাশ চৌধুরী

পরিক্রমণ করিতেছেন। পূর্বের মতই হাতদুটি তাহার পশ্চাতের দিকে নিবদ্ধ।

আত্মগত ভাবেই যেন অবিনাশ চৌধুরী আবার বলিতে লাগিলেন : It's a curse! সুরমার অভিশাপ। একটা দিনের জন্যও মেয়েটাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। একটা দিনের জন্যও শান্তি দেয়নি।

'কার কথা বলছেন কাকা সাহেব ?—' কিরীটি মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

কিরীটির প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন : য়্যাঁ! কি বললেন। না। কারো কথাই নয়! কিন্তু আপনি। আপনি এখানে কি চান ? কি প্রয়োজন আপনার ?—শেষের দিকে অবিনাশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বরও যেন বদলাইয়া গেল। রুক্ষ কর্কশ!

'মহাদেব! মহাদেব ?—' অবিনাশ চৌধুরী চিৎকার করিয়া ডাকিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে দিকের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং বৃদ্ধ গোছের একজন বোধ হয় রাজপূত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল : জি মহারাজ!

'বাঈজী!—' অবিনাশ চৌধুরী কহিলেন।

মহাদেব আবার পূর্বদ্বার পথেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সহসা আবার কিরীটির দিকে তাকাইয়া অবিনাশ কহিলেন রুক্ষ স্বরে : এখনো আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন ?

'আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা ছিল !—'

'কথা ! কি কথা। এখন আমার সময় নেই কোন কথা বলবার !—'

'কিন্তু—'

'আঃ বলছি না সময় নেই।—'

'বেশীক্ষণ আমি সময় নেবো না।—'

'এক মিনিট সময়ও আমার নেই !—

বাঈজী মুন্না কক্ষের মধ্যে আসিয়া এমন সময় প্রবেশ করিল।

অতি সাধারণ একখানি রক্ত লাল চওড়া পাড় বাসন্তী রংয়ের খদ্দরের সাড়ী পরিধানে, অনুরূপ রক্তলাল বর্ণের সাটিনের হাফ হাতা ব্লাউজ গায়ে। বিকীর্ণ কুন্তলা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম ভাবে টানিয়া দিয়াছে সূর্মার টান। সরু সরু চাপার কলির মত অঙ্গুলি গুলি। নখাগ্র হইতে যেন রক্ত চুঁইয়া চুঁইয়া পড়িতেছে।

'আমায় ডাকছিলেন ?—'

'এসো মুন্না ! আজ সকালে তুমি যে ভৈরো রাগটা ধরেছিলে কিছুতেই মনের মধ্যে আর সুরটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সুরটাকে ফিরিয়ে আনতে পারো ?—'

মুন্না বাঈজী নিঃশব্দে আগাইয়া গিয়া মেঝের গালিচার উপর হইতে বীণাটা কোলে টানিয়া লইয়া তারে মৃদু করাঙ্গুলীঘাত করিল।

রিণি ঝিণি শব্দ উঠিল।

এবং সেই সঙ্গে কণ্ঠও বাঈজীর গুণগুণাইয়া উঠিল।

অবিনাশ গালিচার উপরে বসিয়া একটা তাকিয়া কোলের নিকট টানিয়া লইলেন।

—(১২)—

কিরীটি কিন্তু যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিজে অত্যন্ত সঙ্গীত পিপাসু হইলেও বর্ত্তমানে তাহার সমগ্র চিন্তা শক্তিকে মন্থন করিয়া যে চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত রচিতেছিল সংঙ্গীতের সুর তাহার মধ্যে যেন কোন মতেই থিতাইতে পারিতেছিল না। এতটুকু স্পর্শও যেন করিতে পারিতেছিল না।

অবিনাশ চৌধুরীর সহিত কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। কতকগুলি প্রশ্নের জবাব তাহার নিকট হইতে পাইতেই হইবে। কিন্তু অবিনাশ চৌধুরীর ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে সহজে তাহার নিকট হইতে প্রশ্ন করিয়া জবাব মিলিবে না। এঅবস্থায় ঠিক কি উপায়ে অবিনাশ চৌধুরীর নিকট প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া তাহার জবাব পাওয়া যায়। বাঈজী তখনও গুণ গুণ করিয়া গলায় তান তুলি ভৈরো রাগটা আয়ত্বের মধ্যে আনিবার চেস্টা করিতেছে। কিরীটি কতকটা অনোন্যপায় হইয়াই, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিতে

লাগিল। এতক্ষণ সে তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই অবিনাশ চৌধুরীকেই পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা তাহার দৃষ্টিকে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান কতকগুলি ফটো ও চিত্র আকর্ষণ করিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই কিরীটি ফটো ও চিত্রগুলি দেখিতে লাগিল।

চিত্রগুলি সব বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের। নাট্যাচার্য্য গিরীশ ঘোষ, দানী বাবু, অর্ধেন্দু মুস্তফী, শিশির ভাদুরী, কৃষ্ণভাবিনী, তারা সুন্দরী, কুসুম কুমারী, প্রভৃতির। আর সেই সঙ্গে কয়েকটি ফটো বিখ্যাত সব নাটকের কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্রের রূপ সজ্জার। সাজাহানের ঔরংজীব, প্রফুল্লর রমেশ, চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য, প্রতাপাদিত্যর ভবানন্দ ইত্যাদি। এক সময় কিরীটির অভিনয় দেখিবার প্রচণ্ড নেশা ছিল কলেজের ছাত্র জীবনে। এক গিরীশ ঘোষ ও দু'একজন ব্যতীত প্রায় সব নাম করা অভিনেতা অভিনেত্রীরই অভিনয় সে একাধিক বার দেখিয়াছে। এবং সকল বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদেরই সে প্রায় চেনে কিন্তু বিশেষ ঐ বিভিন্ন রূপ সজ্জায় সজ্জিত অভিনেতাটিকে ও কখনো দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না।

একটি ফটোর দিকে কৌতুহল ভরেই আগাইয়া গেল।

ঔরংজীবের রূপ সজ্জার ফটোটি।

মুখটা, বিশেষ করিয়া চোখ দু'টি চেনা চেনা বলিয়া মনে হইতেছে যেন। কে ঐ অভিনেতা। কে ?

সহসা যেন বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়ই মানস পটে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়া গেল।

তবে কি।

ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিরীটি।

এবং ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই অবিনাশ চৌধুরীর কৌতুহলী দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল।

'কি দেখছেন মিঃ রায় ?—'

'আপনারই রূপ সজ্জার ফটো বোধ হয় এগুলো ?—কিরীটি প্রশ্ন করিল।

এতক্ষণ যে মনের উপর কিরীটি এতটুকু আচড়ও কাটিতে পরে নাই এক্ষণে তাহার একটি মাত্র প্রশ্নেই যেন অবিনাশ চৌধুরীর লৌহ কঠিন মৌনতা ও সেই সঙ্গে এখানে কিরীটীর প্রবেশাবধি যে বিরক্তির ভাবটা অবিনাশ চৌধুরীর চোখে মুখে ও কথায় বর্ত্তায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল মূহুর্ত্তে অপসারিত হইয়া গিয়া নির্ম্মল স্নিগ্ধ কৌতুক হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্নিগ্ধ প্রসন্ন কণ্ঠে চৌধুরী বলিলেন, 'হাঁ। এক কালে আমার ঐ থিয়েটার করা একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল।—'

বলিতে বলিতে সহসা উপবিস্ট অবিনাশ গালিচা ছাড়িয়া উঠিয়া কিরীটির একবারে পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন ;

'আপনি কখনো পাবলিক ষ্টেজে অভিনয় করেছেন ?—'

'না সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ঠিক পেশাদারী ভাবে অভিনয় আমার ধাতে ঠিক খাঁপ খেল না মিঃ রায়। ষ্টেজ ও অভিনয়ের ব্যাপারে আমার যেমন আগ্রহ কৌতূহল ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না তেমনি অর্থ ব্যয়ও কম করিনি। শুধু আমাদের দেশই নয় ওদের দেশের অভিনয়, অভিনেতা ও ওখানকার রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করবার জন্য ওদের দেশেও গিয়েছি, এবং জীবনের একসময় অভিনয়কেই জীবনের পেশা বলে গ্রহণ করবো ভেবেছিলাম কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না মিঃ রায়, এদেশের অভিনয় শিল্পর সঙ্গে যে সব পুরুষ ও নারী সংক্লিষ্ট বলতে গেলে তাদের মধ্যে সকলেরই প্রায় অত বড় একটা শিল্পর প্রতি যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থাকা দরকার তার একান্তই অভাব। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়কে ত্যাগ করে আসতে হয়েছিল আমার।—'

'দোষটা হয়ত এক পক্ষেরই নয় কাকা সাহেব ?—' কিরীটি মৃদু হাসিয়া বলিল : জনসাধারণের কাছ থেকেই বা অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কতটুকু সম্মান পেয়ে থাকে আমাদের দেশে ?

'শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হয় অর্জন করতে হয় মিঃ রায় ভিক্ষুকের মত হাত পেতে ত মেলে না !—'

কিরীটি ও অবিনাশ চৌধুরীর কথায় বার্তার আকৃষ্ট হইয়া ইতিমধ্যে একসময় বাঈজী যে গুণগুণ করিয়া কণ্ঠে তান তুলিয়াছিল তাহা অর্দ্ধ পথেই থামাইয়া দিয়া উহাদের আলোচনা

শুনিতেছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে ক্রোড়স্থিত বীণার তারে মৃদু মৃদু অংগুলী সঞ্চালন করিতেছিল।

মধ্যে মধ্যে রিণ ঝিন একটা মিষ্টি তারের আওয়াজ শোনা যাইতেছিল।

অবিনাশ চৌধুরী যেন কিরীটির প্রতি সহসা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। মুন্না বাঈজীর গান শুরুতেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কিরীটি ও অবিনাশ চৌধুরীর আলোচনার মধ্যে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল।

অবিনাশ ও কিরীটি অভিনয় সংক্রান্ত আলাপ আলোচনায় এতটা তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল যে বাঈজী যে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই একসময় ক্রোড়স্থিত বীণাটি গালিচার উপরে নিঃশব্দে নামাইয়া রাখিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কিরীটির সতর্ক দৃষ্টিকে এড়াইতে না পারিলেও অবিনাশ চৌধুরীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নাই।

কিরীটি অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনায় নিবিষ্ট থাকিলেও তাহার মনের সক্রিয় অংশটা কেবল সুযোগের অন্বেষণে ছিল কখন কোন ফাঁকে সে তাহার আসল বক্তব্যের মধ্যে আসিতে পারে।

সুযোগ করিয়া দিলেন অবিনাশ চৌধুরী নিজেই। সহসা তিনিই কিরীটিকে প্রশ্ন করিলেন: আপনার কি যেন প্রয়োজন ছিল আমার কাছে মিঃ রায়?

দুঃস্না! না থাক সে অন্য সময় হবে'খন?—'

'উহুঁ! স্বর্ণলঙ্কাধিপতী রাবণের ক্ষেদক্তি শোনেননি, আজ নয় কাল এই করে করে স্বর্গের সিঁড়ি শেষ পর্যন্ত তার তৈয়ারীই করা হলো না, বলুন। out with it!—'

'বিশেষ তেমন কিছু না। আপনিত জানেন মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়েই রায়বাহাদুর আমাকে এখানে আনিয়েছিলেন এখন যদি তার হত্যাকারীকে—'

কথাটা কিরীটি শেষ না করিয়াই থামিয়া গেল এবং সংকোচের সহিত অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইল। অবিনাশ চৌধুরীও কিছুক্ষণের জন্য যেন গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেবল বোঝা যাইতেছিল তিনি যেন হঠাৎ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রশস্ত উন্নত ললাটে কয়েকটা চিন্তার রেখা জাগিয়া উঠিয়াছে। 'সবই দুর্ভাগ্য কিরীটি বাবু! নচেৎ বয়স হয়েছে আমার যাবার কথাত আমারই। তাও যদি অসুস্থত ছিলই স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো তাহলেও এত বড় দুঃখের কারণ হতো না। এই বিরাট কলিয়ারীর বিজনেস দু'জনে মিলে আমরা গায়ের রক্ত জল করে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম। এই ত' মাত্র বছর দুই হলো কাজ থেকে অবসর নিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। দুর্যোধন যে আমার কতখানি ছিল, ভাইপো হলেও সে আমার বন্ধু বলতে বন্ধু, সুহৃদ, পরমের্শদাতা—সঙ্গী, সাথী একাধারে সেই আমার সব ছিল। দুর্যোধনই ছিল এ [illegible]

মধ্যে মানুষের মত মানুষ। নচেৎ এই চৌধুরী বাড়ীতে আর মানুষ বলতে একটা প্রাণীও আছে নাকি। ওরা একমাত্র ছেলে ঐ বৃহন্নলা ওটাত মেয়ে মানুষেরও অধম! effiminate। মেরুদণ্ডহীন। একমাত্র ঐ ভাই দুঃশ্বাসন ওটার কিছু বুদ্ধি ছিল কিন্তু ওটারও মাথায় পোকা আছে।—'

'পোকা আছে?—' কিরীটি প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাইল অবিনাশ চৌধুরীর মুখের দিকে।

'তা নয়ত কি! নইলে ও হতভাগাটার মধ্যেও পার্টস্ ছিল। এককালে চমৎকার গান বাজনার শখ ছিল। কিন্তু সব গোল্লায় দিয়ে বসে আছে!—'

'কেন এখন আর গান বাজনার শখ নেই বুঝি?—'

'না। এখন কেবল এক নেশা হয়েছে টাকা টাকা আর টাকা। দিবা রাত্র কেবল ফন্দি ফিকির আটছে কিসে টাকা আসবে।—'

'শুনলামত মৌচিতে বিজনেসে বেশ টাকা রোজগার করছিলেন তবে চলে এলেন কেন?—'

'বেশ টাকা রোজগার করছিল না ঘোড়ার ডিম। সেখানকার ব্যবসা নষ্ট করে এখন এখানে বসে সব লণ্ডভণ্ড করবে এই মতলব। মরুক গে! দুর্যোধন গেল। আমিও আর কটা দিনই বা। থাকলে ওর আর বৃহন্নলারই থাকত। বৃহন্নলাটা একটা হস্তীমূর্খ! এখন সুবিধাই হলো দু'দিনেই সব তচনচ্ করে দেবে—'

'কিন্তু গতরাত্রে আপনিত বলছিলেন রায়বাহাদুরের উইল আছে—'

'উইল ! হ্যাঁ উইল একটা আছে আর আমি জানি সে উইলে একটা কপর্দকও কারো নষ্ট করবার ক্ষমতা নেই এমন ভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু সাত সাতটা কলিয়ারীর দেখা শোনা করবে কে ? কাচা পয়সা কলিয়ারীতে। ওরা কাকা ভাইপোইত দেখছে সব। দিনের আলোয় পুকুর চুরী হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে !—'

'উইলটা কি রেজিষ্ট্রী করা আছে ?—'

'তা জানি না ! সংবাদ রাখি না !—'

'আচ্ছা কাকাসাহেব রায়বাহাদুর যে নিহত হবেন গত রাত্রে রাত চারটার সময় এই বদ্ধমূল ধারণাটা তার কেন হয়েছিল বলতে পারেন কিছু ? was there any ground ?—'

কিরীটির প্রশ্নে অবিনাশ চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন কোন জবাবই দিলেন না।

তারপর শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'না ! বলতে পারি না !—'

'আর একটা কথা। গত রাত্রে কে আপনাকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ দেয় ?—'

'প্রসাদইত দেয়—'

'প্রসাদ !—'

'হ্যাঁ !—'

'কাল রাত সাড়ে তিনটে থেকে রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?—'

'রাত তিনটে নাগাদ বাঈজী চলে যায় তারপর পাশের ঘরে আমি শুতে যাই। কিন্তু ঘুম আসছিল না বলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম—'

'প্রসাদ ঠিক কটার সময় আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছিল জানেন ! মনে আছে আপনার ?—'

'রাত তখন প্রায় সাড়ে চারটে হবে বোধ হয় !—'

'তখন কি ঘুমিয়ে ছিলেন ?—'

'ঠিক ঘুম নয় বোধ হয় একটু তন্দ্রা মত এসেছিল এমন সময় প্রসাদ এসে ডাকতেই—'

'ওঘর হ'তে ফিরে এসে আপনি বোধ হয় আর শুতে যাননি ?—'

'না ! মনটা এমন ভাবে অস্থির লাগতে লাগল দুর্যোধন ঐ ভাবে নিহত হ'তে দেখে যে বাধ্য হয়ে মুন্নাকে এঘরে তখুনি আবার ডেকে পাঠালাম। মুন্নাও অবাক হ'য়ে গিয়েছিল ঘণ্টা-খানেক আগে মাত্র তাকে রাত্রির মত বিদায় দিয়েছিলাম।—

'মুন্নাবাঈ কি তখনও জেগেই ছিলেন নাকি ?—'

'হাঁ ও এসে বললে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ও নিজেও বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছিল আমার চাকর গিয়ে ডাকতেই উঠে এসেছিল।—'

হঠাৎ এমন সময় দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া বেলা এগারটার সময় সংকেত জানাইল।

'অনেক বেলা হয়ে গেল আর আপনাকে বিরক্ত করবো না কাকাসাহেব।—'

'দুর্যোধনের মৃত দেহটা কি ওরা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে? —' সহসা কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন অবিনাশ চৌধুরী।

'হাঁ এতক্ষণে বোধ হয় ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে।—'

'সৎকার হবে না?—'

'ময়না তদন্ত হ'য়ে গেলেই আপনারা সৎকারের ব্যবস্থা করতে পারবেন।—'

'তার আয়োজন কিছু ওরা করেছে জানেন?—'

'আমি এখুনি গিয়ে বৃহন্নলা ও দুঃশাসন চৌধুরীর কাছে গিয়ে সংবাদ নিচ্ছি!—'

'দয়া করে ওদের বলে দেবেন আমাকে যেন ওর মধ্যে আর না টানে। আর একটা কথা বলে দেবেন অস্থিটা যেন গঙ্গায় ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।—'

'বলবো!—'

•

অবিনাশ চৌধুরী যেন হঠাৎ আবার কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। নিঃশব্দে কক্ষের মধ্যে আবার পায়চারী করিতে শুরু করিলেন।

কিরীটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য অতঃপর দুয়ারের দিকে পা বাড়াইল।

অবিনাশ চৌধুরী আর কিরীটির দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। কক্ষ মধ্যে যেমন নিঃশব্দে পদচারণা করিতেছিলেন তেমনি করিতে লাগিলেন।

কিরীটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অবিনাশ পায়চারী করিতেছেন আর মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন।

নির্মম নিয়তি! অন্তিম সময়ে
একি মহা বিস্মরণ! গুরুদেব!
গুরুদেব—ক্ষমা করো। ক্ষমা
করো প্রভু। অস্ত্র আবাহন মন্ত্র
দাও প্রভু ফিরাইয়া মোরে।

নিঃশব্দে কক্ষের দ্বারটি খুলিয়া গেল এবং কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন গান্ধারী দেবী।

'কে?—'

'আমি গান্ধারী!—'

'আয় মা! দুর্যোধন—দুর্যোধনকে কি ওরা নিয়ে গেল?—'

'হাঁ! এই আধ ঘণ্টাটাক আগে পুলিশের লোক এসে মৃত দেহ নিয়ে গেল!—'

'অভিশাপ! বুঝলি মা এ সুরমার অভিশাপ ঃ

সতী নারী দেছে অভিশাপ।
তাঁর নিরাশায় কেটে যাবে দিন
সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী—
আমার মনের ব্যথা কেহ বুঝিবেনা,
কণ্টক হইবে শয্যা—

কাঁদতে পারছি না মা। আমি কাঁদতে পারছি না। সুরমাই আমার সমস্ত চোখের জল মুছে নিয়ে গিয়েছে।

একটু থামিয়া অবিনাশ আবার বলিতে লাগিলেন, 'চার বছর আগে এই বাড়ী থেকে যেদিন মা লক্ষ্মীর মৃত দেহটা পালঙ্কের ওপর নিয়ে ওরা বের হয়ে গেল; সেই দিন! সেই দিনই এবাড়ী লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিল। একটা দিনের জন্য মেয়েটাকে শান্তি দেয়নি এরা বাপ বেটায়। টাকা! টাকাই কেবল চিনেছিল। কিন্তু পারলি নিয়ে যেতে সঙ্গে সেই টাকা! একটা পয়সা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলি? এত চিকিৎসা। এত আয়োজন সবই মিথ্যে হয়ে গেলত!—'

আপন মনেই এবং আপন খেয়ালেই অবিনাশ কথাগুলো বলিতে থাকেন। গান্ধারী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাকার কথা-গুলো শুনিতে থাকেন।

মেজাজি ও অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির খুল্লতাতকে গান্ধারী দেবী বেশ ভাল করিয়াই চেনেন। নিজের চলার পথে আজ

পর্যন্ত এতটুকু বাঁধাও অবিনাশ কখনো সহ্য করেন নাই। কাহরো উপদেশ বা পরামর্শকে কোন দিন গ্রহণ করেন নাই। নিজের বিচার বুদ্ধিতে চিরদিন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। তাহার কাকার মধ্যে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে বা কথা বলিলেই মুহূর্তে যে তিনি বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিবেন গান্ধারী দেবী তাহা ভাল করিয়াই জানেন। অপেক্ষা করিতে থাকেন গান্ধারী দেবী।

কিছুক্ষণ অবিনাশ আবার আপন মনেই কক্ষের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন নিঃশব্দে তারপর হঠাৎ একসময় যেন অদূরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান গান্ধারী দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন : গান্ধারী, তুই আবার এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কি চাস?

'একটা কথা বলতে এসেছিলাম কাকু!—'

'কি বলবি বলে ফেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?—'

'বলছিলাম শকুনী পালিয়েছে!—'

'শকুনী পালিয়েছে। সেকি! হঠাৎ সে হতভাগাটা আবার পালাতে গেল কেন? কিন্তু তুই! তুই সে কথা জানলি কি করে?—'

'এই কিছুক্ষণ আগে কৈরালা এসে প্রসাদকে বলেছে কথাটা। প্রসাদ আমাকে বলে গেল। বৃহন্নলার টুসীটার গাড়ীটা নিয়ে সে পালিয়েছে!—'

'ইডিয়ট্! গর্দভ্!—'

'কিন্তু তার না পালান ছাড়া আর উপায়ই বা ছিল কি ?—'

'মাথা মুণ্ডু কি বলছিস তুই !—'

উত্তরে গান্ধারী দেবী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চুপ চাপ দাঁড়াইয়াই থাকেন।

অবিনাশ খিচাইয়া উঠিলেন: জবাব দিচ্ছিস না কেন? হঠাৎ সে গর্দ্ধভটা পালাতেই বা গেল কেন ?—'

'কাল রাত্রে !—' গান্ধারী ইতঃস্তত করিতে থাকেন।

'কি। কাল রাত্রে কি ?—' উত্তেজনাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন অবিনাশ।

'কাল রাত্রে তখন বোধ করি রাত পৌনে চারটা হবে। ওর পাশের ঘরের লগোয়াইত আমার শোবার ঘর, একটা ছপ্ ছপ্ জলে কাপড় কাচার শব্দ শুনে সন্দেহ হওয়ায় আমার ঘরের সংলগ্ন যে পিছনের বারান্দাটা আছে সেই বারান্দা দিয়ে ওর ঘরের বন্ধ জানালার কবাটের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি—'

'কি ! কি দেখেছিস তুই ?—'

'ঘরের কুজোর জলে তাড়াতাড়ি করে শেকো একটা কাপড় ধুচ্ছে। কাপড়টা ধুতে ধুতেই হঠাৎ এক সময় ও কাপড়টা আলোর সামনে তুলে দেখতে লাগল। তখন দেখলাম কাপড়ের সেই অংশে ছোপ ছোপ রক্তের লাল দাগ। আজও সে কাপড়টা ঘরের কোনাতেই পড়ে ছিল। সকালে কিরীটিবাবু ওর সঙ্গে কথা বলে চলে আসবার পর কাপড়টা পরীক্ষা

করে দেখেছি ধুলেও তাতে অস্পষ্ট রক্তের দাগ লেগে রয়েছে এখনও।—'

'রক্ত! কিসের রক্ত!—'

'আমি ভেবেছিলাম প্রথমে ছোড়দাই বোধহয়—'

'গান্ধারী!—' চাপা কণ্ঠে একটা যেন গর্জন করিয়া উঠেন অবিনাশ রোষ কষায়িত লোচনে উহার দিকে তাকাইয়া।

'হাঁ কাকু! আমি ভেবেছিলাম ছোড়দাই হয়ত—তুমিত জাননা দিন কুড়ি পঁচিশ আগে একদিন বেলা তখন দু'টো কি আড়াইটা হবে, দাদা সেই সময়টা দু'চার দিন সুস্থই ছিলেন। নার্স সব সময় বড় একটা সর্বদা কাছে থাকত না। ডাক্তার সানিয়্যালও ঐ দিন দুপুরে ঘণ্টা দু'য়েকের ছুটি নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন, ওদিকটা একরকম খালিই ছিল। দাদা একটু আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে তার ঘরের দিকে যচ্ছিলাম। দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই থম্‌কে দাঁড়ালাম—'

অবিনাশের চক্ষের তারা দু'টো তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় ছুরীর ধারালো ফলার ন্যায় চক্ চক্ করিতে থাকে। সহসা মনে হয় যেন মুখের শিরা উপশিরাগুলি সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে ছোট একটা প্রশ্ন করিলেন অবিনাশ 'কেন?—'

'থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম ছোড়দার গলা শুনে!—'

'ছোড়দা মানে দুঃশাসন?—'

'হাঁ! তাই মনে হয়েছিল—।'

'ঠিক মনে আছে তোর দুঃশাসনের গলাই শুনেছিলি?—'

'হাঁ তেমনি কর্কশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছিল। স্পষ্ট মনে হয়েছিল যেন। সেটা ছোড়দারই গলার স্বর। ছোড়দাই দাদার সঙ্গে কথা বলছিল।—'

'কি কি বলছিল সে?—'উত্তেজনায় অবিনাশের কণ্ঠের স্বর যেন বুজিয়া আসে।

'বলছিল, বিশ্বাস করো তুমি ও চিঠি তোমাকে আমি দিইনি।—দাদা জবাব দিলেন হতভাগা তুই ভাবিস তোর হাতের লেখা আমি চিনি না! কিন্তু I care a little, কিরীটি রায়কে আনাবো। যেই চিঠি লিখে থাকুক সব জাড়ি জুড়ি সে ভেঙ্গে দেবে।—'

'তার পর?—'

'ছোড়দা তার জবাবে বললে, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর আমি বলছি আমি ওর বিন্দু বিসর্গও জানি না। তবে এত তোমাকে বলছি তুমি তোমার উইল যদি না বদলাও তোমার কপালে অপঘাতে মৃত্যু আছে—'

'শয়তান! বলেছিল শয়তানটা ও কথা—'

'হাঁ। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে বোধ হয় সেটা ছোড়দার গলা নয়—'

'তবে।—'

'বোধ হয় শেকোর গলা।—'

'শকুনীর গলা।—'

'হাঁ—আমি আর দাদার সঙ্গে দেখা করতে সাহস পেলাম না। কারণ পর মুহূর্ত্তেই দাদা যেন মনে হলো অত্যন্ত চটে উঠেছেন। তাড়া তাড়ি নিজের ঘরে পালিয়ে এলাম। তারই আধ ঘণ্টাটাক পরে আবার যখন দাদার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি মুখ লাল করে শেকো দাদার ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। এবং আমার পাশ দিয়েই গজর গজর করতে করতে চলে গেল।—'

'হু!—কিরীটিবাবু এসব কথা জানে না?—'

'না। বলিনি! কিন্তু শেকো পালিয়েইত সর্বনাশ করলে। পুলিশের লোকেরা বিশেষ করে মিঃ রায় ওকেই এখন দাদার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করবে হয়ত—'

'ননসেন্স। সন্দেহ করলেই হলো! চুপ চাপ থাক কোন কথা কাউকে বলবি না।—'

সহসা এমন সময় যেন কক্ষের মধ্যে বজ্রপাত হইল।

ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া কিরীটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

'ক্ষমা করবেন কাকা সাহেব। ক্ষমা করবেন গান্ধারী দেবী। গান্ধারী দেবী আপনাকে এঘরে প্রবেশ করতে দেখেই দূর থেকে বাধ্য হয়েই আমাকে inturrupt করতে হলো আপনাদের private talks এর মধ্যে। আমি আপনাকে অনুসরণ না করে পারিনি। দরজায় কান পেতে আপনাদের সব কথাই আমি শুনেছি।

সহসা যেন কিরীটির কথায় বারুদ স্তূপে অগ্নি স্ফুলিংগ পড়িল। চিৎকার করিয়া উঠিলেন কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী, 'বেশ করেছেন শুনেছেন। বেড়িয়ে যান এঘর থেকে এই মুহূর্ত্তে!—'

'বৃথা আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কাকা সাহেব। অবসম্ভাবীকে কেউ রোধ করতে পারে না।—'

গান্ধারী দেবী যেন পাষাণে পরিণত হইয়াছেন। নিশ্চল স্থানুর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন।

কিরীটি বলিতে থাকে, 'যে কাজে আমি হাত দিয়াছি সে কাজ আমি শেষ করে যাবোই। আপনাদের কারো সাধ্য হবে না আমাকে রোধ করবার।—'

'কিরীটি রায়।—'তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে অবিনাশ চৌধুরী যেন একটা চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

'কাকা সাহেব। যাচ্ছি আমি চলে তবে একটা কথা কেবল যাবার আগে বলে যাই—আড়িপেতে লুকিয়ে আপনাদের ঘরোয়া কথা শুনবার মধ্যে আমার দিক থেকে অসৌজন্য হয়ত কিছুটা প্রকাশ পেয়ে থাকবে কিন্তু ন্যায়ত ও ধর্ম্মত যে স্বর্গত আত্মার কাছে আমি সত্যবদ্ধ—দায়ী, সেটুকু না পালন করে এবাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আমার উপায় নেই তাই আশা করি সেইটুকু বিচার করে আমাকে ক্ষমা করবেন।—'

অত্যন্ত ধীর ও শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া অতঃপর কিরীটি সত্যি সত্যিই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং

যাইবার মুখে হাত দিয়া কক্ষের দরজাটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

কক্ষের মধ্যে নিশ্চল পাষানের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন অবিনাশ চৌধুরী ও গান্ধারী দেবী। তুজনেই নির্ব্বাক। কাহারো মুখে কথাটি নাই।

কণ্ঠের সমস্ত ভাষা যেন কোন যাতুমন্ত্রের প্রভাবে একেবারে বোবা হইয়া গিয়াছে।

—(১৩)—

মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য পুলিশের লোকরা আসিয়া ময়নাঘরে লইয়া গিয়াছে সেই সকাল দশটায়। ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পূর্বে সৎকারের কোন ব্যবস্থাই হইতে পারে না। তথাপি আজই হউক বা কালই হউক সৎকারত করিতেই হইবে। তুঃশাসন ও বৃহন্নলা সেক্রেটারী প্রাণতোষ বাবু ও তহশীলদার কুণ্ডলেশ্বর শর্মার সহিত নিচের মহালে বাইরের ঘরে তাহারই ব্যবস্থার জন্য নিম্নস্বরে আলাপ আলোচনা করিতেছেন। মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণত যে গৃহস্থ ঘরে কান্নাকাটি ও শোক প্রকাশ কয়েকটা দিন ধরিয়া চলে অব্যাহত গতিতে তাহার কিছুই যেন নাই এ ক্ষেত্রে।

রায়বাহাদুরের মৃত্যুটা অতর্কিতে আসিলেও সকলেই অল্প বিস্তর যেন দুর্ঘটনাটার জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু নহে হত্যা তাই বোধ হয় সতঃস্ফুর্ত স্বাভাবিক শোকচ্ছাসটা প্রবাহিত স্রোতস্বতীর ন্যায় একটা কঠিন শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সহসা রুদ্ধ গতি হইয়া কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে থামিয়া গিয়াছে। গত রাত্রে ব্যাপারটা জানাজানি হইবার পর হইতে কেহ হয়ত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নাই। কান্নাত দূরের কথা। অথচ স্বাভাবিক ভাবে সকলেরই হয়ত শোক করা কর্তব্য ছিল।

এই বাড়ীর মধ্যে কোথায়ও কোন শোকের চিহ্ন মাত্রও নাই অথচ যেন একটা চাপা গুমোট বেদনার্ত শঙ্কা সমস্ত বাড়ীটার আবহাওয়াকে জুড়িয়া ক্রমশঃই সীসার মত ভারী হইয়া উঠিতেছে।

প্রত্যেকের চক্ষেই একটা ভীত শঙ্কিত দৃষ্টি।

সকলেই যেন কান পাতিয়া আছে একটা কিছু শুনিবার জন্য। অবশ্যম্ভাবী একটি পরিণতির আশঙ্কায় প্রত্যেকেই যেন শঙ্কিত ব্যাকুল হইয়া প্রহর গুণিতেছে।

নিহত হইবার পূর্বে রোগ শয্যায় শুইয়া অসুস্থ রায়বাহাদুর গত কয়েকদিন ধরিয়া বলিতে গেলে দিবা রাত্র যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন জাগ্রত ও নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই সেই দুঃস্বপ্নেরই অশরীরি প্রেতটা যেন এখন এবাড়ীর প্রত্যেকেরই পিছু পিছু আগাইয়া আসিতেছে প্রতি মুহূর্তে।

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন !

মৃত্যু ! ভয়াবহ নিষ্ঠুর মৃত্যু !

শ্রীনিলয়ের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বেলা দুইটা ঘোষণা করিল।

কিরীটি তাহার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ডাঃ সানিয়্যালের সহিত মুখোমুখি বসিয়া কথা বলিতেছিল। একটু আগে সে দালাল সাহেবের প্রেরিত অনুচরের মুখেই সংবাদ পাইয়াছে পলাতক শকুনী ঘোষ শেষ পর্যন্ত পুলিশের চক্ষুকে এড়াইয়া বেশী দূরে পলাইবার পূর্বেই ধৃত অবস্থায় থানায় নীত হইয়াছে।

ধরিয়াছেন অবশ্য দালাল সাহেব নিজেই। কিছুদূরে একটা কলিয়ারীতে জরুরী একটা তদন্তে নিজের গাড়ীতে করিয়া দালাল সাহেব যাইতেছিলেন এমন সময় পথিমধ্যে একেবারে দু'খানা গাড়ী দুই দিক হইতে মুখোমুখি হওয়ায় শকুনী ঘোষের অবস্থাটা সংগীন হইয়া উঠে এবং একপ্রকার বাধ্য হইয়াই দালাল সাহেবের পূর্ব নির্দেশকে অমান্য করিয়া স্থান ত্যাগ করিবার অপরাধে ধৃত হইয়া সরাসরি একেবারে সশস্ত্র প্রহরীর হেপাজাতে হাজতে প্রেরিত হইয়াছে। সংবাদটা অবশ্য একমাত্র কিরীটি ও ডাঃ সানিয়্যাল ব্যতীত এবাড়ীর একটি প্রাণীও জানেনা।

কিছুক্ষণ পূর্বে কিরীটি ও ডাঃ সানিয়্যালের মধ্যে শকুনী ঘোষ সম্পর্কেই কথা হইতেছিল।

'তবে কি শকুনী বাবুই অপরাধী মিঃ রায়?—' প্রশ্ন করিতেছিল ডাঃ সানিয়্যাল।

'মনে মনেও অন্তঃত তিনি কিছুটা অপরাধী বৈকি। নচেৎ ও ভাবে হঠাৎ তিনি পালাবার চেষ্টা করবেন কেন?—' কিরীটি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল।

'আপনার কি সত্যিই মনে হয় মিঃ রায় শকুনী ঘোষই রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছেন কাল রাত্রে?—'

কথাটা বলিয়া ব্যাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইল ডাঃ সানিয়্যাল কিরীটির মুখের প্রতি।

'প্রশ্নটা আপনার বড্ড direct ডাক্তার। এক্ষেত্রে সত্যিকারের সংবাদটা গোপন করে যাওয়াও একটা মস্তবড় অপরাধ। তাছাড়া এমনও ত হতে পারে হাতে নাতে হত্যা না করলেও উনি প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ্য ভাবে হত্যাকারীর সাহায্য করেছেন। বিচারের দৃষ্টিতে ও আইনে murder ও abatment of murder দু'টো chargeই কি এক পর্যায়ে পড়ে না।—'

'তবে কি!—'

'এত তাড়াতাড়ি কিছুই আমি বলতে চাইনা ডাক্তার! তবে শকুনী ঘোষ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে! তাছাড়া এটা হয়ত তার জানা ছিল না বাঘে একবার কামড়ালে আঠারো জায়গায় ঘা হয়। ওবড় মারাত্মক ছোঁয়া! কিন্তু আপনাকেও যে আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাস্য ছিল ডাক্তার!—'

একটু যেন বিস্মিত ভাবেই ডাঃ সানিয়্যাল কিরীটির মুখের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন।

'কি বলুন ত ?—'

'অবশ্য কথাটা সম্পূর্ণই আমার ও আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে কোন তৃতীয় ব্যক্তিই জানতে পারবে না এবং জানবারও হয়ত প্রয়োজন হবে না।—'

'বলুন না কি জানতে চান মিঃ রায় !—'

'কথাটা সুলতা কর সম্পর্কে ?—'

'সুলতা ?—'

মূহূর্তে ডাঃ সালিয়্যালের মুখখানা যেন রক্তিম হইয়া উঠিল। আপনা হইতেই দুই চক্ষুর দৃষ্টি নত হইয়া আসিল।

কিরীটি মনে মনে না হাসিয়া পারে না। এবং কৌতুকের লোভটাও সম্বরণ করিতে পারে না।

স্মিতকণ্ঠে কহিল, 'ডাঃ মনের খোঁজ নিয়ে মন দিয়েছিলেনত ?—'

লজ্জারক্তিম মুখটা তুলিয়া ডাঃ কহিলেন, 'যা। কি যে বলেন মিঃ রায়। Simply I like that girl! বেশ মেয়েটি।'

'নিশ্চয়ই ! কিন্তু একটা খোঁজ নেননি ডাক্তার। মহাভারতের উপাখ্যানের সঙ্গে এখানে সামান্য একটু উল্টো পাল্টা হ'য়ে গিয়েছে মাতুল না হয়ে এখানে হয়েছেন ভাগিনেয়। দুর্যোধন মাতুল,ভাগিনেয়.শকুনী !—'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ডাক্তার কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

'শকুনী—সংবাদটা কিন্তু আপনার রাখা উচিৎ ছিল।—'

'শকুনী ?—'

'আশ্চর্য ! এই সহজ ব্যাপারটা আপনার চোখে পড়েনি ! সুলতা দেবীর প্রতি শকুনীর চাউনীটাইত ইতিপূর্বে আমার কাছে শকুনী—সংবাদটা ব্যক্ত করেছিল ডাক্তার।—'

'কিন্তু সুলতা !—'

'তা অবশ্য আমার চাইতে আপনারই বেশী জানবার কথা। কিন্তু রাত্রে কফি দিতে গিয়ে যে এদিকে আপনি একটা প্রচণ্ড জটিলতার সৃষ্টি করে ফেলেছেন !—'

'জটিলতা !—'

'হাঁ ! প্রতি রাত্রেই তাকে আপনি কফি দিয়ে আসতেন ইদানিং তাইত !—'

ডাক্তার সানিয়্যাল লজ্জায় আবার দৃষ্টি নত করিলেন।

'সুলতা দেবী বলছেন গত রাত্রেও নাকি আপনিই তাকে কফি দিয়ে এসেছেন অথচ তার জানা নেই যে, আমরা আপনার ঘরে ঠিক ঐ লগ্নটিতে উপস্থিত থাকায় লজ্জা এসে আপনাকে আপনার চরণ ধরে বাধা দিয়েছিল—'

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ! আমিত কাল—'

'জানি। আপনি তাকে কফি দেন নি অন্তত গত কাল রাত্রে অথচ মজা কি জানেন আপনি না দিলেও লোকে জেনেছে আপনিই দিয়ে এসেছেন।—'

'সেকি !—'

'হাঁ। একেই বলে চতুরালীর চাতুরী !—'

কিন্তু কিরীটির বক্তব্য শেষ হইল না বাহির হইতে বন্ধ দুয়ারের কবাটের গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

'রুচিরা দেবী! আপনি একটু অনুগ্রহ করে বাইরে যান ডাক্তার। ওর সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে—'

দুয়ারে আবার মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

'আসুন রুচিরা দেবী !—'

রুচিরাই।

রুচিরা কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দে সেই খোলা দ্বার পথে ডাক্তার সানিয়্যাল কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

—(১৪)—

কিরীটি স্নিগ্ধ আহ্বান জানাইল রুচিরাকে : আসুন। বসুন ঐ চেয়ারটায় রুচিরা দেবী।

রুচিরা নিঃশব্দে কিরীটির নির্দিষ্ট চেয়ারটা টানিয়া একেবারে কিরীটির মুখোমুখি উপবেশন করিল।

খোলা জানালা পথে শীতের পড়ন্ত রৌদ্রালোক কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

রুচিরার পরিধানে একটা গেরুয়া রংয়ের মিলের সাড়ী। গায়ে একটা ফিকে আকাশ নীল রংয়ের দামী কাশ্মিরী শাল জড়ান। মাথার তৈলহীন রুক্ষ চুল একটা এলো খোপা করিয়া বাধা কাঁধের একপাশে স্তূপাকার হইয়া আছে যেন।

সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী রুচিরা।

কিরীটি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে রুচিরাকে দেখিতেছিল। গত রাত্রে প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে ১৬।১৭ বৎসরের যুবতী বলিয়া মনে হইয়াছিল সুপষ্ট দিনের আলোয় তাহাকে পুনর্বার ভাল করিয়া দেখিতেই তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। মুখখানি অতীব কমনীয় ও ঢল ঢল হইলেও রুচিরায় বয়স ২৩।২৪য়ের কমত নয়ই। কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হইবার পর কিরীটিই প্রশ্ন করিল সর্বপ্রথমেঃ আপনিত কলকাতায় বেথুনে পড়েন রুচিরা দেবী!

'হাঁ! আমার ফোর্থ ইয়ার চলেছে!—'

'যদি কিছু না মনে করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনার বর্তমান বয়স কত হলো?—'

'বোধহয় চব্বিশ!—' মৃদু অনাসক্ত কণ্ঠে রুচিরা জবাব দিল।

'আপনার পদবী?—'

'মিত্র—'

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা! কিরীটি মনে মনে নিজেকে বোধকরি গুছাইয়া লইতেছিল কি ভাবে তাহার আসল বক্তব্যটা এবারে শুরু করিবে। সুযোগ রুচিরাই করিয়া দিল। সেই

এবারে কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল: আমাকে আপনি ডেকেছিলেন কেন মিঃ রায় ?

'ওঃ হাঁ! বিশেষ তেমন কিছুই নয় রুচিরা দেবী! গত রাত্রের সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই !—'

'কিন্তু যা আমি জানতাম সবইত দালাল সাহেবকে কাল রাত্রেই বলেছি—'

'হাঁ তা অবশ্য বলেছেন। তবে আরো কিছু হয়ত আপনার বক্তব্য থাকতে পারে তাই—'

'আরো আমার বক্তব্য থাকতে পারে ?—' বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল রুচিরা কিরীটির প্রতি।

'দেখুন মিস মিত্র যে প্রশ্নগুলো আপনাকে আমি করবো জানবেন তার জবাবের উপরে আপনার বড় মামা রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারে অনেক খানি মূল্য আছে সূত্র হিসাবে !—'

'আর কি জানতে চান আপনি ?—'

'প্রশ্নগুলো অবশ্য পুনোরুক্তিই বলতে পারেন—তবু শুনুন! গত রাত্রে সাড়ে তিনটে থেকে আপনার মামার হত্যার সংবাদটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন ?—'

'আমি আমার ঘরে জেগেই ছিলাম। একটা উপন্যাস পড়ছিলাম।—' একটু ইতঃস্তত করিয়া কথাটা বলিল রুচিরা।

'হুঁ। কাল তাহলে মিথ্যে কথা বলছিলেন যে আপনি

ঐ সময় ঘুমাছিলেন। যাকগে—কাল রাত্রের মতই এমনি রাত জেগে উপন্যাস পড়াটাই কি আপনার অভ্যাস ?—'

'না। তবে মধ্যে মধ্যে পড়ি !—'

'পাশের ঘরে আপনার মা ঘুমিয়ে ছিলেন ?—'

'হাঁ !—'

কিরীটি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। অতঃপর কহিল 'কেউ আপনার ঘরে ঐ সময় আর ছিল না ?—'

রুচিরা মুহূর্তকাল যেন আবার একটু ইতঃস্তত করিয়া কহিল ঃ না।

জবাবটা মৃদু।

'রুচিরা দেবী সকাল বেলা ৯৷১০-টার সময়ই হবে আপনি যখন আপনার ঘরে ছিলেন না সেই সময় আপনার ঘরের মধ্যে আপনার বিনানুমতিতেই আমার বর্তমান এই রায়বাহাদুরের হত্যার অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমাকে যেতে হয়েছিল !—'

'আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন ?—'

'শুধু আপনার ঘরেই নয় প্রত্যেকেই আপনাদের না জানিয়ে সুযোগ তৈরী করে নিয়ে আপনাদের প্রত্যেকের ঘরেই আমাকে যেতে হয়েছিল ! অবশ্য ক্ষমা চাইছি সেজন্য। প্রত্যেকের ঘরেই আমি কিছু না কিছু সূত্রের সন্ধান পেয়েছি !—'

'আমার ঘরে ?—'

'হাঁ আপনার ঘরেও—' বলিতে বলিতে কিরীটি পকেটের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া কয়েকটি দগ্ধাবশেষ সিগারেটের অংশ

বাহির করিয়া প্রসারিত হাতের পাতার উপর রাখিয়া হাতটা রুচিরা দেবীর চোখের সামনে আগাইয়া ধরিল এবং মৃদু কণ্ঠে কহিল : এই fag ends গুলো আপনার ঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি মিস্ মিত্র। Special Turkish brand cigarett ! নিশ্চয়ই আপনার ধুমপানের অভ্যাস নেই—'

স্তম্ভিত নির্বাক অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রুচিরা কিরীটির প্রসারিত হাতের উপর রক্ষিত সিগারেটের অংশ গুলির দিকে তাকাইয়া রহিল।

সামান্য শব্দও তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় না।

'আরো বলছি শুনুন! খোঁজ নিয়ে জেনেছি গত রাত্রে এবাড়ীতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র সমীর বাবুই এই brandয়ের সিগারেটে অভ্যস্ত এবং একটু বেশী মাত্রাতেই ধুমপান করে থাকেন তিনি।—'

নির্বিকার নির্লিপ্ত অথচ নিষ্করুণ ও কঠোর কিরীটির অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠস্বর।

অব্যর্থ তীক্ষ্ণ শর সে নিক্ষেপ করিয়াছে।

শরাহত পক্ষীণীর দৃষ্টি রুচিরার দুই চক্ষুর তারায় ঘনাইয়া উঠিয়াছে! একটা বোবা যন্ত্রণা যেন তাহার চোখে মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'রুচিরা দেবী!—' আবার কিরীটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল : এবারে বলবেন কি অত রাত্রে মিঃ সমীর বোস কেন আপনার

কক্ষে গিয়েছিলেন ? এবং কখনই বা গিয়েছিলেন আর কতক্ষণই বা ছিলেন ?

তথাপি নির্বাক রুচিরা।

'জবাব দিন রুচিরা দেবী'! রায়বাহাদুরের হত্যার ব্যাপারে একবার যদি আপনি পুলিশের সন্দেহের তালিকার মধ্যে এসে যান আপনারও অবস্থা ঠিক আপনার মাসতুত ভাই শকুনী বাবুর মতই হবে—হাজত—'

একটা অস্ফুট আর্ত শব্দ কেবল রুচিরার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। কিন্তু কোন কথাই সে বলিতে পারিল না।

'মিথ্যে আপনি নিজেকে গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছেন। হত্যার ব্যাপার সন্দেহ এ ঠিক মাকড়সার বিষাক্ত রস-গরল গায়ে লাগলেই ঘা দেখা দেবে! Come! out with it! বলুন—'

'আমি! আমি মামার হত্যার ব্যাপারের কিছুই জানিনা—' অত্যন্ত দ্রুত কথাগুলি বলিয়া রুচিরা যেন হাঁপাইতে লাগিল।

'সে কথাত আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি কাল রাত্রে কখন সমীর বাবু আপনার ঘরে গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণইবা ছিলেন ?—'

'রাত তিনটে বাজবার বোধ হয় কয়েক মিনিট পরেই। বই বন্ধ করে আমি শুতে যাবো ঠিক এমনি সময় তিনি আমার ঘরে এসে ঢোকেন!—'

'হুঁ! তাহ'লে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে বের হ'য়ে সোজা

তিনি আপনার ঘরেই এসে ঢুকেছিলেন ? কতক্ষণ ছিলেন ?—'

'বোধ করি ঘণ্টাখানেক !—'

'ঘণ্টাখানেক। তাহলে রাত তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত আপনারা দু'জনে আপনার ঘরেই ছিলেন।—'

'হাঁ !—'

এবারে কিরীটির দ্বিতীয় শর নিক্ষিপ্ত হইল রুচিরার প্রতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এবারে বলুন রায়বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদটা আপনাদের কে দিয়েছিল ?—

'সেত কালই বলেছি ছোটমামা !—'

'দুঃশাসন বাবু ?—'

'হাঁ !—'

'সমীর বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি ?—'

কিরীটির প্রশ্নে রুচিরা কেমন যেন একটু ইতঃস্তত করিতে থাকে।

'বলুন ?—'

'না মামার পায়ের শব্দ শুনে ঘরে কেউ আসছে টের পেয়ে চট্ করে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন।—'

'হুঁ ! দুঃশাসন বাবু আপনাকে কি বলেছিলেন ?—'

'বলেছিলেন, রুচি সর্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে দাদাকে কে ছোরা দিয়ে হত্যা করেছে !—বলেই তিনি ঘর থেকে চলে যান !...'

'তারপর ?...'

'সংবাদ এত আকস্মিক যে কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।...'

'তারপর?...'

'তারপর মাকে গিয়ে আমি সংবাদ দিই...'

'আপনার মা ঐ সময় জেগে ছিলেন না ঘুমিয়ে ছিলেন?...'

'ঘুমিয়েই ছিলেন বিছানায়!...'

'আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন আপনার মা কি গরম জামা গায়ে দিয়েই রাত্রে বিছানায় ঘুমান?—'

'না। কেন বলুনত!—'

'না তাই বলছিলাম। আপনি হয়ত জানেন না বা লক্ষ্য করবারও সময় পান নি রুচিরা দেবী, গত রাত্রে আপনি যখন আপনার মাকে দুঃসংবাদটা দিতে যান তিনি তখন জেগেই ছিলেন। অর্থাৎ ঘুমের ভান করে শয্যায় শুয়ে ছিলেন মাত্র!—'

রুচিরা কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়াই কিরীটির মুখের দিকে তাকাইয়া রইল। গত রাত্রে সে যখন তাহার মাকে ডাকিতে যায় মা জাগ্রতই ছিলেন। বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিয়া ঘুমের ভান করিয়া ছিলেন। কিন্তু কেন?' তবে কি!—রুচিরার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল কিরীটির প্রশ্নে।

'এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন গত রাত্রে আপনার ও সমীর বাবুর মধ্যে যে আলোচনাই হ'য়ে থাক সমস্ত কিছুই তিনি পাশের ঘরে জেগে থাকার দরুণ শুনতে পেয়েছেন!—'

'কিন্তু কেন ? মা তা করতেই বা যাবেন কেন ?—'

কিরীটি এবারে হাসিয়া ফেলিল তারপর স্মিতকণ্ঠে কহিল, 'তা কেমন করে বলি বলুন। আপনাদের সাংসারিক ব্যাপারত আমার জানা সম্ভব নয়।—'

'But I hate! I simply hate this sort of spying!—এ ধরনের কারো কথা আড়ি পেতে শোনা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি—' অত্যন্ত বিরক্তি মিশ্রিত রুক্ষ্ম কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল রুচিরা।

কিরীটি তাহার অনুমানকে যাচাই করিয়া লইবার এমন সুবর্ণ সুযোগটি হেলায় যাইতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে কহিল, 'হয়ত তার ইচ্ছা আপনি সমীর বাবুকেই বিবাহ করেন!—'

রুচিরার গোপন ব্যথার স্থানে অতর্কিতেই আঘাত করিয়া বসিল কিরীটি। মুহূর্তে রুচিরার সমগ্র চোখ মুখ রাগে ও উত্তেজনায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল।

তিক্ত কঠোর ও সতেজ কণ্ঠে রুচিরা আর অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই বলিয়া উঠিল ঃ তার ইচ্ছা! নিজের ভাল মন্দ বিবেচনা করবার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আমার। কারোর ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নেবো তা সে যিনিই হোন না কেন অন্তত রুচিরার দ্বারা তা হবে না।

'শান্ত হোন রুচিরা দেবী! এসব ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে বৃথা ত কোন লাভ নেই। আপনি সমীর বাবুকে বিবাহ করতে

চান না সে কথা সুস্পষ্ট ভাবে আর কাউকে না পারেন সমীর বাবুকেও ত অন্তত জানিয়ে দিতে পারেন।—'

'সেই কথাই কাল রাত্রে বলে দিয়েছি আমি তাকে। তাছাড়া আজ আর বড় মামাও বেঁচে নেই—দায় থেকে আমিও মুক্ত। মার ও বিশেষ করে তারই ইচ্ছায় এ ব্যাপারটা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল। এইখানেই এর শেষ!—'

'আপনার বড় মামা রায়বাহাদুরই বুঝি?—'

'হাঁ সমীরের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে বড় মামা ঐ সমীরের গ্রাস থেকে একটা কলিয়ারী বাঁচাতে চেয়েছিলেন—মাত্র দিন দুই হলো দাদুর মুখে আমি কথাটা জানতে পেরেছি। আগেত জানতেই পারিনি!—'

'কে অবিনাশ বাবু আপনাকে বলেছিলেন ওকথা?—'

'হাঁ! আমি প্রথম থেকেই could not stand him। ঐ কথা কয়েকদিন আগে জানবার পর কাল রাত্রে খোলাখুলি ভাবেই আমার অমত জানিয়ে দিয়েছি সমীর কে!—'

'সমীর বাবু বুঝি কাল রাত্রে ঐ কথাই বলতে এসে-ছিলেন?—'

'হাঁ!—'

রুচিরার গত রাত্রের সযত্নরচিত গোপনতার আড়ালটুকু কিরীটি সুকৌশলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে চুরমার করিয়া মাটির বুকে মিশাইয়া দিল। রুচিরা

অকপটেই নিজের অহমিকায় আঘাত খাইয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দিল।

'আর একটি কথার জবাব চাই আমি আপনার কাছ থেকে মিস্ মিত্র ?—'

'কি ?—'

'গতকাল আপনার ছোটমামা যখন আপনাকে রায়ব'হাদুরের নিহত হবার সংবাদটা দেওয়ার কথায় অস্বীকার জানালেন তখন আপনি তাকে বলেছিলেন—তার কির্তীর কথা নাকি কারো জানতে বাকী নেই! কেন তাকে সে কথা আপনি বলেছিলেন বলবেন কি ?—'

'কি আর এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ওর এখানে আসা অবধিইত বড় মামার সঙ্গে নিত্যই ত প্রায় খিটমিট চেঁচা'মেচি হতো! বড়মামা যে অসুস্থ এই সামান্য কথাটাও যেন উনি ভুলে যেতেন—!'

'শুধু কি তাই ?—'

'বলতে লজ্জা হয় মিঃ রায় মার মুখে শুনেছি একদিন নাকি উইলের ব্যাপারে ছোট মামা বড় মামাকে threaten পর্যন্ত করেছেন।—'

কিরীটি রুচিরাকে বিদায় দিয়াছে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছে এইবারে মুন্না বাঈজীকে।

মুন্না বাঈজী কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

'বসুন নমস্কার!—' কিরীটি চোখের ইংগীতে তাহার সম্মুখস্থিত শূন্য চেয়ারটি দেখাইয়া দিল।

মুন্না নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

'আমাকে আপনি ডেকেছিলেন মিঃ রায়?—' প্রতি নমস্কার জানাইয়া মুন্না প্রশ্ন করিল।

'হাঁ! গত রাত্রে এ বাড়ীতে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সব শুনেছেন বোধহয়?—'

'হাঁ!—'

'কার কাছে শুনলেন?—'

'বাবুর মুখেই শুনেছি! গত রাত্রেই সব আমাকে তিনি বলেছেন!—'

'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই?—'

'বলুন?—'

'কাল কত রাত পর্যন্ত আপনি গান বাজনা করেন?—'

'রাত বোধহয় তিনটে বাজবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত—'

'তারপর বুঝি আপনি শুতে যান?—'

'হাঁ !—'

'আবার কখন কাকাসাহেব আপনাকে ডেকে পাঠান তার ঘরে ?—'

'বোধহয় রাত সারে চারটা কি পৌণে পাঁচটা হবে তখন আকাশ ফিকে হয়ে আসছে—'

'অবিনাশ বাবু ঘরে ঢুকে কি দেখলেন ?—'

'দেখলাম ঘরের মধ্যে তিনি অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। আমার পদশব্দেও তার খেয়াল হয়নি। আমিই তখন গলা খাকড়ী দিয়ে তারা মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম। এবারে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, কে ! ও মুন্না এসো। আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে মুন্না—দুর্য্যোধন ! দুর্যোধনকে কে যেন হত্যা করেছে।—রায়বাহাদুর অসুস্থ আমি মাস তিন আগে এখানে যখন মজুরা নিয়ে অসি তখুনি শুনে গিয়েছিলাম। এবারেও এসে শুনেছিলাম তার অবস্থা একই রকম !—'

'এবার কতদিন হলো এসেছেন এখানে ?—'

'দিন পাঁচেক হলো এসেছি—'

সহসা এমন সময় দ্বারে করাঘাত শোনাগেল বাহির হইতে।

কিরীটি প্রশ্ন করিল, 'কে ?...'

'আমি দুঃশাসন। 'দালাল সাহেব এসেছেন আপনাকে

ডাকছেন…'বাহির হইতে জবাব আসিল। কিরীটি বলিল, 'আসুন মিঃ চৌধুরী ভিতরে আসুন…'

দুঃশ্বাসন চৌধুরী দুয়ার ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই মুন্না নিজের অজ্ঞাতেই চোখ তুলিয়া সম্মুখের দিকে তাকাইয়াছিল।

দুঃশ্বাসনও মুন্না বাঈজীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।

ব্যাপারটা কিরীটির তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিকে এড়ায় নাই। সেও উভয়ের দিকে তকাইয়াছিল।

দুঃশ্বাসন চৌধুরীই সর্ব্ব প্রথম অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন ঃ কে? কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মুখের চেহারাটাই যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। সুস্পষ্ট একটা আতঙ্ক যেন সমগ্র মুখখানি ব্যাপিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সহসা অদ্ভুৎ বিচিত্র নিষ্ঠুর একটা হাসি বাঈজীর অমন সুন্দর মুখখানিকেও বিভৎস করিয়া তুলিল। চাপা কণ্ঠে বাঈজী কহিল ঃ হাঁ। খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন মিঃ চৌধুরী এখানে আমায় দেখে না! মরিনি। চেয়ে দেখুন আজও বেঁচে আছি।

'আপনি কি জানতেন না মিঃ দুঃশ্বাসন চৌধুরী এই বাড়ীতেই থাকেন?…'বাঈজীর দিকে তাকাইয়া কিরীটিই প্রশ্নটা করিল।

'না।—'

'বলেন কি আপনাদের পূর্ব্ব পরিচয় থাকা সত্বেও জানতেন না?—' কিরীটি দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল।

'আশ্চর্য। সাবিত্রী তুমি এখানে ?...'এতক্ষণে কোন মতে কথাটা উচ্চারণ করিলেন দুঃশ্বাসন চৌধুরী।

'সাবিত্রী! সাবিত্রীত অনেক অনেক দিন আগেই মারা গেছে চৌধুরী মশায়! এযা দেখছেন এত তার প্রেতাত্মা অধীনার নাম মুন্না বাঈজী!' বিষাক্ত একটা কদর্য শ্লেষ যেন বাঈজীর কণ্ঠ স্বরে ঝড়িয়া পড়িল।

'কিন্তু মিঃ রায় দালাল সাহেব আপনাকে ডাকছেন?—' বোঝাগেল দুঃশ্বাসন চৌধুরী যে কারণেই হোক কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

'এঘরেই তাকে ডেকে আনুন মিঃ চৌধুরী!...'

আর ক্ষণ মাত্রও বিলম্ব না করিয়া দুঃশ্বাসন চৌধুরী কক্ষ হইতে দ্রুত যেন পলাইয়া বাঁচিলেন।

মুন্না বাঈজী নির্ব্বাক নিশ্চল বসিয়া আছে। হঠাৎ কিরীটি বাঈজীকে প্রশ্ন করিল, 'কত দিনের আলাপ আপনাদের?...'

'য়্যা' ..'চমকাইয়া উঠে বাঈজী।

'শুনছি মিঃ দুঃশ্বাসন চৌধুরীত গত পাঁচ বছর ধরে ভারতবর্ষে ছিলেন না আপনাদের আলাপ বুঝি তারও আগে?'

'হঁ্যা! তা পাঁচ বছর হবে বৈকি! হঁ্যা পাঁচ বছর!—' অস্পষ্ট ভাবেই বাঈজী কথা কয়টি উচ্চারণ করিল।

কিরীটি লক্ষ্য করিল বাঈজী অন্যমনস্ক ও চিন্তিত। সে আবার প্রশ্ন করিল, 'ইতিমধ্যে আর আপনাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি ?…'

'না !—' মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল বাঈজী।

এমন সময় বাহিরে দালাল সাহেবের ভারী জুতার মচ্ মচ্ আওয়াজটা পাওয়া গেল, এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে।

'শুনুন। আপনি আপনার ঘরে থাকবেন সাবিত্রী দেবী ! আমি ঘণ্টাখানেক বাদেই আপনার ঘরে আসছি। আপনার সঙ্গে আমার আরো কথা আছে। দালাল সাহেব আসছেন এবারে আপনি যেতে পারেন।—'

দ্বার ঠেলিয়া দালাল সাহেব কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বাঈজী কক্ষ হইতে শ্লথ চরণে বাহির হইয়া গেল।

'আসুন দালাল সাহেব ! বসুন।—' কিরীটি দালাল সাহেবকে আহ্বান জানাইল।

দালাল সাহেব চেয়ারটার উপরে বসিতে বসিতে বলিলেন, 'ইয়ে বহুৎ তাজ্জব কি বাত্ হ্যায় মিঃ রায়—শকুনী বাবুও কই বাত্ নেহি মানতা !—'

'কি ব্যাপার ? কি মানছে না সে ?—'

'ইয়ে আপকে হাম জরুর কঁহেতে হে ওহি রায়বাহাদুরকো জান লিয়া—'

'বলেন কি ?—'

'হাঁ হাঁ !—'

অতঃপর দুইজনের মধ্যে নিম্নলিখিত আলোচনা শুরু হয়।

'শকুনী বাবুকে ধরে এনে হাজতের মধ্যে বন্দী করা অবধি সেই যে লোকটা মুখ বন্ধ করেছে এখন পর্যন্ত একটি কথাও ওর কাছ থেকে আদায় করতে পরিনি। কিন্তু এও আপনাকে বলে দিচ্ছি মিঃ রায় রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছে ও শকুনীই। লোকটার চেহারা আর চোখের চাউনি দেখেছেন একেবারে পাক্কা ক্রিমিন্যালের মত।—' দালাল সাহেব কিরীটিকে বোঝাইবার চেষ্টা করেন।

কিরীটি দালাল সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া কেবল প্রশ্ন করিল, 'ময়নাতদন্তর রিপোর্ট পাওয়া গেছে মিঃ দালাল ?—'

'হাঁ! ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। একেবারে হার্ট পর্যন্ত পাংচার করে গিয়েছে।—'

'Stomach content chemical analysisয়ের জন্য পাঠান হয়েছে ?—'

'হাঁ! কিন্তু হত্যাকারীকেই যখন আমরা মুঠোর মধ্যে পেয়েছি তখন—'

'মূঠোর মধ্যে পেয়েছেন কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ করতে পারবেন কি উনিই রায়বাহাদুরের হত্যাকারী ?—'

'প্রমাণ। আমাদের ওর পেটের কথা টেনে বের করতে হবে! সে tacticsও আমার জানা আছে মিঃ রায়!—

তাছাড়া কিছু কিছু প্রমাণও already আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে ত এসেই গেছে—'

'কি রকম? কি কি প্রমাণ পেয়েছেন যে উনিই অপরাধী?—'

'প্রথমতঃ ধরুন উনি অপরাধী না হলে অমন করে না বলে কয়ে হঠাৎ ও ভাবে পালাতেই বা যাবেন কেন! দ্বিতীয়তঃ অপরাধীই যদি উনি না হন এমনি করে মুখ বুজেই বা থাকবেন কেন? সাফ্ সাফ্ সব কথা যা জানেন খুলে বললেইত পারেন!—'

'আমি আপনাকে বলতে পারি মিঃ দালাল। ঠিক অপরাধী বলে নয় স্রেফ্ ভয় পেয়েই উনি পালাবার চেষ্টা করেছিলেন।—'

'ভয় পেয়ে! কিসের জন্য ভয় পেয়ে?—'

'কাপড়ে তার রক্তের দাগ ছিল বলে।—'

'রক্তের দাগ! কোন কাপড়ে?—'

'তার ঘরেই ধুতিটা এককোণে পড়েছিল তাতেই রক্তের দাগ ছিল! কিন্তু একটা কথা হয়ত এখনো আপনি শোনেননি মিঃ দালাল, মৃত রায়বাহাদুর নিহত হবার কয়েকদিন আগে টাকাকড়ি ও উইলের ব্যাপার নিয়ে রায়বাহাদুর ও দুঃশাসন চৌধুরীর মধ্যে বচসা হয়ে যায় এমন কি দুঃশাসন চৌধুরী রায়বাহাদুরকে threaten পর্যন্ত করেছিলেন!—'

'বলেন কি! এখুনিত তাহলে একবার দুঃশাসন চৌধুরীকে ডেকে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত!...

'তাতে কাজ হবে না। most probably he will deny the whole story !…'

'But we can't spare him!…কিন্তু কার মুখে কথাটা শুনলেন ?…'

'স্রেফ ঘটনাচক্রেই ব্যাপারটা জানা সম্ভব হয়েছে। আড়ি পেতে শুনেছি গান্ধারী দেবী কাকা সাহেবকে যখন কথাটা বলছিলেন।'

'কাকা সাহেব মানে ঐ বুড়োটা ?…'

'হাঁ ? রায়বাহুরের কাকা অবিনাশ চৌধুরী !…'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই !…'

'যান না ! তিনি বোধ হয়ত এখন তার ঘরেই আছেন !…'

দালাল সাহেব অতঃপর হন্তদন্ত হইয়াই অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

কিরীটিও গাত্রোত্থান করিয়া মুন্না বাঈজীর ঘরের দিকে গেল।

—(১৬)—

কথাটা চাপা দিয়া আর রাখা গেল না। দালাল সাহেবই জানাইয়া দিলেন রায়বাহাদুরের হত্যাপরাধে শকুনী ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মামার হত্যাপরাধে শকুনী ধৃত হইয়াছে এবং বর্তমানে সে হাজত বাস করিতেছে।

শীতের বেলার শেষ আলোর ম্লান রশ্মিটুকু একটু একটু করিয়া ক্রমে ধরিত্রীর বক্ষ হইতে মিলাইয়া গেল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া বাদুরের মত ডানা ছড়াইয়া যেন চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। ঘনায়মান একটা কালো পর্দা শ্রীনিলয়ের উপরে যেন চাপিয়া বসিতেছে। কোথায়ও এতটুকু সাড়া শব্দ পর্যন্ত নাই। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা আশঙ্কা দুঃস্বপ্নের মত সকলেরই মনকে আচ্ছন্ন করিরা ফেলিতেছে।

কিরীটির ঘরের মধ্যে সকলেই উপস্থিত; কাকা সাহেব অবিনাশ চৌধুরী, দুঃশ্বাসন চৌধুরী, বৃহন্নলা চৌধুরী, তদীয় পত্নী পদ্মা দেবী, গান্ধারী দেবী, তদীয় কন্যা রুচিরা দেবী, সমীর বোস, নার্স সুলতা কর, ডাঃ সানিয়্যাল, ডাঃ সমর সেন এবং কিরীটি নিজে। সকলের চোখে মুখেই একটা সুস্পষ্ট আতঙ্কের ভাব! সকলেই চিন্তিত। সকলকে সম্বোধন করিয়া কিরীটিই বলিতেছিল: আপনারা সকলেই জানেন রায়বাহাদুরের হত্যাপরাধে শকুনী বাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ অনেক চেষ্টা করা সত্বেও তার মুখ থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি। আপনারা হয়ত জানেন না কিন্তু আমি জানি শকুনী বাবু যদি মুখ খোলেন হত্যা রহস্যটা জলের মত হ'য়ে যাবে। তিনি এই হত্যার ব্যাপারে এমন কতকগুলো মারাত্মক কথা জানেন, যা একবার পুলিশের গোচরীভূত হলে হত্যাকারী আর তখন নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতে পারবে না।

কিরীটির কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধারী দেবী প্রশ্ন করিলেন, 'তবে কি শেকো দাদাকে হত্যা করেনি ?—'

'না !—' বজ্র কঠিন কিরীটির কণ্ঠস্বর ঃ কিন্তু আমি জানি হত্যাকারী কে ! হত্যাকারী যতই চতুর হোক এবং যত বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়ে থাক এমন একটি মারাত্মক চিহ্ন সে রায়বাহাদুরের শয্যার পার্শ্বে রেখে গিয়েছে যেটি আজ দুপুরে সেই কক্ষটা পুনরায় গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময়ই আমার নজরে পড়েছে। সেটি কি জানেন ? যে ছোরা গত রাত্রের রায়বাহাদুরকে হত্যা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল তারই শূন্য খাপটা ! তাড়াতাড়িতে হত্যাকারী খাপটা ঘরের মধ্যে হত্যা করে আসবার সময় ভুলে ফেলে এসেছিল। সেই শূন্য চামড়ার খাপটার গায়েই হত্যাকারীর আংগুলের ছাপ পাওয়া যাবে যা থেকে সহজেই প্রমাণ করা যাবে হত্যাকারী কে !—'

কক্ষের মধ্যে উপস্থিত সবকয়টি নর নারীই একেবারে নিঃশব্দ।

সূচ পতনের শব্দও বোধহয় শুনা যাইবে।

কাহার মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নাই।

কিরীটি আবার বলিতে লাগিল ঃ আপনাদের সকলের কাছেই আমার শেষ অনুরোধ এবং সেইটুকু জানাবার জন্যই আপনাদের সকলকে আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, এখনো যদি আপনাদের কারো কিছু বক্তব্য থাকেত আমাকে বলুন।

অন্যথায় পুলিশ আপনাদের, প্রত্যেককেই নাজেহালের একেবারে চূড়ান্ত করবে। অপমান করতে ও লাঞ্ছনারও অবধি হয়ত রাখবে না। দালাল সাহেব সহজে আপনাদের কাউকে নিস্কৃতি দেবেন না।

কিন্তু তথাপি সব নিশ্চুপ! কাহারো বাক্যস্ফুর্তি নাই! বোবা ভীত দৃষ্টিতে কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতেছে।

একজন পুলিশ অফিসার ঘরের বাহিরে দ্বারের নিকট প্রহরায় দাড়াইয়াছিল সে এমন সময় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরীটির কানের কাছে মুখ লইয়া নিম্নস্বরে যেন কি বলিল কিরীটি উঠিয়া দাড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'বেশ আপনাদের আমি আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি, পরস্পর আপনারা আলোচনা করে দেখুন। নিচের থেকে আমি আধঘণ্টার মধ্যেই একটা কাজ সেড়ে আসছি।' কিরীটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিচের একটা কক্ষে নিঃশব্দে পুলিশের প্রহরায় মাথা নিচু করিয়া একটা চেয়ারে শকুনী ঘোষ বসিয়া ছিল। কিরীটির পদশব্দে মুখ তুলিয়া তাকাইল। চোখের ইংগীতে কিরীটি পুলিশের লোক দুইজনকে কক্ষ ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতেই তাহারা কক্ষ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কিরীটিকে একা ঘরের মধ্যে পাইয়া এতক্ষণে সহসা শকুনী কান্নায় যেন

ভাঙ্গিয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'আমাকে বিশ্বাস করুন মিঃ রায় আমি! আমি মামাকে খুন করিনি!—'

'খুন করেননি কিন্তু আপনার ঘরের কোনে একটা ধুতি পাওয়া গিয়েছে তাতে রক্তের দাগ এলো কি করে?—'

শকুনী নিঃশ্চুপ।

'তাছাড়া গতকাল রাত্র সাড়ে তিনটা হ'তে রাত সাড়ে চারটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন! ঘরে ছিলেন নাত!—'

'আমি—'

'অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমি বলছি আপনি ঘরে ছিলেন না। কোথায় ছিলেন?—বলুন? কথার জবাব দিন?—'

'কুণ্ডলেশ্বর বাবুর ঘরে গিয়েছিলাম!—' দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে শকুনী জবাব দিল।

'কতদিন ধরে মদ্যপান করছেন?—'

'মদ্যপান!—'

'হাঁ! শর্মাই বোধহয় ঐ ব্যাপারে আপনাকে রপ্ত করেছেন। আর্জ সকালেও আপনার কথা বলবার সময় alcohol য়ের গন্ধ পেয়েছি!—'

'বছর খানেক হবে!—'

'হুঁ। কখন ফিরে আসেন সেখান থেকে?—'

'রাত সাড়ে চারটার সময়!—'

'সাধারণত কি আপনি ঐ সময়েই শর্মার ঘরে যেতেন মদ্যপান করতে ?—'

'হাঁ! পাছে জানাজানি হয়ে যায় তাই ঐ সময়েই যেতাম তার ঘরে !—'

'পয়সা কে জোগাত আপনিই নিশ্চয়ই ?—'

'হাঁ!—'

'ঘরে ফিরে এসে কি দেখলেন ?—'

'রক্তাক্ত আমারই পরণের একটা ধুতি ঘরের এক মেঝেতে আমার পড়ে আছে। প্রথমটা আমারই পরিধানের একটা ধুতিতে রক্ত দেখে এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলুম যে কি করি বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। তারপর রক্তের দাগগুলো কুজোর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলি কাপড় থেকে !...'

'হুঁ!...রায়বাহাদুরের নিহত হবার সংবাদ আপনি গত রাত্রে পেয়েছিলেন ?...'

'না!...'

রাত্রি বোধকরি পৌনে চারিটা হইবে। নিঃস্তব্ধ নিঝুম শীতের রাত্রি কেবল একটুক্ষণ পূর্বে নাইট কীপার হুম সিংয়ের খবরদারীর চিৎকারটা শোনা গিয়াছিল।

সেই কক্ষ। গতকল্য রাত্রিতে এই কক্ষের মধ্যেই রায়-বাহাদুর ছুরিকাঘাতে আততায়ীর হাতে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছেন। শূন্য সেই শয্যা! কেবল গত রাত্রির সেই নীল

ঘেরটোপে ঢাকা বাতিটা আজ নিভান, কক্ষের একধারে ক্যাম্প খাটের উপর নিদ্রাভিভূত কিরীটি, আর কেহই কি কক্ষের মধ্যে এই মুহূর্তে নাই! কক্ষের দেওয়ালে টাংগানো দেওয়াল ঘড়িটার একঘেয়ে টক্ টক্ শব্দ কেবল শূন্য কক্ষ মধ্যে যেন সজাগ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে অন্ধকারের মধ্যেই। কিরীটি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। নিঃশব্দে দরজাটা খুলিয়া গেল কক্ষের সংলগ্ন বাথরুমের। তার পরই কক্ষ মধ্যে অতি সতর্ক পদসঞ্চারে প্রবেশ করিল একটা ছায়া মূর্তি! ছায়া মূর্তি পায়ে পায়ে নিঃশব্দে আগাইয়া চলে নিদ্রিত কিরীটির শয্যার দিকে। আর একটি! আর একটি ছায়া মূর্তি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল সেই একই পথে। প্রথম ছায়া মূর্তি টেরও পাইল না দ্বিতীয় ছায়া মূর্তি যে তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

কিরীটির শয্যার একেবারে কাছ ঘেষিয়া দাড়াইল প্রথম ছায়ামূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে কিরীটি নিমেষে একটা গড়ান দিয়া একেবারে শয্যা হইতে নিচে পড়িল এবং সেই মুহূর্তে একটা আর্ত করুণ চিৎকার অন্ধকারকে যেন চিড়িয়া গেল।

কিরীটি ততক্ষণে সুইচ টিপিয়া কক্ষের মধ্যে পূর্ব হইতেই ফিট্ করা হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বালাইয়া দিয়াছে। মুহূর্তে কক্ষের অন্ধকার দূর হইয়া উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠে।

দালাল সাহেব কিরীটির খাটের তলাতেই ওৎ পাতিয়া

ছিলেন তিনিও ততক্ষণ বাহিরে আসিয়া দাড়াইয়াছেন কিরীটির পার্শ্বে। রক্তাক্ত কলেবরে সম্মুখের মেঝেতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাঁপাইতেছে দুঃশ্বাসন চৌধুরী। পশ্চাতে রক্ত মাখা হাতে দাঁড়াইয়া বাঈজী মুন্না !

সহসা মুন্না বাঈজী পাগলের ন্যায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ঃ হিঃ হিঃ পাঁচ বছর। পাঁচ বছর ধরে তোকে খুঁজে বেড়িয়েছি ! প্রতিশোধ ! এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছি। কেমন ! কেমন হয়েছে ?

'What all this Mr. Roy ?—' এতক্ষণে দালাল সাহেবের কণ্ঠে স্বর ফোটে।

কিরীটি দালাল সাহেবের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া আগাইয়া গিয়া ভূপতিত দুঃশ্বাসনের ক্ষতস্থান হইতে বিদ্ধ ছোরাটা টানিয়া বাহির করিয়া বলে, 'চট্ করে ডাক্তারকে ডেকে আনুন পাশের ঘর থেকে এখুনি একবার মিঃ দালাল !—'

দালাল সাহেব ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিলেন।

প্রচুর রক্তপাতে দুঃশ্বাসন চৌধুরীর অবস্থা তখন ক্রমেই সংগীন হইয়া উঠিতেছে।

মুন্না বাঈজী তখনও একই স্থানে দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিয়া যাইতেছে ঃ কেমন জব্দ ! কেমন প্রতিশোধ। পাঁচ পাঁচ বছর ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি—

ডাঃ সানিয়্যাল ছুটিয়াই আসিলেন ঃ কি ব্যাপার মিঃ রায় ?

'দেখুনত ! He has been stabbed !

কিন্তু দেখিবার আর তখন কিছুই ছিল না। নিদারুণ ভাবে আহত ও প্রচুর রক্তপাতে চৌধুরীর অবস্থা তখন প্রায় সকল চিকিৎসারই বাইরে চলিয়া গিয়েছে। ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে ও নাড়ী তাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। তথাপি পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণ-ভাবে মাথা নাড়িয়া ডাক্তার মৃদু কণ্ঠে কহিল: আশা নেই। কিন্তু কে এমন ষ্ট্যাব্ করলো দুঃশ্বাসন বাবুকে মিঃ রায়?

জবাব দিল মুন্না বাঈজী: আমি! আমি প্রতিশোধ নিয়েছি নারী হত্যার!

কয়েকটা হেঁচকী তুলিয়া চৌধুরীর দেহটা স্থির হইয়া গেল।

'মরেছে! এবারে তোমরা আমায় ধরতে পারো। পুলিশ সাহেব আমার আসল নাম সাবিত্রী! একদিন ঐ নরপিশাচ দুঃশ্বাসন আমার নারীত্বকে এমনি করেই হত্যা করেছিল তারই প্রতিশোধ নিতে তাকে আমি হত্যা করেছি—আমি ধরা দিচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে এবারে আমি ফাঁসি যেতেও প্রস্তুত—'

'ভুল করেছেন সাবিত্রী দেবী!—' গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে কিরীটি কথাটা কহিল।

চকিতে মুন্না বাঈজী কিরীটির কথায় ফিরিয়া কিরীটির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল: ভুল করেছি!

'হাঁ! উনিত দুঃশ্বাসন চৌধুরী নন?—'

কিরীটির কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল এবং

ঘরের মধ্যে উপস্থিত যুগপৎ সকলেই একই সময়ে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কিরীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। হতভম্ব দালাল সাহেবই সর্বপ্রথম কথা বলিলেন, 'কি বলছেন আপনি মিঃ রায় উনি—উনি দুঃশাসন চৌধুরী নন?—'

'না!—'

'তবে কে! কে উনি?—'

'রায়বাহাদুরের হত্যাকারী। খোঁজ নিয়ে দেখুন এতক্ষণে হয়ত তীব্র কোন ঘুমের ঔষধের প্রভাবে আসল সত্যিকারের দুঃশাসন চৌধুরী তার কক্ষে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে আছেন।—দুঃশাসন চৌধুরীর ছদ্মবেশ উনি নিয়েছেন মাত্র—'

একি বিস্ময়। সকলেই বাকাহারা নিস্পন্দ।

'তবে উনি কে?—দুঃশাসন চৌধুরী উনি নন? তবে কাকে! কাকে আমি হত্যা করলাম?—' বলিতে বলিতে পাগলের মতই মুন্না বাঈজী মৃতদেহটার উপরে ঝাপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইতেই চকিতে ক্ষিপ্র হস্তে কিরীটি বাঈজীকে ধরিয়া ফেলিল: শুধু আপনারই নয় সাবিত্রী দেবী ভুল আমারও হ'য়েছে। ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এমনি দাঁড়াবে আমিও তা ভাবতে পারিনি—নইলে এই হত্যাকাণ্ডটা হয়ত ঘটতো না। উঃ! What a mistake! What a mistake!

কিরীটি বলিতেছিল : হত্যাকারী অসাধারণ ক্ষিপ্র ও চতুর তাই নয় সুদক্ষ একজন অভিনেতাও। আগাগোড়াই সে দুঃশাসন চৌধুরীকে ধ্বংস করবার জন্য এমন চমৎকার ভাবে প্ল্যান করে হত্যার কাজে অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে করে রায়বাহাদুরের হত্যাপরাধের সমস্ত সন্দেহ নিঃসন্দেহে তারই উপরে গিয়ে পড়ে। হয়েছিলও তাই! ব্যাপারটা অবশ্য আমি গতকালই বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু সবটাই আমার অনুমানের উপরে ভিত্তি বলে গতকাল রাত্রের ঐ ফাঁদটা পেতেছিলাম ছোরার খাপের চার ফেলে। এবং রায়-বাহাদুরেরই ঘরে নিজের শয়নের ব্যবস্থা করেছিলাম শুধু জানবার জন্য কোন পথে হত্যাকারী আগের রাত্রে ঐ ঘরে প্রবেশ করে হত্যা করে গিয়েছিল। অবশ্য এটা স্থির জানতাম আমি, হত্যাকারী যত চতুরই হোক না কেন রাত্রে সেই মারাত্মক একমাত্র হত্যার নিদর্শন ছোরার খাপটি সংগ্রহ করতে তাকে আসতে হবেই। কেননা হত্যাকারীর নিশ্চয়ই স্থির বিশ্বাস হবে অতবড় মূল্যবান হত্যার evidenceটা আমি অন্য কোথায়ও না রেখে সর্বদা নিজের কাছে কাছেই রাখব! আপনারা সকলেই জানেন আমার calculation ভুল হয়নি। He had to come! কিন্তু এটা ভাবিনি ঐ সঙ্গে যে সাবিত্রী বাঈজী যার নারীত্বের মর্যাদা একদা

দুঃশাসন চৌধুরী কতৃক লুন্ঠিত হয়েছিল, প্রতিশোধ স্পৃহায় সে গানের মজুরা নিয়ে ঐ দুঃশাসনেরই খোঁজে দেশ দেশান্তরে গত পাঁচ বৎসর ধরে তীক্ষ্ণ ছোরা কোমরে গুঁজে প্রতীক্ষায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং বুঝিনি দুঃশাসনকে খুঁজে পাওয়া মাত্রই তাকে হত্যার প্রথম সুযোগেই সাবিত্রী ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত তার উপরে ঝাপিয়ে পড়বে। একেই বলে নিয়তি। কেউ তা রোধ করতে পারে না। ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়। অনিবার্য! Althrough it was a wonderful plan. অদ্ভুৎ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে খুনী। পূর্ব হতেই সমস্ত আট ঘাট বেঁধে মাত্র পনের থেকে বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে আবার সে তার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। লুকিয়ে আড়ি পেতে গান্ধারী দেবী ও কাকা সাহেবের আলোচনার থেকে জানতে পেরেছিলাম আমি, রায়বাহাদুরকে হত্যাকারী একটা চিঠি দিয়েই কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হত্যা করবার ভয় দেখিয়েছিল যদি না সে তার উইল পরিবর্তন করে। কিন্তু কেন? ঐ ভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে হত্যার ভয় দেখিয়েছিলেন কেন? খুব সম্ভব যাতে করে রায়বাহাদুর কথাটা সকলকে বলেন ও হত্যার প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা করেন। এথেকে দু'টো জিনিষ ভাববার আছে। প্রথমতঃ অসুস্থ রায়বাহাদুর ঐ ধরণের কথা বললে চট্ করে সহজে কেউই বিশ্বাসত করবেই না ব্যাপারটা এবং তার কথার কোন গুরুত্ব দেবে না কেউ। হয়েছিলও, তাই,

এবাড়ীর কেউ সে কথাত বিশ্বাসই করেনি এমন কি আমিও করতে পারিনি। ডাক্তাররাও বলেছে ওটা hallucination য়ের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ খুনীর নির্বীঘ্নে হত্যা করবার একটা চমৎকার সুযোগ হাতে আসবে। তারপর খুনী হত্যার সমস্ত সন্দেহ দুঃশ্বাসন চৌধুরীর উপর চাপিয়ে দেবাব জন্য দুঃশ্বাসনের ছদ্মবেশে একবার গিয়ে রায়বাহাদুরকে threaten পর্যন্ত করে এসেছিল এবং সন্দেহটাকে ঘণীভূত করে তোলবার জন্য ঠিক ঐ সময়টিতেই গান্ধারী দেবীকেও রায়বাহাদুরের ঘরে ডেকে পাঠান হয়েছিল। জানালা দরজা বন্ধ থাকায় ঘরটা ছিল অন্ধকার তাই হয়ত রায়বাহাদুর ছদ্মবেশী খুনীকে চিনতে পারেন নি এবং গান্ধারী দেবীও ঘরে প্রবেশ শেষপর্যন্ত না করবার দরুণ ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই থেকে যায়। হত্যার রাত্রে খুনী প্রথমতঃ ডাঃ সানিয়্যালের ছদ্মবেশে নার্স সুলতা করকে কফির সংগে তীব্র কোন ঘুমের ঔষধ পান করিয়ে তাকে গভীর নিদ্রাভিভূত করে ফেলে তারপর দুঃশ্বাসনের ছদ্মবেশে রায়বাহাদুরের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে রায়বাহাদুরকে হত্যা করে। হত্যার সময় তার পরিধেয় বস্ত্রে রক্ত এসে লাগে সেই রক্তমাখা বস্ত্রটা তড়িৎপদে এসে শকুনীর অবর্তমানে ঘরের মধ্যে ছেড়ে রেখে নিজের জায়গায় আবার ফিরে যায়। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি শকুনীর ঘরের বাথরুমের জানালা পথে নেমে কার্ণিশ দিয়ে রায়বাহাদুরের কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ

করা যায় খুব সহজেই। শুধু তাই নয় হত্যা করবার পর দুঃশাসনেরই ছদ্মবেশে রুচিরা দেবীর ঘরে গিয়েও তাকে হত্যার সংবাদটা দিয়ে আসে।—'

স্তম্ভিত নির্বাক সকলে। কারো মুখে একটি কথা নেই।

দালাল সাহেবই আবার প্রশ্ন করেন ঃ তবে হত্যাকারী কে?

কিরীটি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল ঃ মহামান্য কাকাসাহেব শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী। ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল।

'গত কাল সকালে কাকা সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে ঘরের দেওয়ালে টাংগানো কয়েকখানা ফটো দেখেই প্রথমে তার উপরে আমার সন্দেহ হয়। এক কালে অবিনাশ একজন সুদক্ষ অভিনেতা ও রূপ সজ্জাকর ছিলেন। ঐ একটি কারণ ও দ্বিতীয় কারণ তাকে সন্দেহ করবার হচ্ছে তিনটে হতে রাত চারটে পর্যন্ত ঐ এক ঘণ্টা সময়ে তার movements এর কোন satisfactoy explanation ই তিনি দিতে পারেন নি। তৃতীয়তঃ তার ঘরের বাথরুমের সংলগ্নই হচ্ছে শকুনি বাবুর ঘরের বাথরুম। বাইরের চওড়া কার্নিশ দিয়ে এক বাথরুম থেকে অন্য বাথরুমে যাওয়া খুবই সহজ। চতুর্থ হয়ত উইল। উইলের ব্যাপারটা এখনো আমি জানি না তবে হয়ত নিশ্চয়ই অবিনাশ চৌধুরীর ভাগে খুব সামান্যই পরেছে। তাতেই হয়ত তিনি উইলটার অদল বদল চেয়েছিলেন কারণ তার ভয় ছিল মিঃ দুর্যোধন চৌধুরীর মৃত্যুর পরে হয়ত অন্যান্য সকলে তার সংগীত পিপাসা ও খেয়ালের খাই মিটোতে

রাজি থাকবে না। দুঃশাসন চৌধুরী এবারে এখানে ফিরে আসা অবধিই ঐ ব্যাপারটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে রায় বাহাদুরের সংঙ্গে বচসা করতেন। তার আদউ ইচ্ছা ছিল না ঐ ভাবে অনর্থক প্রতি মাসে কতকগুলো টাকা নষ্ট হয়। কিন্তু নির্ম্মম নিয়তিই এ ক্ষেত্রেও প্রবল হয়ে দেখা দিল, কাকা সাহেবকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হলো প্রাণ দিয়েই। একেই বলে বিধাতার বিচার বোধহয়। কিন্তু I pity ঐ সাবিত্রী দেবীকে!—' কিরীটি চুপ করিল।

সাবিত্রী এক রাত্রের মধ্যেই সম্পূর্ণ উন্মাদিনী। কখনো হাসিতেছে কখনো কাঁদিতেছে।

আজিও ডাক্তার যেন মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন শয্যার উপরে। তাকাইয়া আছে পলকহীন স্থির নিষ্কম্প, বিভীষিকাময় দুটি চক্ষুর কঠিন মৌন দৃষ্টি। হাড় জাগান বলিরেখাঙ্কিত মুখ ফ্যাকাসে রক্তহীন হলদেটে চর্ম্ম। বিস্রস্ত কাঁচা পাকা চুলগুলি কপালের উপরে নামিয়া আসিয়াছে। বক্ষে বিঁধিয়া আছে একখানি কালো বাঁটওয়ালা ছোরা সমূলে।

কখনো হয়ত ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। কে যেন ডাকিতেছে হুজুর! হুজুর!

ডাঃ জাগিয়া উঠেন: কে?—

—শেষ—